মণিরত্ন বিজ্ঞান।

কলিকাতা,

১২২নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, "রাধারমণ যন্ত্রে"

শ্রীনৃত্যগোপাল চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত।

১৫ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪২

উৎসর্গ

উত্তরপাড়া নিবাসী বিদ্যোৎসাহী জমিদার

শ্রদ্ধাস্পদ

রায় শ্রীমন্ জ্যোৎকুমার মুখোপাধ্যায়

বাহাদুর মহোদয়ের

কর-কমলে

শ্রদ্ধার নিদর্শন-স্বরূপ

এই গ্রন্থ

সাদরে উৎসর্গীকৃত

হইল।

গ্রন্থকার।

WORKS CONSULTED.

Before I say any thing as a preface to this work I am inclined to mention below with pleasure the names of the valuable works I have consulted in launching this little work, as well as the names of their authors to whom I owe many thanks.

	Works.		Authors.
(1)	Garuda Puran	...	Maharshi Krishna Daipayan Vedavyas.
(2)	Bishnu Puran	...	do.
(3)	Agni-Puran	...	do.
(4)	Jukti-Kalpataru	...	Voja Raja.
(5)	Sabdakalpadrum	...	Raja Radha Kanta Deb Bahadoor.
(6)	Encyclopaedia Indica or Vishvakosh	...	Srijut Nagondra Nath Bose.
(7)	Encyclopaedia Americana		F. C. Beach Esq. Editor in-Chief.
(8)	Gems and Precious Stones		Prof. C. W. King.
(9)	Mani-Mala	...	Raja Saurindra Mohan Tagore, Mus. Doc. C. I. E. F. R. S. L. M R. A. S. &c.
(10)	Precious Stones and Gems		Langdon Taylor Esq.
(11)	Encyclopaedia Britanica	...	Sir D M. Wallace K. C. I. E. K. C. V. O. and others.
(12)	The New Popular Encycoplædia		Charles Annandale M. A. L. L. D. General Editor.

মণিরত্ন বিজ্ঞান।

গ্রন্থ সূচনা।

জগতের আদিমণি—ক্ষীরার্ণব সমুদ্ভূত কৌস্তুভ মণি, ত্রিজগৎ উদ্ভাসিত করিয়া যাঁহার বিমানরূপ বিশাল বক্ষস্থলে অবস্থিতি পূর্ব্বক অনন্তকোটি রত্ন সৃজন করিতেছেন, সেই অতুল মহাপ্রভা-শালী কৌস্তুভ মণিধারী বিষ্ণুকে প্রণতি পূর্ব্বক আমরা এই "মণিরত্ন-বিজ্ঞান" সঙ্কলনে প্রবৃত্ত হইলাম।

ক্ষীরোদ সমুদ্ভূত কৌস্তুভমণি কিরূপ তাহা নিম্নোক্ত শ্লোকদ্বয় হইতে বিজ্ঞপাঠক বুঝিয়া লইবেন।

মমন্থুরুগ্রং ত্বরিতাঃ পুনঃ ক্ষীরার্ণবং সুরাঃ।
নির্মথ্যমানাদুদধেরবভৎ সূর্য্যাবর্চ্চসম্॥
রত্নানামুত্তমং রত্নং কৌস্তুভাখ্যং মহাপ্রভম্।
স্বকীয়েন প্রভাবেন ভাসয়ন্তং জগত্রয়ম্॥
কৌস্তুভস্তু মহাতেজাঃ কোটিসূর্য্য সমপ্রভঃ।
ইদং কিমুত বক্তব্যং প্রদীপাদ্দীপ্তিমানিতি।

ইতি ভাগবতামৃতম্॥

কৌস্তুভমণি সমস্ত মণির শ্রেষ্ঠ; ইহা অদ্বিতীয়, অনির্ব্বচনীয় এবং সমস্ত জ্যোতির্ম্ময় পদার্থের সারভূত মণি। কোটি সূর্য্যের ন্যায় ইহার দীপ্তি। ইহার রূপগুণ বর্ণনার অতীত। বিষ্ণু বক্ষস্থিত এই নভোমণি স্বীয় প্রভাবে ত্রিজগৎ আলোকিত করিয়া-

ছেন। এই অন্তরীক্ষমণিকে সকলেই অবলোকন করিয়াও চিনিতে পারেন না। আধুনিক পার্থিব মণিশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতগণও এই মণি চিনিতে পারেন কিনা সন্দেহ।

আরও চিন্তামণি, স্যমন্তকমণি প্রভৃতি কয়েকটী দিব্য মণি আছে।

পার্থিব নৃপতি ও নৃপতুল্য ব্যক্তিগণের ভোগ্য অমূল্য রত্ন সকলের গুণ বর্ণনা করিবার পূর্ব্বে আমরা গ্রন্থারম্ভে কয়েকটী দিব্য মণির বিষয় উল্লেখ করিলাম।

অথ স্যমন্তকোপাখ্যানম্।

শ্রীশুক উবাচ।

আসীৎ সত্রাজিতঃ সূর্য্যো ভক্তশ্চ পরমঃ সখা।
প্রীতস্তস্মৈ মণিং প্রাদাৎ স চ তুষ্টঃ স্যমন্তকম্॥
স তং বিভ্রন্মণিং কণ্ঠে ভ্রাজমানো যথা রবিঃ।
প্রবিষ্টো দ্বারকাং রাজংস্তেজসা নোপলক্ষিতঃ॥
তং বিলোক্য জনা দূরাৎ তেজসামুষ্টদৃষ্টয়ঃ।
দীব্যতেঽক্ষৈর্ভগবতে শশংসুঃ সূর্য্যশঙ্কিতাঃ॥
এষ আয়াতি সবিতা ত্বাং দিদৃক্ষুর্জগৎপতে।
মুষ্ণন্ গভস্তি চক্রেণ নৃনাং চক্ষুংষি তিগ্মগুঃ॥
নিশম্য বালবচনং প্রহস্যাম্বুজলোচনঃ।
প্রাহ নাসৌ রবির্দেবঃ শত্রাজিন্মনিনা জ্বলন্॥
দিনে দিনে স্বর্ণভারানষ্টৌ স সৃজতি প্রভো।
দুর্ভিক্ষমার্য্য রিষ্টানি সর্পাধিব্যাধয়োঽশুভাঃ॥
ন সন্তি মায়িনস্তত্র যত্রাস্তেঽভ্যর্চ্চিতো মণিঃ॥

স যাচিতো মণিং কাপি যদুরাজায় শৌরিণা।
নৈবার্থ কামুকঃ প্রাদাৎ যাচ্ঞাভঙ্গমতর্কয়ন্ ॥
তমেকদা মণিং কণ্ঠে প্রতিমুচ্য মহাপ্রভম্।
প্রসেনো হয়মারুহ্য মৃগয়াং ব্যচরন্ বনে ॥
প্রসেনং সহয়ং হত্বা মণিমাচ্ছিদ্য কেশরী।
গিরিং বিশন্ জাম্ববতা নিহতো মণিমিচ্ছতা ॥
সোঽপি চক্রে কুমারস্য মণিং ক্রীড়নকং গলে।
অপশ্যন্ ভ্রাতরং ভ্রাতা সত্রাজিৎ পর্য্যতপ্যত ॥
প্রায়ঃ কৃষ্ণেন নিহতো মণিগ্রীবো বনং গতঃ।
ভ্রাতা মমেতি তৎ শ্রুত্বা কর্ণে কর্ণেঽজপন্ জনাঃ ॥
ভগবাংস্তদুপশ্রুত্য দুর্য্যশো লিপ্তমাত্মনি।
মার্ষ্টুং প্রসেন পদবীমন্বপদ্যত নাগরৈঃ ॥
হতং প্রসেনমশ্বঞ্চ বীক্ষ্য কেশরিণা বনে।
তমদ্রিপৃষ্ঠে নিহতমৃক্ষেণ দদৃশুর্জনাঃ ॥
ঋক্ষরাজবিলং ভীমমন্ধেন তমসাবৃতম্।
একো বিবেশ ভগবানবস্থাপ্য বহিঃ প্রজাঃ ॥
তত্র দৃষ্ট্বা মণিশ্রেষ্ঠং বালক্রীড়নকং কৃতম্।
হর্ত্তুং কৃতমতিস্তস্মিন্নবতস্থেঽর্ভকান্তিকে ॥
তমপূর্ব্বং নরং দৃষ্ট্বা ধাত্রী চুক্রোশ ভীরুবৎ।
তৎ শ্রুত্বাভ্যদ্রবৎ ক্রুদ্ধোজাম্ববান্ বলিনাং বরঃ ॥
স বৈ ভগবতা তেন যুযুধে স্বামিনাত্মনঃ।
আসীত্তদষ্টবিংশাহমিতরেতরমুষ্টিভিঃ ॥

ক্ষীণসত্বঃ স্বিন্নগাত্রস্তমাহাতীববিস্মিতঃ।
জানে ত্বাং সর্ব্বভূতানাং প্রাণ ওজঃ সহো বলম্।
বিষ্ণুং পুরাণপুরুষং প্রভবিষ্ণুমধীশ্বরম্॥
ইতি বিজ্ঞাতবিজ্ঞানমৃক্ষরাজনমচ্যুতঃ।
ব্যাজহার মহারাজ ভগবান্ দেবকীসুতঃ।
মণিহেতোরিহ প্রাপ্তা বয়মৃক্ষপতে বিলম্॥
মিথ্যাভিশাপং প্রমৃজন্নাত্মনো মণিনামুনা।
ইত্যুক্তঃ স্বাংদুহিতরং কন্যাং জাম্ববতীং মুদা॥
অর্হনার্থং স মণিনা কৃষ্ণায়োপজহার সঃ।
সত্রাজিতং সমাহূয় সভায়াং রাজসন্নিধৌ।
প্রাপ্তিঞ্চাখ্যায় ভগবন্ মণিং তস্মৈ ন্যবেদয়ৎ॥
সোহনুধ্যায়ংস্তদেবাঘং বলবদ্বিগ্রহাকুলঃ।
কথং মৃজাম্যাত্মরজঃ প্রসীদেদ্ বাচ্যুতঃ কথম্॥
এবং ব্যবসিতো বুদ্ধ্যা সত্রাজিৎ স্বসুতাং শুভাম্।
মণিঞ্চ স্বয়মুদ্যম্য কৃষ্ণায়োপজহার সঃ॥
ভগবানাহ ন মণিং প্রতীচ্ছামো বয়ং নৃপ।
তবাস্ত্ব দেবভক্তস্য বয়ঞ্চ ফলভাগিনঃ॥

ইতি শ্রীভাগবতে ১০ স্কন্ধ ৫৬ অধ্যায়ঃ॥

বিষ্ণুপুরাণোক্ত স্যমন্তকের বিবরণ।

সত্বতের সপ্তপুত্র—ভজিন, ভজমান, দিব্য, অন্ধক, দেবাবৃধ, মহাভোজ এবং বৃষ্ণি। বৃষ্ণির দুই পুত্র—সুমিত্রা ও যুধাজিৎ। সুমিত্রের দুই পুত্র—অনমিত্র ও শিনি। অনমিত্রের পুত্র—নিঘ্ন;

নিম্নের দুই পুত্র—প্রসেন ও সত্রাজিৎ। সত্রাজিৎ সূর্য্যের সখা ছিলেন। সত্রাজিৎ এক সময়ে সমুদ্রতীরে অবস্থান পূর্ব্বক ঐকান্তিক চিত্তে সূর্য্যের কঠোর তপস্যা করিতে লাগিলেন। স্তবস্তুষ্ট সবিতা অন্তরীক্ষ হইতে অবতীর্ণ হইয়া সত্রাজিৎ সকাশে উপস্থিত হইলেন।

অনন্তর প্রভাকরকে প্রণাম পুরঃসর সত্রাজিৎ কহিতে লাগিলেন; আপনি আমার প্রতি সদয় হইয়া মৎসকাশে আগমন করিয়াছেন, কিন্তু আপনার প্রকৃত মূর্ত্তিতো আমি দেখিতে পাইতেছি না; আপনার অনঙ্গস্থিত জ্বলন্ত বহ্নিপিণ্ড সদৃশ মূর্ত্তিতেই আবির্ভাব হইয়াছেন। সত্রাজিৎ এই প্রকার বলিলে কিরণমালী স্বীয় কণ্ঠদেশ হইতে স্যমন্তক মণি উন্মোচন করিয়া একস্থানে স্থাপন করিলে, সপ্তাশ্বভক্ত সত্রাজিৎ স্যমন্তক মণিধারী সহস্রাংশুকে সুন্দররূপে অবলোকন করিয়া পুনর্ব্বার ভক্তিগদ্গদচিত্তে প্রহৃষ্টা-স্তঃকরণে প্রণাম পূর্ব্বক স্তব স্তুতি করিতে লাগিলেন। তাঁহার স্তবে তুষ্ট হইয়া তপনদেব তাঁহাকে বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন। অনন্তর নিম্নতনয় মিত্রাখ্যসখার নিকট বিনীতভাবে স্যমন্তক মণি প্রার্থনা করিলেন। বিভাবসু প্রহৃষ্টচিত্তে সত্রাজিৎকে স্যমন্তক মণি প্রদান পূর্ব্বক স্বস্থানে অবরোহণ করিলেন।

তদনন্তর সত্রাজিত সেই দিব্য বিমল জ্যোতির্ম্ময় স্যমন্তক মণি কণ্ঠদেশে ধারণপূর্ব্বক চতুর্দ্দিক উদ্ভাসিত করিয়া দ্বারিকায় প্রবেশ করিলেন। তদ্দর্শনে দ্বারকানগরীস্থ জনগণ তাঁহাকে সূর্য্য মনে করিয়া দ্বারকাধিপতি শ্রীকৃষ্ণকে সংবাদ দিলেন যে, স্বর্গ হইতে দিবাকর আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেছেন। তখন

মানবরূপধারী কৃষ্ণ তাহাদের ভ্রম অপনোদন করিয়া কহিলেন, ইনি সূর্য্য নন ; স্যমন্তকধারী সত্রাজিত।

সত্রাজিত স্বীয় ভবনে সযত্নে স্যমন্তক রক্ষা করিলেন। এই দিব্য মণি প্রতিদিন আটভার করিয়া সুবর্ণ উৎপন্ন করিতে লাগিল। সেই মণির প্রভাবে সকল রাষ্ট্রেরই উপসর্গ, অনাবৃষ্টি, হিংস্রজন্তু, অগ্নি ও চৌরাদি ভয় দূর হইল।

কৃষ্ণের ঐ মণির প্রতি স্পৃহা জন্মিল ; কিন্তু গোত্রভেদ ভয়ে হরণ করিলেন না। সত্রাজিত ইহা জানিতে পারিয়া স্বীয় ভ্রাতা প্রসেনকে ঐ মণি অর্পণ করিলেন। উক্ত মণির এই এক গুণ ছিল যে, অশুদ্ধাবস্থায় ধারণ করিলে ধারকের প্রাণ বধ করিত।

প্রসেন একদিন ঐ মণি কণ্ঠে ধারণ করতঃ মৃগয়ার্থে বন গমন করিলে বনমধ্যে সিংহ কর্ত্তৃক নিহত হইলেন।

অশ্বসহ প্রসেনকে বধ করিয়া মণি গ্রহণে পলায়নোদ্যত পঞ্চমুখ ও ঋক্ষাধিপতি জাম্ববান্ কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইল।

জাম্ববান্ সেই মণি গ্রহণে নিজালয়ে আগমনপূর্ব্বক স্বীয় তনয়কে ক্রীড়ার্থে প্রদান করিল।

এদিকে প্রসেন প্রত্যাগত না হওয়ায় যদুকুলে সকলেই পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল, যে উক্ত মণিঅভিলাষী কৃষ্ণ কর্ত্তৃকই প্রসেন নিহত হইয়াছে। তাদৃশ লোকাপবাদ-ভীত কৃষ্ণ যদুসৈন্য সমভিব্যাহারে প্রসেনের অনুসন্ধানে বহির্গত হইলেন।

প্রসেনের অশ্বপদচিহ্নানুসরণ করতঃ বনমধ্যে অশ্বসহ নিহত প্রসেনকে দেখিয়া জনগণের ভ্রম দূর হইল। তদনন্তর কৃষ্ণ সিংহপদ চিহ্ন অনুসবণ করত ভল্লুক কর্ত্তৃক নিহত সিংহ দর্শন

করিলেন। তদনন্তর গিরিতটে সৈন্য সন্নিবেশিত করিয়া ঋক্ষ-পদানুসরণে ঋক্ষালয়ে প্রবেশ করিলেন।

অর্দ্ধপ্রবিষ্ট হইয়াই বালকের সন্তোষার্থ ধাত্রী-মুখোচ্চারিত নিম্নোক্ত বচন শ্রবণ করিলেন।

সিংহঃ প্রসেনমবধীৎ সিংহো জাম্ববতা হতঃ
সুকুমারক মা রোদীস্তব হ্যেষ স্যমন্তকঃ।

ইহা শ্রবণে ঋক্ষালয়ে প্রবেশপূর্ব্বক ধাত্রীহস্তে স্যমন্তকমণি দেখিতে পাইলেন। স্যমন্তক প্রতি নিহিতদৃষ্টি সেই পুরুষ দর্শনে ধাত্রী ত্রাহি ত্রাহি বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। ধাত্রীর আর্ত্তনাদ শ্রবণে জাম্ববান্ ক্রোধে তথায় উপস্থিত হইলে পরস্পরের যুদ্ধ আরম্ভ হইল। একবিংশত্যাধিক দিন ব্যাপী মল্লযুদ্ধ চলিয়াছিল। সপ্তাহকাল পরে গিরীতটস্থ সৈন্যগণ দ্বারকায় প্রত্যাগমন-পূর্ব্বক কৃষ্ণের নিধন সংবাদ দেন। তাহাতে বান্ধবগণ কর্ত্তৃক কৃষ্ণের প্রেতক্রিয়া সম্পাদিত হইয়াছিল।

এদিকে জাম্ববান্ পরাস্ত হইয়া কৃষ্ণ ভগবানের অবতার স্বরূপ জানিয়া তাঁহাকে প্রণাম পূর্ব্বক স্বীয় দুহিতা জাম্ববতী ও স্যমন্তক মণি প্রদান করিলেন। তদনন্তর কৃষ্ণ জাম্ববানের নিকট বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক দ্বারকা নগরীতে জাম্ববতী সহ প্রবেশ করিলেন। মিথ্যাপবাদ-দোষ ক্ষালনার্থে সত্রাজিতকে ঐ মণি প্রদান করিলেন। সত্রাজিতও মনে করিলেন যে আমি কৃষ্ণের নামে মিথ্যা কলঙ্ক আরোপিত করিয়াছি; এই ভয়ে ভীত এবং লজ্জিত হইয়া স্বীয় কন্যা সত্যভামাকে কৃষ্ণের মহিষীস্বরূপ প্রদান করিলেন।

অক্রূর, কৃতবর্ম্মা ও শতধন্বা প্রভৃতি যাদবগণ ইতিপূর্ব্বে সত্য-ভামাকে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, সুতরাং এক্ষণে সত্রাজিতের সহিত তাঁহাদের শত্রুতা আরম্ভ হইল।

শতধন্বা অক্রূরাদি কর্ত্তৃক প্ররোচিত হইয়া কৃষ্ণের বারণা-বতে অবস্থানকালে সুপ্ত সত্রাজিতকে বধ করিয়া স্যমন্তক মণি হরণ করেন। তৎপরে সত্যভামা বারণাবতে গমন পূর্ব্বক পিতৃহত্যা ও মণি হরণ ব্যাপার সমুদায় কৃষ্ণসকাশে নিবেদন করিলেন। কৃষ্ণ দ্বারকায় আসিয়া বলদেব সহ পরামর্শ করিয়া শতধন্বার বধোদ্যোগ করিতে লাগিলেন। শতধন্বা ইহা জানিতে পারিয়া সত্রাজিতবধের প্ররোচকদিগের নিকট সাহায্য প্রার্থ-নায় বিফল মনোরথ হইয়া অক্রূরকে সেই মণিটী প্রদান পূর্ব্বক অতুল বেগবতী শতযোজনবাহিনী এক বড়বাতে (সিন্ধু ঘোটকী) আরো-হণ করিয়া পলায়ন করিলেন, বলদেবসহ বাসুদেবও রথারোহণে তাহার পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। মিথিলার বন সমীপে পরিশ্রান্ত বড়বা প্রাণ বিসর্জ্জন করিলে, শতধনু পদব্রজেই পলায়ন করিতে লাগিলেন ; বলদেবকে এই স্থানে অবস্থান করিতে বলিয়া কৃষ্ণ দুই ক্রোশ গমন পূর্ব্বক শতধনুকে হনন করিলেন। কিন্তু তাহার বস্ত্রাদি অনুসন্ধানে মণি পাইলেন না। ইহাতে বলদেবের অবিশ্বাস হওয়ায় তাঁহাদের মধ্যে অপ্রীতি জন্মিল ; বলদেব বিদেহ পুরীতে প্রবেশ করিলেন ; বাসুদেব দ্বারকায় প্রত্যাগমন করিলেন। তদনন্তর যাদবগণ মিথিলায় গমন পূর্ব্বক বলদেবকে ননাপ্রকার শান্তনা বাক্যের দ্বারা বুঝাইলেন যে, কৃষ্ণ ঐ মণি গ্রহণ করেন নাই ; এইরূপে তাঁহার বিশ্বাস উৎপাদন করতঃ তাঁহাকে দ্বারকায় আনয়ন করিলেন।

এদিকে সুবর্ণউৎপাদক সেই মণি প্রাপ্ত হইয়া অক্রূর মণি-প্রসূত সুবর্ণ দ্বারা দ্বিষষ্টি বৎসর পর্য্যন্ত যজ্ঞ করিতে লাগিলেন।

অক্রূরপক্ষীয় ভোজগণ সাত্বতের প্রপৌত্র শত্রুঘ্নকে বিনাশ করিলে, ভোজগণ সহ অক্রূরও দ্বারকা পরিত্যাগ করেন। সেই দিন হইতে দ্বারকায় অনাবৃষ্টি মরকাদি উপদ্রব আরম্ভ হয়। এই সকল উপদ্রবের কারণ অনুসন্ধান করিলে অন্ধক নামা যদুবৃদ্ধ কহিলেন, অক্রূরের পিতা শ্বফল্ক যেখানে বাস করিতেন সেখানে মরকাদি কোন উপদ্রব হইত না। এই হেতু কাশীরাজ তাঁহার রাজ্যে শ্বফল্ককে লইয়া যাইলে দেবরাজ বৃষ্টি বর্ষণ করিলেন। পঞ্চদশ বর্ষ গর্ভবাসে অবস্থিতা গান্দিনী নামক কন্যা কাশীরাজ শ্বফল্ককে অর্ঘ স্বরূপ প্রদান করেন। সেই পবিত্রা মুগ্ধাননা গান্দিনীই এই অক্রূরের মাতা। গান্দিনী যাবজ্জীবন প্রত্যহ একটি গাভী দান করিতেন। ঐরূপ পবিত্র পিতামাতার পুত্র চলিয়া যাইলে এই প্রকার উপদ্রব হইতেছে। সুতরাং তদনুসারে অক্রূরকে দ্বারকায় আনয়ন করা হইল। আনয়ন মাত্রেই সমস্ত উপদ্রব চলিয়া গেল।

সুচতুর কৃষ্ণ কিন্তু অন্ধকের বাক্যে প্রত্যয় করেন নাই। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে অক্রূরের নিকটেই স্যমন্তক মণি আছে। কোন একটা কার্য্য উপলক্ষ করিয়া যদুপতি স্বীয় ভবনে একটী সভা আহূত করিলেন। অন্যান্যের সহিত কথোপকথন করিতে করিতে অক্রূরের সহিত কথোপকথন আরম্ভ করিলেন; এবং কথা প্রসঙ্গে তাঁহাকে কহিলেন, হে দানবীর! আমরা সকলে অবগত আছি যে, শতধনু অখিলজগতের সারভূত সেই স্যমন্তক মণি আপনাকে অর্পণ করিয়াছে। উহা আপনার নিকট থাকুক

তাহাতে ক্ষতি নাই। সকলেই সেই রত্ন-প্রসাদ ভোগ করিতেছি, কিন্তু বলভদ্র সন্দেহ করিয়াছেন, যে ঐ রত্ন আমার নিকট আছে। এই হেতু আমাদের প্রীতির জন্য সেই মণিটি একবার দেখান।

অক্রূর কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া বলিলেন, এই সেই স্যমন্তক মণি, আপনি গ্রহণ করুন বা যাহাকে ইচ্ছা দান করুন।

এই বলিয়া স্বকীয় বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে একটী লঘু সুবর্ণ কৌটা বাহির করিয়া উন্মোচন করিবা মাত্র সভাগৃহ আলোকিত করিল। সভাসদ সকলেই তদ্দর্শনে বিস্মিত হইয়া "সাধু সাধু" বলিতে লাগিলেন।

বলদেব, বাসুদেব ও সত্যভামা সকলেই মণির আকাঙ্খা করিলেন দেখিয়া সুচতুর কৃষ্ণ বলিতে লাগিলেন "আমি ষোড়শ সহস্র স্ত্রী পরিগ্রহ করিয়াছি, সুতরাং উহা আমার ধারণ করা কর্ত্তব্য নহে। কারণ ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমাবলম্বী ব্যক্তিরই ইহা ধারণযোগ্য। অশুচি হইয়া ইহাকে ধারণ করিলে ধারণকর্ত্তার বিনাশ হয়। এই হেতু সত্যভামাই বা কেমন করিয়া গ্রহণ করিবে? আর্য্য বলভদ্রই বা কি প্রকারে মদিরাপানাদি উপভোগ পরিত্যাগ করিবেন? অতএব আমরা সকলে প্রার্থনা করিতেছি, যেহেতু আপনিই ইহা ধারণে সক্ষম ও রাজ্যের উপকারক এই রত্নটী আপনারই ধন, অতএব আপনি ইহা ধারণ করুন। তখন অক্রূর সেই মণি গ্রহণ পূর্ব্বক নির্ভয়ে কণ্ঠে ধারণ করিলেন।

চিন্তামণি।

মণি শব্দের অর্থ যতদূর ধারণা করিতে পারা গিয়াছে তদ্দারা বোধগম্য হয়, যে জ্যোতির্বিশিষ্ট পদার্থকেই মণি বলিয়া থাকে।

চিন্তামণি নামক এই অলৌকিক মণি চর্ম্ম চক্ষে কেহ দেখিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না। চিন্তামণি শব্দের একটী অর্থ ব্রহ্মাকে বুঝায় সুতরাং যিনি দিব্য চক্ষু ও ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছেন বা যাঁহার ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার লাভ হইয়াছে, তিনিই এই মণি দর্শনে সক্ষম হইয়াছেন। ইহা মুনি ঋষিগণের ধ্যেয় বস্তু ও হৃদয়মণি; এই মণি লাভ করিতে পারিলে আর কিছুরই অভাব থাকে না।

ইহা স্পর্শ মণি; ইহা যাহা স্পর্শ করিবে তাহাই কাঞ্চনময় হইয়া যাইবে যথা;—

চিন্তামণিং স্পৃষ্টা লৌহং কাঞ্চনতা ভজেৎ।

ইতি পাদ্মে উত্তরখণ্ডম।

চিন্তামণি সংক্রান্ত একটী উপাখ্যান নিম্নে উদ্ধৃত হইল; তাহা পাঠে সকলেরই চিন্তামণি বিষয়ক জ্ঞানলাভ হইবে, ইহাই আমাদের ধারণা।

চিন্তামণি শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ এই যে "চিন্তায়াং সর্ব্ব কামদো মণিরিব" শাকপার্থিববৎ সমাসঃ। অথবা "চিন্তয়া ধ্যান ধারণাদিনা মণ্যতে আহুয়তে ইতি চিন্তামণি। অথবা চিন্তা-ধ্যান-ধারণা রূপ মণি।

মহাবাহু গম নামক দৈত্য সাংখ্য দর্শন প্রণেতা মহর্ষি কপিলের চিন্তামণি হরণ করিয়াছিল; কপিলগৃহেজাত গণেশ উক্ত দৈত্যকে বিনাশ করিয়া চিন্তামণি উদ্ধার হেতু চিন্তামণি নামে অভিহিত হন।

চিন্তামণি নামে অপর একজন প্রসিদ্ধ জ্যোতিষী ছিলেন। চিন্তা-মণি শব্দ যুক্ত অনেক জ্যোতিষ গ্রন্থ আছে।

চিন্তামণি উপাখ্যান।

সংপূজয়ত্যসৌভক্ত্যা চন্দ্রসেনো নৃপোত্তমঃ।
তস্যাভবৎ প্রসন্নঃ স শিব পারিষদগ্রণীঃ॥
মণির্ভদ্রো মহাভদ্রো লোকৈঃ সর্ব্বৈনমস্কৃতঃ।
তস্যৈকদা মহীভর্ত্তু প্রসন্নঃ শম্ভুশেখরঃ॥
চিন্তামণিং দদৌ দিব্যং মণিভদ্রো মহামতিঃ।
স মণি কৌস্তুভ ইব দ্যোতমানোঽর্ক সন্নিভঃ।
দৃষ্টঃ স্তুতো বা ধ্যাতো বা নৃনাং যচ্ছতি মঙ্গলম্॥
তস্য কান্তিবলস্পৃষ্টং কাংস্যংতাম্রময়স্ত্রপুঃ।
পাষাণাদিক মন্যদ্বা সদ্যো ভবতি কাঞ্চনম্॥
তস্মৈ দদৌ মণিং রাজ্ঞে মণিভদ্রো মহাযশাঃ।
স তঞ্চিন্তামণিং কণ্ঠে বিভ্রদ্রাজাসনং গতঃ।
বিরেজে রাজরাজানাং মধ্যে ভানুরিব স্বয়ম্॥
সদা চিন্তামণিগ্রীবং শ্রুত্বা তং রাজসত্তমম্।
সমৃদ্ধশেষ রাজানঃ সর্ব্বে ক্ষুব্ধহৃদোঽভবন্॥
স্নেহাৎ কেচিদ্দয়াবন্তো ধার্ষ্ট্যাৎ কেচন দুর্ম্মদাঃ।
দেবলব্ধমজানন্তো মণিং মৎসরিণো নৃপাঃ॥
সৌরাষ্ট্রাঃ কেকয়াঃ* শাল্বা† কলিঙ্গা মদ্রকা‡ কাস্তথা।
পাঞ্চালা§বন্তি সৌবীরা¶মাগধঃ মৎস্য (১)স্বঞ্জয়াঃ॥(২)

* পাঞ্জাবের অন্তর্গত। † রাজস্থানের মধ্যে। ‡ সিন্ধু ও শতদ্রু-নদীর মধ্যস্থ। § দিল্লির উত্তর পশ্চিম হিমালয় ও চম্বল নদীর অন্তর্গত প্রদেশ। ¶ সিন্ধু ও শতদ্রু নদীর মধ্যবর্ত্তী। (১) উদয়পুরে। (২) মথুরার অন্তর্গত।

এতে চান্যে চ রাজানঃ সহস্তিরথবাহনাঃ।
চন্দ্রসেনমৃধে জেতুঞ্চোদ্যমঞ্চক্রুরোজসা॥
ততঃ সর্ব্বে সুসংরব্ধাঃ কম্পয়ন্তো বসুন্ধরা।
উজ্জয়িন্যাস্কেতুর্দ্বারং রুরুধুঃ স্বেহু সৈনিকাঃ॥
সংরুধ্যমানাং সপুরীং দৃষ্ট্বা রাজভিরুদ্ধতৈঃ।
চন্দ্রসেনো মহাকালং তমেব শরণং যযৌ॥
নির্ব্বিকল্পো নিরাতঙ্কঃ সরাজা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
অর্চ্চয়ামাস গৌরীশং দিবানক্তমনন্যধীঃ॥
এতস্মিন্নেব সময়ে তত্রৈব নগরোত্তমে।
চরন্তী গোপিকা কাচিৎ মহাকালান্তিকং যযৌ॥
সা পঞ্চহায়নং বালং বহন্তী গতভর্ত্তৃকা।
রাজ্ঞা কৃতাং মহাপূজাং দদর্শ গিরিজাপতেঃ।
প্রণিপত্য শিবং দেবং পুনরেবানুপদ্যতে॥
এতৎ সর্ব্বমশেষেণ স দৃষ্ট্বা বল্লবীসুতঃ।
কুতহলেন বিদধে শিবপূজাং বিমুক্তিদাম্॥
আনীয় হৃদ্যং পাষাণং পূজ্যং তচ্ছিবিরান্তরে।
অদূরে তৎ গোপশিশুঃ শিবলিঙ্গমকল্পয়েৎ॥
যানি কানি চ পুষ্পাণি হস্তলগ্নানি চাত্মনঃ।
আনীয় স্থাপ্য তল্লিঙ্গং পূজয়ামাস ভক্তিতঃ॥
এবং পূজাং প্রকুর্ব্বাণঃ শিবস্যানন্যমানসঃ।
বালোঽপি ভোজনং নেচ্ছেত্তদা মাতা সমাগতা
তং বিলোক্য শিবস্যাগ্রে নিষণ্ণং স্তিমিতেক্ষণম

চকর্ষ পানিং সংগৃহ্য কোপেন জননী তদা ॥
আকৃষ্টস্তাড়িতো বাপি নাগমৎ স্বসুতো যদা।
তাং পূজাং নাশয়ামাস ক্ষিপ্ত্বা লিঙ্গঞ্চ দূরতঃ।
মাত্রা বিনাশিতাং পূজাং দেবদেবস্য শূলিনঃ।
দৃষ্ট্বা দেবেতি চুক্রোশ নিপপাত স বালকঃ ॥
স নষ্টসংজ্ঞঃ সহসা বাষ্পবারি পরিপ্লুতঃ।
লব্ধসংজ্ঞো মুহূর্ত্তেন চক্ষুষী উদমীলয়ৎ ॥
ততো মণিস্তম্ভো বিরাজমানঞ্চ
হিরণ্ময় দ্বারকবাট তোরণম্।
মহার্হনীলাদিকমৎ সুবেদিকং
তদেব জাতং শিবিরং মহোদয়ম্ ॥
প্রতপ্তহেম্নঃ কলসৈ বিচিত্রৈঃ প্রোদ্
ভাসিতং সৌধ সমূহসংস্থৈঃ।
রম্যঞ্চ তচ্ছিবপুরং বরপীটমধ্যে
লিঙ্গঞ্চ রত্নরচিতং স দদর্শ বালঃ ॥
সূর্য্যে চাস্তং গতে বালো নির্জগাম শিবালয়াৎ
অথাপশ্যৎ সুশিবিরং পুরন্দরো পুরোসমম্।
মহামণি গণাকীর্ণং হেমরাশিং সমুজ্বলম্ ॥
ততোঽপশ্যৎ স্বজননীং সরত্ন মুকুটাজ্জ্বলাম্।
মহার্হরত্নপর্য্যাঙ্কে সিতশয্যামধিস্থিতাম্ ॥
রত্নালঙ্কারদীপ্তাঙ্গীং দিব্যাম্বর বিরাজিতাম্।
দিব্যলক্ষণসম্পন্নাং সাক্ষাৎসুরবধূমিব ॥

স রাজা সহসাগত্য সমাপ্ত নিয়মো নিশি।
দদর্শ গোপিকাসুনোঃ প্রভাবং শিবতোষণম্॥
হিরণ্ময়ং শিবস্থানং লিঙ্গং মণিময়ন্তথা।
গোপবধ্বাশ্চ সদনং মানিক্যকণকোজ্জ্বলম্॥

এই প্রকারে স্কন্দ প্রভৃতি পুরাণে নানা প্রকারে চিন্তামণির উপাখ্যান ও গুণ বর্ণিত হইয়াছে।

প্রাচীন কাল হইতে যে নয়টি রত্ন হিন্দু প্রাচীন গ্রন্থাদিতে নবরত্ন বলিয়া বিদিত তাহাদের নাম যথা, —

বজ্র মানিক্য বৈদূর্য্য মুক্তা গোমেদ বিদ্রুমম্।
মরকতং পুষ্পরাগঞ্চ নীলঞ্চেতি যথাক্রমম্॥

১ হীরক, ২ পদ্মরাগ, ৩ বৈদূর্য্য, ৪ মুক্তা, ৫ গোমেদ, ৬ বিদ্রুম, ৭ মরকত, ৮ পুষ্পরাগ এবং ৯ নীলকান্ত মণি।

ইহা ব্যতিত আরও কতকগুলি মণি আছে যাহাদিগকে ইহাদের অন্তর্গত বলিয়া ধরা হয়।

বিষ্ণু পুরাণ পাঠে অবগত হওয়া যায়, যে যদু বংশোদ্ভব মহারাজ শশবিন্দুর নিকট চতুর্দ্দশ মহারত্ন ছিল এই শশবিন্দু, রাজচক্রবর্ত্তী হইয়াছিলেন।

উপরোক্ত নয়টি এবং নিম্নোক্ত পাঁচটি লইয়া চতুর্দ্দশ রত্ন হয়। স্ফটিক (সূর্যকান্ত ও চন্দ্রকান্ত) পুলক, ভীষ্মক ও ইন্দ্রগোপ।

ঐ সকল মণিগণের উৎপত্তি, গুণ, মূল্য পরীক্ষা, প্রভৃতি মণি সংক্রান্ত জ্ঞাতব্য বিষয় আমরা সংক্ষেপে যথাক্রমে এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিব।

কোষাগারে রত্নরক্ষণ বিধি।

রত্নং নিধারয়েৎ কোষে শুদ্ধং সগুণ সঞ্চয়ম্।
সদ্রত্নানামতো জাতিং গুণং তেষাং পরীক্ষয়েৎ॥
সুখদা মণয়ঃ শুদ্ধা দুঃখদা দোষশালিনঃ।
অতো মণীনাং বক্ষ্যামি লক্ষণাদিনি তত্ত্বতঃ॥

রাজার রত্নাগারে বিশুদ্ধ গুণশালী রত্ন সকল পরীক্ষা পূর্ব্বক রক্ষা করা বিধেয়। বিশুদ্ধ মণি সকল মঙ্গলপ্রদ এবং দোষশালী মণি সকল দুঃখপ্রদ। তজ্জন্য পশ্চাৎ তাহাদের লক্ষণ সকল যথাযথ বিবৃত হইল।

রত্নগণের জাতি ও মূল্যাদি নির্ণয়।

বজ্রঞ্চ মুক্তা গোমেদঃ সপদ্মরাগাঃ মরকতাঃ প্রোক্তাঃ।
অপি চেন্দ্রনীলমণিবরবৈদূর্য্যাশ্চ পুষ্পরাগাশ্চ॥
কর্কেতনং সপুলকং রুধিরাখ্যসমন্বিতং স্ফটিকম্।
তথা বৈ বিদ্রুমমণিশ্চ যত্নাদুদ্দিষ্টং সংগ্রহে তজ্জ্ঞৈঃ॥
আকারবর্ণৌ প্রথমং গুণদোষৌ পরীক্ষ্য চ।
মূল্যঞ্চ রত্ন-কুশলৈর্বিজ্ঞেয়ং সর্ব্বরত্নানাম্॥
কুলগ্রেষূপজায়ন্তে যানি চোপহতেঽহনি।
দোষৈস্তানুপযুজ্যন্তে হীয়ন্তে গুণসম্পদা॥
পরীক্ষা পরিশুদ্ধানাং রত্নানাং পৃথিবীভুজা।
ধারণং সংগ্রহো বাপি কার্য্যঃ শ্রিয়মভীপ্সতা॥
শাস্ত্রজ্ঞাঃ কুশলাশ্চাপি রত্নভাজঃ পরীক্ষকাঃ।
অএব মূল্য মাত্রায়া বেত্তারঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥

ইতি গারুড়ে ৬৮ অধ্যায়ঃ।

রত্নশাস্ত্র কুশল পণ্ডিতগণ এক্ষণে আকর হইতে হীরক, মুক্তা, গোমেদ, পদ্মরাগ, মরকত, ইন্দ্রনীল, বৈদূর্য্য, পুষ্পরাগ, কর্কেতন, পুলক, রুধির এবং স্ফটিকাদি রত্ন সংগ্রহে যত্নবান হইবেন। রত্নবিৎ ব্যক্তিগণ প্রথমতঃ ঐ সকল রত্নের আকার, বর্ণ, গুণ, দোষ ও ফল পরীক্ষা করতঃ মূল্য নির্ণয় করিবেন। কুলগ্নে ও অশুভ দিনে যে সমস্ত রত্নের উৎপত্তি হয়, সেই সকল রত্ন দোষযুক্ত ও গুণহীন। মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী রাজা রত্নের দোষ গুণ বিচার করিয়া ধারণ ও সংগ্রহ করিবেন।

রত্ন দ্বিবিধ।

রত্ন দুই প্রকার—জলজ ও স্থলজ। জলজ রত্ন সমুদ্র হইতে উৎপন্ন হয়; এই জন্য সমুদ্রের একটী নাম রত্নাকর। স্থলজ রত্ন পৃথিবীস্থ পর্ব্বত ও কাননাদি হইতে সমুদ্ভূত, এই জন্য পৃথিবীর একটা নাম রত্নবতী।

প্রাচীনকালে একমাত্র ভারতবর্ষই মণিরত্নের জন্য বিখ্যাত ছিল। একথা ইউরোপীয় সমস্ত মণিরত্নশাস্ত্র লেখক স্বীকার করেন। অধুনা মূল্যবান মণি সকল সিংহল, ভারতবর্ষ, ব্রেজিল, অষ্ট্রেলিয়া, কালিফোর্ণিয়া, সাইবেরিয়া ও দক্ষিণআফ্রিকা প্রভৃতি স্থানে উৎপন্ন হয়।

মণিরত্ন বিজ্ঞান

প্রথম অধ্যায়

হীরক—DIAMOND.

মণিগণের মধ্যে হীরক অতিশয় সমুজ্বল। এরূপ প্রভা বিশিষ্ট রত্ন জগতে আর নাই; হীরকের অপর নাম বজ্র, চন্দ্র, মনিবর, ইন্দ্রায়ুধ, ভিদুর, কুলিশ, অভৈদ্য, অশির, দৃঢ়, ভার্গবক, ষট্‌কোণ, বহুধার ও শতকোটি। প্রাচীন কালে, হিমালয়, মাতঙ্গ * পর্ব্বত, সুরাষ্ট্র, পুণ্ড্র, † কলিঙ্গ, কোশাল, বেণ্বাতট ‡ এবং সৌবীর § দেশ, এই অষ্ট প্রদেশ হীরক ক্ষণির জন্য বিখ্যাত ছিল।

হিমাদ্রিজাত হীরক ঈষৎ তাম্রাভঃ, বেণ্বাতট জাত হীরক

* মহারাষ্ট্রীয় দেশের অন্তর্গত গোদাবরী উপনদীর কুল।

† শতদ্রু ও সিন্ধুনদের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশ।

‡ দাক্ষিণাত্যের ঋষ্যমুখ পর্ব্বতের নিকটস্থ পম্পানদী তীরবর্ত্তী প্রদেশ।

§ বর্ত্তমান রঙ্গপুর, দিনাজপুর, রাজসাহী, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ মেদিনীপুর প্রভৃতি স্থান।

চন্দ্রাভঃ, সৌবীরদেশজাত হীরক নীলাভঃ, সুরাষ্ট্রদেশজ হীরক তাম্রাভঃ, কলিঙ্গদেশজ হীরক স্বর্ণাভঃ, কোশলদেশজ হীরক পীতাভঃ, পুণ্ড্রদেশজ হীরক শ্যামাভ, এবং মতঙ্গদেশজ হীরক ঈষৎ পীতাভঃ। হীরকের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা শুক্র। শুক্র গ্রহের প্রীতি ও শান্তির জন্য হীরক ধারণ বিধেয়।

হীরকের শ্রেণী বিভাগ।

হীরক চারি শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। শুক্লবর্ণ হীরক ব্রাহ্মণ, লোহিতবর্ণ হীরক ক্ষত্রিয়, পীতবর্ণ হীরক বৈশ্য এবং অসিতবর্ণ হীরক শূদ্র জাতি নামে অভিহিত।

বর্ণ ভেদে হীরকের গুণ।

ব্রাহ্মণবর্ণ হীরক রসায়ন কার্য্যে প্রশস্ত এবং সর্ব্ব কার্য্যে সিদ্ধি দায়ক। ক্ষত্রিয়বর্ণ হীরক ব্যাধি নাশক এবং জরা ও অকাল মৃত্যু নিবারক। বৈশ্যবর্ণ হীরক সম্পত্তি প্রদায়ক ও দেহের কান্তি ও দৃঢ়তা সম্পাদক। শূদ্রবর্ণ হীরক রোগনাশক এবং যৌবন স্থিতিকারক।

বিপ্রাদি বর্ণের উপযুক্ত হীরক।

বিপ্রের পক্ষে শঙ্খ, কুমুদ ও স্ফটিকতুল্য শ্বেতবর্ণ হীরক, ক্ষত্রিয়ের পক্ষে শশক ও নকুলনেত্রবৎ বর্ণ, বৈশ্যের কদলী পত্রবৎ কান্তিযুক্ত এবং শূদ্রের পক্ষে শানিত করবালের দীপ্তিতুল্য হীরক ধারণোপযোগী।

রাজার উপযুক্ত হীরক।

জবাকুসুম সদৃশ বা প্রবালবৎ রক্তবর্ণ এবং হরিদ্রা রস তুল্য পীতবর্ণ হীরক কেবল নৃপতি পক্ষে প্রশস্ত; অপরের পক্ষে নহে।

রাজা সর্ব্ববর্ণের অধীশ্বর এজন্য তিনি সর্ব্ববর্ণের ও সর্ব্ব গুণ সংযুক্ত হীরক ধারণ করিতে পারেন।

পুং, স্ত্রী ও নপুংসক ভেদে হীরক তিন প্রকার।

যে হীরক সুন্দর, গোলাকার, সম্পূর্ণ ফলপ্রদ, উজ্বল জ্যোতি বিশিষ্ট, বৃহত্তর এবং রেখাবিন্দু বিবর্জ্জিত সেই জাতীয় হীরক পুরুষ নামে অভিহিত হয়। যে হীরক ষট্‌কোণ ও রেখা বিন্দু সমন্বিত তাহা স্ত্রীজাতি। ত্রিকোণ বিশিষ্ট সুদীর্ঘ হীরক নপুংসক অভিধা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। পুরুষ জাতীয় হীরক ওজ বর্দ্ধক এবং সকলেরই ধারণোপযোগী। স্ত্রীলোক দিগের পক্ষে স্ত্রীজাতীয় হীরক উপযুক্ত। নপুংসকদিগের পক্ষে নপুংসক জাতীয় হীরক উপযুক্ত।

বিশুদ্ধ হীরক ও তাহার গুণ।

ষট্‌কোণ, নির্ম্মল, তীক্ষ্ণধার, প্রশান্তবর্ণ, লঘু, শোভনপার্শ্ব নির্দ্দোষ এবং যাহার প্রভা ইন্দ্রধনুর ন্যায় আকাশ মার্গে প্রতিফলিত হয়, সেই হীরকই দুস্প্রাপ্য ও দুর্লভ।

যে হীরক দোষশূন্য এবং জলে নিক্ষেপ করিলে নিমগ্ন হয় না সেই হীরকই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এইরূপে হীরক পরীক্ষা করিয়া ধারণ করা কর্ত্তব্য।

অন্যান্য রত্ন সকল যত ভারি হইবে, তাহারা ততই মুল্যবান এবং গৌরব জনক হইবে, কিন্তু হীরক সম্বন্ধে ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থাৎ হীরক যত লঘু হইবে, ততই ইহা উৎকৃষ্ট ও মূল্যবান্ হইবে।

হীরকের প্রান্তভাগ যদি বিশীর্ণ হয় এবং তাহাতে বিন্দু রেখা থাকে, তাহা হইলে ঐ হীরক মলিন হইলেও শুভপ্রদ।

পদ্মরাগ ও হীরক অন্যান্য সকল মণিকেই কর্ত্তন করিতে পারে, কিন্তু হীরককে অন্য কোন রত্ন কর্ত্তন করিতে পারে না, হীরক হীরক দ্বারাই কর্ত্তিত হয়।

যদি কোন রাজা বিদ্যুতের ন্যায় সমুজ্জ্বল ও সুলক্ষণান্বিত হীরক ধারণ করেন, তাহা হইলে সেই হীরক ধারণ হেতু তাঁহার রাজলক্ষ্মী অচলা এবং তিনি সর্ব্বশত্রু দমন এবং সামন্তগণকে বশীভূত করিতে সমর্থ হন।

যে হীরক লঘু, সমুজ্বল, সমান পার্শ্ব দেশ, রেখা-বিন্দু-কলঙ্কাদি চিহ্ন বিহীন এবং ত্রাসাদি বর্জ্জিত, তাদৃশ তীক্ষ্ণধার হীরক পরিমাণে অল্প হইলেও অতিশয় শুভপ্রদ।

হীরকের গুণ।

ষড় রসোপপেতত্বম্; সর্ব্বরোগা পাহারকত্বং সর্ব্বাঘ-শমনত্বম্; সৌখ্যত্বম্; দেহদার্ঢ্যকরত্বম্ এবং রসায়নত্বঞ্চ।

ঔষধার্থে হীরক সেবন।

আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে ঔষধার্থে হীরাভস্ম ব্যবহৃত হইয়া থাকে। হীরা স্বতন্ত্র ব্যবহার হয়না, অন্য ঔষধ সহ মিশ্রিত হইয়া প্রদত্ত হয়। হীরা সেবনে দেহের কান্তি, পুষ্টি, বল, বীর্য্যাদি বৃদ্ধি হইয়া সমস্ত রোগ নষ্ট হইয়া থাকে।

অশুভ লক্ষণাক্রান্ত হীরক।

যে হীরকের একটী মাত্র শৃঙ্গ, বিশেষতঃ তাহা যদি বিশীর্ণ বোধ হয়, তাহা পরিত্যজ্য।

ভস্মাভং কাকপাদঞ্চ রেখাক্রান্তস্তু বর্ত্তুলম্।
আধারমলিনং বিন্দুসংত্রাসেস্ফুটিতস্তথা॥
নীলাভং চিপিটং রূক্ষনং তদ্বজ্রং দোষলং ত্যজেৎ॥

যে হীরকের শৃঙ্গ স্ফুটিত, অগ্নিদগ্ধ, মধ্যভাগে মলিন কিম্বা যাহাতে বিন্দু চিহ্ন দৃষ্ট হয়, সেই হীরক অতিশয় অশুভজনক; সেই হীরক ধারণে দেবতাগণও শ্রীভ্রষ্ট হইয়া থাকেন।

যে হীরকের কোন স্থানে রক্তাভ চিহ্ন থাকে তাহা জীবন হানি-কারক। অতএব সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য।

এক আকারের বিশুদ্ধ হারক অপেক্ষা দোষযুক্ত হীরকের মূল্য দশগুণ কম হইয়া থাকে।

দোষযুক্ত হীরক ধারণ নিষিদ্ধ, কিন্তু সন্তানাভিলাষিণী বন্ধ্যা রমণীগণের পক্ষে দীর্ঘ চিপিটাকার গুণহীন হীরক ধারণ প্রশস্ত। অশোধিত হীরক সেবনে নানাবিধ রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

হীরকের আপেক্ষিক গুরুত্ব ৩·৪ হইতে ৩·৬।

হীরক পরীক্ষা।

ক্ষারদ্রব্য দ্বারা উল্লেখন করতঃ হীরক পরীক্ষা করিবেন। সমস্ত মণি রত্নের ও ধাতুর উপর হীরক বিলেখন করিতে সক্ষম। হীরক প্রকৃত কিনা তাহা জানিবার আর একটী উপায় আছে।

একটী সূচের দ্বারা একখানী কার্ড বা তাসকে ছিদ্র করিয়া হীরকের মধ্য দিয়া ঐ ছিদ্র দর্শন করিলে, যদি একটী ছিদ্র দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে তাহা প্রকৃত হীরা, নচেৎ নকল হীরা।

এক চক্ষু মুদ্রিত করিয়া চক্ষুর সম্মুখে এক খণ্ড হীরক ছোটই হউক আর বড়ই হউক ধারণ করতঃ ফোকস ঠিক করিয়া লইবে

তাহাতে যে দৃশ্য বা ছবি পড়িবে তাহা অতি নির্ম্মল স্বচ্ছ এবং উজ্জ্বল হইবে ; দ্রব্য অতি পরিস্কাররূপে দৃষ্ট হইবে। কিন্তু কাচের দ্বারা তাহা হইবে না।

কাচাদি দ্রব্য হইতে হীরক চিনিয়া লইবার আর একটী উপায় এই, যে একখণ্ড কাচ ও একখণ্ড হীরক জিহ্বায় রাখিলে কাচ অপেক্ষা হীরক অত্যন্ত শীতলতর অনুমিত হইবে।

হীরকের মূল্য নির্দ্ধারণ।

যন্মূল্যং ব্রাহ্মণে প্রোক্তং পাদোনানেন বাহুজে।
অনেনৈব ক্রমেণৈব মণিমূল্যং বিধীয়তে॥

ব্রাহ্মণবর্ণের হীরকের যে মূল্য, ক্ষত্রিয়বর্ণের সেই আকারের একখণ্ড হীরক একপদ বা একচতুর্থাংশ কম, এইরূপ ক্রম অনুসারে হীরকের মূল্য স্থিরীকৃত হয়।

প্রকৃত পক্ষে ইহার দ্বারায় কিছু বোধগম্য হইল না ; হীরকের মূল্য নির্দ্ধারণ করা অতীব কঠিন। হীরকের গুণ, বর্ণ, গঠন, প্রভৃতি নানা কারণে হীরকের মূল্য বৰ্দ্ধিত হইয়া থাকে।

তবে মোটামুটী স্বল্প মূল্যের হীরক ক্রয় করিবার নিমিত্ত পাঠক গণের কতকটা ধারণার জন্য নিম্নে হীরকের মূল্যের তালিকা প্রদত্ত হইল।

দুই গ্রেণ পরিমাণের কম হীরকের মূল্য।

নিম্নশ্রেণী—	৫০	হইতে	১০০৲	টাকা।
মধ্যম শ্রেণী—	৮০	"	১২০	"
উত্তম শ্রেণী—	১০০	"	১৫০	"
অতি উত্তম—	১৫০	"	২০০	"

দুই গ্রেণের অধিক ওজনের হীরকের মূল্য।

অতি উত্তম— ২০০ হইতে ৩০০ টাকা।

চারি গ্রেণ ওজনের হীরক।

ঐ ২৫০ „ ৪০০ „

চীনেরা কখনও হীরক ধারণ করেনা, তাহাদের প্রধান রত্ন মুক্তা, চুনি, পান্না, ইন্দ্রনীল এবং প্রবাল।

বোখারার আমিরের চোগা অনেক মূল্যবান প্রস্তরের দ্বারা সজ্জিত, তন্মধ্যে একখানি পারাবত ডিম্ব সদৃশ হীরক আছে।

গবর্ণর পিট মান্দ্রাস প্রদেশ হইতে বিলাত যাইবার পূর্ব্বে এক-খানি হীরক প্রাপ্ত হন, তাহার নাম (Regent) বলিয়া খ্যাত। ডিউক অফ অরলিন্স্ (Duke of Orleans) তাহার মূল্য ২২৭৫০০০ টাকা দিয়া খরিদ করেন।

লর্ড মেয়রের (Lord Mayor ;) সম্মান চিহ্নে (badge of office) ১৮০০০০০ টাকার হীরক আছে।

এই প্রকার জগতের নানাদেশীয় সম্রাট, রাজা, মহারাজাদি উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণের মুকুটাদিতে অসংখ্য বহুমূল্যের হীরক বিদ্য-মান রহিয়াছে।

হীরক মারণ বিধি।

অশুদ্ধং কুরুতে বজ্রং কুষ্টং পার্শ্বব্যথা তথা
পাণ্ডুতাং পঙ্গুরত্বঞ্চ তস্মাৎ সংশোধ্য মারয়েৎ।
গৃহীত্বাহ্নি শুভে বজ্রং ব্যাঘ্রী কন্দোদরে ক্ষিপেৎ।
মাহিষীবিষ্টায়া লিপ্তাং কারিষা গ্নৌ বিপাচয়েৎ।

ত্রিযামায়াং চতুর্যামং যামিন্যন্তেঽশ্বমূত্রকে।
সেচয়েৎ পাচয়েদেবং সপ্তরাত্রেণ শুধ্যতে॥

দোষযুক্ত হীরক ধারণ বা সেবন করিলে কুষ্ঠ, পার্শ্বব্যথা, পাণ্ডুতা পঙ্গুরত্ব প্রভৃতি রোগ উৎপাদন করে।

শুভদিনে হীরককে কণ্টীকারীর রসে সমস্ত রাত্রি ডুবাইয়া মহিষের বিষ্ঠা মাখাইয়া ঘুটের-আগুণে পোড়াইবে; রাত্রিশেষে অশ্ব মূত্রে ভিজাইয়া পুনঃ অগ্নিতে দগ্ধ করিবে; এই প্রকারে সপ্ত রাত্রি দগ্ধ করিলে হীরক শুদ্ধ হয়।

হীরক ভস্ম করিবার বিধি ও তাহার গুণ।

হিঙ্গু সৈন্ধবসংযুক্তে ক্ষিপেৎ ক্বাথে কুলত্থজে।
তপ্তং তপ্তং পুন বজ্রস্তবেদ্ভস্ম ত্রিসপ্তধা।
আয়ুঃ পুষ্টিং বলং বর্ণং সৌখ্যং করোতি চ।
সেবিতং সর্ব্বরোগঘ্নং মৃতং বজ্রং ন সংশয়ঃ॥
ব্যাঘ্রীকন্দদ্রবে ক্ষিপ্তা সপ্তধা পুটিতে পচেৎ।
মণ্ডুকং কাংস্যজে পাত্রে নিগৃহ্য স্থাপয়েৎ সুধী॥

হিং ও সিন্ধুলবণ সংযুক্ত কুলথ ক্বাথে হীরক ভিজাইয়া একুশবার পুনঃ পুনঃ তপ্ত করিলে ভস্মবৎ হইয়া যাইবে। এই প্রকার সংশোধিত হীরকভস্ম সেবন করিলে আয়ু, শরীরের পুষ্টি, বল, বীরত্ব কান্তি ও সুখ বৃদ্ধি এবং সর্ব্ববিধ রোগ বিনষ্ট হইয়া যায়।

অগ্রে বজ্রকে কণ্টিকারীরসে ডুবাইয়া সাতবার পুটপাক করিতে হয়, পরে এক খানি কাংস্যপাত্রে একটি মণ্ডুক বা ভেক ধারণ করিয়া রাখিলে, সেই ভীত ভেক উক্ত কাংস্য পাত্রে যে মূত্র ত্যাগ করিবে, সেই মূত্রে উক্ত পুটপাকে দগ্ধ হীরক ভিজাইয়া

পুনঃ পুনঃ অগ্নির উত্তাপ দিলেই, হীরক পোড়া পাথুরে চুনের যে রূপ ভাব হয়, তদ্রূপ আকার ধারণ করে। অর্থাৎ সহজে তাহাকে চূর্ণ করা যায় বা তাম্বুলে ব্যবহার যোগ্য চূণে পরিণত করা যায়। হীরক ভস্মের দ্বারা প্রস্তুত ঔষধ অমৃত সদৃশ, তৎসেবনে দেহ বজ্র সদৃশ হয়।

মূল্যবান পাঁচ খানি হীরক।

জগতে মূল্যবান অনেক হীরক আছে, তন্মধ্যে নিম্নে পাঁচ খানি অতিবৃহৎ ও সুবিখ্যাত হীরকের বিষয় উল্লেখ করিলাম। প্রথম খানি পার্শিয়ার বাদসাহার; ঐ হীরকের নাম পার্শিয়ার "বৃহৎ মোগল" (The Persian Great Mogul) Weight 280 Carats. One Carat = 4 grains.

দ্বিতীয় খানি রুসিয়ার সম্রাট বা জারের। ইহার নাম রুসিয়ার অরলফ (The Russian Orloff) Weight $197\frac{7}{10}$ carats.

This stone is rose cut, resembling half a pigeon's egg. It is supposed to have been the eye of an Indian idol, which, after being stolen by a French deserter, passed through many hands, until it was purchased by Count Orloff for the Empress Catherine. The price paid to the Armenian Merchant who then owned it, was £90,000. The Czar's private collection contains numerous large and valuable diamonds and pearls

The "Great Mogul" was said to have weighed $787\frac{1}{2}$ carats in its rough state and 297 after it was cut.

The Russian Crown Jewels are something simply fabulous. * * * *

No woman in the world wears so many jewels as the Czarina.

তৃতীয় খানি অষ্ট্রীয়ার সম্রাটের। নাম ফ্লোরেণটাইন বা গ্র্যাণ্ড ডিউক (Florentine or Grand Duke of yellow colour and oblong cut in rose.) Its weight is 139½ carats.

It is said to have been lost by Charles the Bold at the battle of Granson and found by a Swiss soldier who sold it for a few pence, a price of rock crystal.

It afterwards belonged to the grand duke of Tuscany from whom it passed to the Emperor of Austria.

Pearson's Weekly.

চতুর্থ খানি ইংলণ্ডের সম্রাট মুকুট-বিহারি-কোহিনুর (Mountain of light). Weight 102½ carats.

কোহিনুর সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত।

এই অসাধারণ হীরক খণ্ড অতি প্রাচীন কালে কৃষ্ণানদী তীরবর্ত্তী গোলকণ্ডার হীরকখণি হইতে প্রাপ্ত। অঙ্গাধিপতি কর্ণের কিরীট ভূষণ স্বরূপ ইহা ব্যবহৃত হইয়াছিল। তৎপরে বহু হিন্দু রাজার শিরোভূষণ হইয়া অবশেষে মোগল বাদসাহ্ বাবরের হস্তগত হয়। ইং ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে পার্সিয়ার নাদিরসাহ ভারত আক্রমণ করিয়া এই অমূল্য হীরকরত্ন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। উক্ত নাদির সাহ এই রত্নের কোহিনুর নাম প্রদান করেন। নাদির সাহার উত্তরাধিকারীর নিকট হইতে ইং ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে পাঞ্জাবের রণজিৎ সিংহ প্রাপ্ত হয়েন। কেহ বলেন মসলিপাটম সন্নিকটস্থ গোদাবরী তীরে পঞ্চসহস্র বৎসর পূর্ব্বে প্রাপ্ত। ইহা রাজা বিক্রমাদিত্যের অধিকারে ছিল। ১৩০৪ খৃষ্টাব্দে মালওয়ার রাজার নিকট হইতে আলাউদ্দিন প্রাপ্ত হন। ইংরাজি ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে ইহা ইংরাজের হস্তগত হয়।

পঞ্চম খানি পিট-ডায়মণ্ড বা রিজেণ্ট (Regent.)

The Rajah of Mattan is said to possess one weighing 367 carats of the purest water but uncut.

ইহা ব্যতিত জগতের নানা দেশের রাজা মহারাজাগণের রত্নাগারে কত শত মূল্যবান হীরক আছে, তাহার ইয়ত্তা হয় না। আরও কতকগুলি মূল্যবান হীরকের বিস্তৃত বিবরণ Encyclopoedia Britanica নামক গ্রন্থ মধ্যে লিপিবদ্ধ আছে।

হীরক খনি।

প্রাচীন কালে একমাত্র ভারতবর্ষই হীরকখনির জন্য বিখ্যাত ছিল। এক্ষণে পৃথিবীর নানা স্থানে হীরক খনি আবিস্কৃত হইয়াছে।

দাক্ষিণাত্যের পূর্ব্বদিগ্বর্ত্তী জেলার পেন্নার নদী হইতে বুন্দেলখণ্ডের শোন নদী পর্য্যন্ত (১৪ ডিঃ হইতে ২৫ ডিঃ বা অক্ষাংশস্থিত) স্থান সমূহে অনেক হীরক খনি আছে। দক্ষিণে কদ্দাপা, কারণুল এবং কৃষ্ণা তীরবর্ত্তী এল্লুর এই স্থানত্রয়ে প্রধান তিনটী হীরক খনি আছে।

গোলকণ্ডা হীরকের জন্য বিখ্যাত, কিন্তু গোলকণ্ডায় হীরক খনি নাই; গোলকণ্ডা হীরক ভাণ্ডার; এই স্থানে সমস্ত হীরক সংগৃহীত হইয়া থাকে।

আরও নাগপুরে, সম্বলপুরের পূর্ব্বভাগে এবং উড়িষ্যার মহানদী তীরে হীরকখনি আছে।

বোর্ণিও দ্বীপের পূর্ব্বকোণস্থিত পণ্টিয়ানা নামক স্থানেও হীরকখনি আছে।

'অধুনা দক্ষিণ আমেরিকার ব্রেজিল হইতে হীরক আমদানি হইতেছে। তথায় বহুদিন হইল হীরক খনি আবিস্কৃত হইয়াছে। তত্রস্থ

নিগ্রোগণ পূর্ব্বে তাসক্রীড়া কালে হীরকখণ্ড সকল ব্যবহার করিত, তখন ইহার এরূপ আদর ছিল না। ব্রেজিলের ডায়েমানটিনা প্রদেশে অনেকগুলি প্রসিদ্ধ হীরকখনি আছে।

আমেরিকার অন্যান্য স্থানেও অনেক হীরকখনি আছে।

উত্তর আমেরিকার মেক্সিকো প্রদেশের অন্তর্গত আকাপ্যাল-কোর দক্ষিণ-পশ্চিম দিগ্বর্ত্তী প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলবর্ত্তী সীরা-মাদ্রি নামক স্থানে ও যুক্তরাজ্যের আটলাণ্টিক মহাসাগর-উপ-কূলবর্ত্তী উত্তর ক্যারোলিনা এবং জিওরজিয়া নামক স্থানে অনেক হীরকখনি আছে।

ক্যালিফোর্ণিয়া এবং আরিজোনা নামক স্থানের খনিতে যে সকল হীরক প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহারা অতি ক্ষুদ্র, ২।৩ ক্যারেট মাত্র প্রত্যেকটীর পরিমাণ।

বিগত শতাব্দীতে অষ্ট্রেলিয়াতেও হীরকখনি আবিষ্কৃত হইয়াছে; কিন্তু তৎখনিজাত হীরক সকল অতি ক্ষুদ্র ও স্বল্প মূল্যের হীরক।

দক্ষিণ আফ্রিকায় হীরকখনি আছে। ইহার আবিষ্কার বহুপূর্ব্বে হয় নাই। অত্রস্থ খনিতে বৃহত্তর ও মূল্যবান হীরক পাওয়া যায়।

"In 1867 a Dutch farmer obtained from a Boer a bright stone which his children were using as a plaything. This stone was sent to the Cape where its true nature as a diamond was recognised and subsequently forwarded to the Paris Exhibition and sold for £500.

This valuable discovery soon led to further researches and diamonds were obtained from various places near the Orange and Vaal rivers in Griqwa Land West."

খনি হইতে হীরকোত্তোলন প্রণালী।

"The upper stratum, of 18 inches, consists of sand, gravel and loam; next there is a deposit of stiff black clay or mud, about 4 feet thick; and next the diamond bed, which is distinguished by a mixture of large rounded stones. It is from 2 to 2½ feet thick, closely cemented together with clay. Sometimes this stratum is covered with calcareous tufa. Here shallow pits are excavated, of a few feet in diameter, in such spots as the practice of the workman may induce him to select; he sinks to a depth of a few feet, and searches the bed which he considers most promising for his purposes; and if he meets with little encouragement, he shifts his situation and proceeds elsewhere. Thus a great deal of the country may be turned to a waste and neglected,"

হীরকের পুরাতত্ব।

"This gem is remarkable for its peculiar physical and chemical properties. India is the chief source of supply in ancient times. The old Jewish doctors regarded the Jabolom, the third in the second row of stones in the breast plate of the high priest. (Exod XXXIX II) as the diamond and it is thus translated in the English and other versions.

Among the Greeks it is first mentioned about three centuries B C. under the name of adamas, "the unsubduable" referring to its hardness and power of resisting fire.

The name of the gem (diamond) in English and most modern languages is derived from this old name

(adamas) occurring in the form *diamas* n Albertus Magnus and authors of the 13th century.

The fullest account of the adamas as a stone is found in Pliny, who says it exceeds in value all human things, and its use was confined to kings and to few even of them He mentions six varieties, the most remarkable being the Indian and Arabian, of such unspeakable hardness that when struck with a hammer even the iron and anvil were torn asunder.

It also resisted the fire, and could only be subdued and broken down when dipped in fresh warm goat's blood. Similar fables continued to prevail during the Middle ages, and even yet have hardly vanished from popular belief.

Ludwig van Berquen discovered (in 1476) the mode of cutting and polishing it."

হীরকের প্রাকৃতিক গঠন, গুণ ও বর্ণ।

"The diamond always occurs in crystals of tesseral or cubical system. Its most frequent forms are the octahedron or double four-sided pyramid, the rhombic dodecahedron with twelve faces, and other with twenty-four and forty-eight faces.

The first form is most common in stones from India, the second in those from Brazil. Cubes also occur, but are rare, whilst the icositetrahedron has not been observed.

The faces are often curved, strongly striated or marked by stair-like inequalities, hiding the true form.

Many of the crystals also are round almost like spheres or the smaller ones like grains of sand.

The optical properties of the diamond are also very remarkable. The purest stones, or those of the first water are highly transparent and colourless.

But more generally it is less transparent and shows various tints, specially white, grey, or brown, more rarely blue, red, yellow, green, and very seldom black Such stones when the colours are pure, are often highly valued. It is also distinguished by its brilliant adamantine lustre.

Newton, two centuries ago, remarked its high refractive power, and from this conjectured that it was a substance of peculiar nature.

In a history of gems published early in the 17th century, Boetius de Boot conjectured that the diamond was an inflamable body.

Robert Boyle, who in 1664 described its property of shining in the dark, or phosphorescing after being exposed to the light of the sun, a few years later observed that a part of it was dissipated in acrid vapours when subjected to a high temperature. This combustibility of the diamond was confirmed in 1694—95 by experiments with a powerful burning glass or lens made in the presence of Cosmo III, grand duke of Tuscany, by the Florentine Academicians.

The experiment of the combustibility of the diamond when freely exposed in a strong heat has been often repeated, and its true character was proved by Lavoisier, who determined that the product was carbonic acid gas.

Sir George Mackenzie converted iron into steel by powdered diamonds; whilst Mr. Smithson Tennant showed that the carbonic acid produced corresponded to

the oxygen consumed. No doubt, therefore, now remains that the diamond is only pure carbon in the crystallized condition, and like it insoluble in acids."

পাথুরে কয়লা হইতেই হীরকের উৎপত্তি।

জান্তব, ঔদ্ভিদ ও খনিজ দ্রব্যের অবশিষ্ট ক্ষার পদার্থ হইতে পাথুরে কয়লা প্রস্তুত হয়। এবং পাথুরে কয়লা ক্রমশঃ কাল সহকারে রূপান্তরিত হইয়া হীরকে পরিণত হয়। রসায়ন তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ ইহা বিশেষরূপে অবগত। একমণ পাথুরে কয়লার মূল্য পাঁচ আনা কিন্তু সেই কয়লা হইতে উৎপন্ন একখণ্ড হীরকের মূল্য পাঁচ কোটি টাকা পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। ইহা অপেক্ষা বিস্ময়কর ব্যাপার কি হইতে পারে! সেইরূপ মানব জগতেও মনুষ্যগণের মধ্যে একজন সাধারণ লোক কাল সহকারে দেবতুল্য হইতে পারে। মহাকালের ও প্রকৃতির এই অলৌকিক ও অসাধারণ ব্যাপার যিনি চিন্তা করিতে পারেন, তিনিই পূর্ব্বোক্ত চিন্তামণি লাভে সমর্থ হন। কয়লার মধ্যে যেমন হীরক, মনুষ্য মধ্যে সেই রূপ সিদ্ধ-পুরুষ। হীরকের যেমন বিনাশ নাই, সিদ্ধ পুরুষের তদ্রূপ বিনাশ নাই।

দ্বিতীয় অধ্যায়

-:*:-

মুক্তা—PEARL

মুক্তার পর্য্যায়—১ মুক্তা, ২ মৌক্তিক, ৩ সৌম্যা, ৪ মুক্তিকেয়, ৫ তার, ৬ তারা, ৭ ভৌতিক, ৮ তৌতিক, ৯ অন্তসার, ১০ শীতল, ১১ নীরজ, ১২ নক্ষত্র, ১৩ ইন্দুরত্ন, ১৪ লক্ষ্মী, ১৫ মুক্তাফল, ১৬ বিন্দুফল, ১৭ মুক্তিকা, ১৮ শৌক্তেয়ক, ১৯ শুক্তিমণি, ২০ শশিপ্রভ, ২১ স্বচ্ছ, ২২ হিম, ২৩ হিমবল, ২৪ সুধাংশুরত্ন, ২৫ শুক্তিবীজ, ২৬ হারী, ২৭ কুবল ২৮ শশিপ্রিয়, ২৯ হৈমবত, ৩০ সুধাংশুভ। এই গুলি মুক্তার নাম।

মুক্তার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা।

মুক্তার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা চন্দ্র। চন্দ্র ও বৃহস্পতির প্রীতি ও শান্তির জন্য মুক্তা ধারণ বিধেয়।

মুক্তা ধারণ নক্ষত্র।

রেবত্যশ্বি ধনিষ্ঠাসু হস্তাদিষু চ পঞ্চসু।
শঙ্খ বিদ্রুম মুক্তানাং পরিধানং প্রশস্যতে॥

ইতি সময়প্রদীপঃ।

রেবতী, অশ্বিনী, ধনিষ্ঠা, হস্তা, চিত্রা, স্বাতি, বিশাখা, এবং অনুরাধা নক্ষত্রে মুক্তা, শঙ্খ ও প্রবাল পরিধান বিধেয়।

অষ্টবিধ মুক্তার উৎপত্তি, গুণ ও ব্যবহার।

গজ, মেঘ, শূকর, শঙ্খ, সর্প, বংশ, মৎস্য এবং শুক্তি এই অষ্ট দ্রব্য হইতে মুক্তা উৎপন্ন হয়।

উক্ত অষ্টপ্রকার মুক্তার মধ্যে শুক্তিজ মুক্তাই প্রচুর জন্মে এবং শুক্তিজ মুক্তাকেই বিদ্ধ করা যাইতে পারে, অন্যান্য মুক্তা সহজে বিদ্ধ হয় না, বা বিদ্ধ করা যায় না, এবং তাহারা অপেক্ষাকৃত আভাহীন। ঐ সকল মুক্তা আভাহীন হইলেও মঙ্গল কার্য্যে প্রশস্ত।

১। করীকুম্ভ জাত মুক্তা ঈষৎ পীতবর্ণ, গোলাকার ও দীপ্তি বিহীন। সকল হস্তীর কুম্ভ হইতে মুক্তা উৎপন্ন হয় না ; মৌক্তিক হস্তী অতি প্রধান এবং মূল্যবান। এক জনশ্রুতি আছে যে স্বাতী নক্ষত্রের জল হস্তীর মস্তকে পড়িলে গজমুক্তা, সর্প মস্তকে পড়িলে মানিক এবং গরুর মস্তকে পড়িলে গোরচনা জন্মে, এই জনশ্রুতির মূলে ভ্রমপূর্ণ কিছু সত্য নিহিত আছে বলিয়া বোধ হয়, পরে ইহা বিবৃত হইবে।

২। মৎস্যজাত মুক্তা সুগোল, অতি সূক্ষ্ম ও অতি লঘু এবং বোয়াল মাছের পৃষ্ঠের বর্ণ সদৃশ বর্ণ বিশিষ্ট। যে সকল মৎস্যে মুক্তা জন্মে তাহারা সুদূর সমুদ্র মধ্যে বিচরণ করিয়া থাকে।

৩। অর্ণবজাত শঙ্খে যে মুক্তা জন্মে তাহার বর্ণ পিতাভযুক্ত।

৪। বরাহজাত মুক্তা অতি প্রশস্ত ও অতি দুর্লভ ; সকল দেশের বরাহে মুক্তা জন্মে না, দেশ বিশেষের অতি প্রাচীন বরাহে মুক্তা জন্মে। তাহার বর্ণ নবোদ্গত বরাহের দন্তসদৃশ।

৫। বংশপর্ব্বজাত মুক্তাও সকল স্থানে ও সকল বাঁশে জন্মে না। ইহার বর্ণ বারিসংলগ্ন ক্ষুদ্র প্রস্তর খণ্ডের ন্যায়। এই মুক্তা নৃপসদৃশ ব্যক্তিগণের উপভোগ্য।

৬। সর্পমস্তকজাত মুক্তা অতি পবিত্র গোলাকার, দুষ্প্রাপ্য, সমুজ্জ্বল, শোভান্বিত এবং শাণিত খড়্গাতুল্য প্রভা বিশিষ্ট। এই মুক্তা অতি বিরল। যাঁহার ভাগ্যে এই মুক্তা লাভ হয় বা যিনি এই

মুক্তা ধারণ করেন, তিনি রাজ্যাদি লাভ ও প্রতাপশালী রাজা ও পুণ্যাত্মা ব্যক্তি হইয়া থাকেন। এই মুক্তার অসীম গুণ ও অতুল ক্ষমতা; ইহা সর্ব্ব ব্যাধিহর ও সর্ব্ব বিঘ্ননাশক।

৭। মেঘজাত মুক্তা অনঙ্গকুসুমবৎ পদার্থ; অথবা কবির কল্পনাপ্রসূত বস্তু। ইহার অস্তিত্ব অতি বিরল সুতরাং গুণবর্ণন ও অনাবশ্যক।

৮। শুক্তিজাত মুক্তাই প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে এবং ধনী ও দরিদ্র সর্ব্বসাধারণ্যে ইহা ব্যবহৃত হয়। মুক্তা অষ্টবিধ হইলেও মুক্তাগার ও মুক্তাপ্রসূ বলিলে শুক্তিকেই বুঝায়। চাক্‌চিক্যশালী সমসূক্ষ্ম ছিদ্রযুক্ত শ্বেতবর্ণ বৃহদাকার, স্নিগ্ধ, স্বচ্ছ, সুনির্ম্মল, সমধিক উজ্জ্বল এবং সুগোল মুক্তাই শ্রেষ্ঠ এবং সম্যক্ গৌরবান্বিত। এই-রূপ মুক্তা ধারণে ও রক্ষণে শুভ হইয়া থাকে।

মুক্তার আকর।

প্রাচীনকাল হইতে নিম্নলিখিত স্থান সকল মুক্তার জন্য বিখ্যাত। সিংহল, পারলোক, সৌরাষ্ট্র, তাম্রপর্ণ, পারশব, কৌবের, পাণ্ড্য, * হাটকা, এবং হেমক বা বিরাট দেশ †। এই সকল দেশ সন্নিহিত নদী ও সমুদ্রে মুক্তা প্রচুর জন্মিয়া থাকে।

* দাক্ষিণাত্যের দক্ষিণ সীমাস্থিত সমুদ্র কুলবর্ত্তী একটী প্রাচীন রাজ্য; প্রাচীন দ্রাবিড়ের সর্ব্ব দক্ষিণ অংশ। † মৎস্য দেশ। প্রাচীন বিরাট দেশের অবস্থান লইয়া সুধীগণের পরস্পর মতভেদ দৃষ্ট হয়। বোম্বাই প্রদেশে, রাজপুতনায়, উত্তরবঙ্গে, মেদিনীপুর জেলায় বা ময়ূরভঞ্জের পার্ব্বত্য প্রদেশে ইহার স্থান নির্দ্দেশ হয়। বিরাট রাজের নানাস্থানে রাজপ্রাসাদাদি নির্ম্মাণহেতু এই বিভ্রাট।

আকর বা মুক্তার জন্ম স্থানানুসারে দোষ ও গুণ বিচার হয় না, কারণ সকল স্থানে ভাল মন্দ মুক্তা জন্মিয়া থাকে।

মুক্তার মূল্য।

মুক্তার মূল্যের কোন স্থিরতা নাই। ইহা যত সুগোল, উজ্জ্বল এবং গুরু হইবে ততই ইহার মূল্য অধিক হইবে।

প্রাচীন রত্ন-বিশারদ পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন যে, অৰ্দ্ধতোলা পরিমাণ মুক্তার মূল্য ১৩০৫৲ টাকা। সাত আনা ওজনের মুক্তার মূল্য ৭৮৩৲ টাকা, ছয় আনা ওজনের মুক্তার মূল্য ২০০০৲ টাকা, পাঁচ আনা ওজনের মূল্য ১৩০০৲ টাকা, চারি আনা ওজনের মূল্য ৮০০৲ টাকা, এক আনা ওজনের মুক্তার মূল্য ৩২৫৲ টাকা, ছয়কুঁচ ওজনের মুক্তার মূল্য ২০০৲ টাকা, তিনকুঁচ পরিমিত মুক্তার মূল্য ১০০৲ টাকা।

মুক্তা বিশুদ্ধী করণ।

মুক্তা বিশুদ্ধ করিতে হইলে মুক্তাকে পাত্রে স্থাপনপূর্ব্বক নেবুর রসের সহিত পাক করিবে। তদনন্তর ভেলার মূলে মর্ষণ করিলেই মুক্তা বিশুদ্ধ ও সমুজ্জ্বল হইবে।

মৎস্যের উদর মধ্যে মুক্তা রাখিয়া ঐ মৎস্যকে মৃত্তিকা দ্বারা লেপন করিয়া দগ্ধ করত পরে বাহির করিয়া দুগ্ধ, জল ও সুরা মধ্যে পাক করিবে। তাহার পর জলে ধৌত করিয়া পরিস্কার বস্ত্রে ঘর্ষণ করিলেই উজ্জ্বল কান্তিযুক্ত মুক্তা হইবে।

মুক্তা পরীক্ষা।

মুক্তা কৃত্রিম বলিয়া সন্দেহ হইলে সেই মুক্তাকে লবণ মিশ্রিত জলে একরাত্রি রাখিবে, তদনন্তর [illegible] মর্দ্দন করিয়া শুস্ক

বস্ত্র মধ্যে একদিন রাখিবে, তাহাতে যদি মুক্তার আভা নষ্ট বা বিবর্ণ হয়, তাহা হইলে তাহা কৃত্রিম মুক্তা।

অন্যবিধ পরীক্ষা।

লবণক্ষারক্ষোদিনি পাত্রেঽজগোমূত্রপূরিতে ক্ষিপ্তম্।
মর্দ্দিতমপি শালীতুষৈর্যদবিকৃতং তন্মৌক্তিকং জাত্যম॥

লবণক্ষারপূর্ণ পাত্রে গো বা ছাগ মূত্র রাখিয়া তাহাতে মুক্তা নিক্ষেপ পূর্ব্বক কিছুক্ষণ রাখিয়া শালী ধান্যের তুষের দ্বারা মর্দ্দন করিলে যদি পূর্ব্ববৎ অবিকৃত থাকে, তাহা হইলে সেই মুক্তা অকৃত্রিম বা আসল মুক্তা।

হস্তে মৌক্তিকমাদায় ব্রীহিভিশ্চোপঘর্ষয়েৎ।
কৃত্রিমং ভগ্নমাপ্নোতি সহজঞ্চাতিদীপ্যতে॥

হস্তে মুক্তা এবং ধান্য লইয়া একত্রে ঘর্ষণ করিলে, কৃত্রিম হইলে মুক্তা ভঙ্গ হইবে, আসল হইলে অতিশয় উজ্জ্বল হইবে।

গজমুক্তা চতুর্ব্বিধ।

পীত-শুক্লবর্ণ গজমুক্তা ব্রাহ্মণ জাতীয়; পীত-রক্তবর্ণ ক্ষত্রিয় জাতীয়; পীত-শ্যাম বৈশ্যবর্ণ এবং নীলাভাযুক্ত পীতবর্ণ গজমুক্তা শূদ্রবর্ণ।

বরাহ মুক্তা চতুর্ব্বিধ।

শুক্লবর্ণ বরাহ মুক্তা ব্রাহ্মণ জাতীয়; শুক্ল-রক্ত বর্ণ এবং স্পর্শে কর্ক্কশ বরাহ মুক্তা ক্ষত্রিয় জাতীয়, শুক্লপীত বর্ণ শূকরবৎ কোমল বরাহ মুক্তা বৈশ্য জাতীয়, শুক্ল-নীল বর্ণ, কর্ক্কশ এবং শ্যামবর্ণ বরাহ মুক্তা শূদ্র জাতীয়।

কম্বু বা মুক্তা সপ্তবিংশতি বিধ।

অশ্বিন্যাদি সাতাইশ নক্ষত্রে জাত সাতাইশ প্রকার কম্বু বা মুক্তা। ঐ সকল মুক্তার নয় প্রকার বর্ণ যথা—শুক্ল, কৃষ্ণ, পীত, রক্ত, নীল, লোহিত, হরিদ্রা, আকরর্ব্বূর এবং পাটকিলা বর্ণ।

মহন্মধ্য লঘূন্মানৈঃ সপ্তবিংশতিধা ভবেৎ।
ক্রমশস্তেষু বিজ্ঞেয়ং নক্ষত্রেষু মনীষিভিঃ॥

মীনমুক্তা সপ্তবিধ।

গুঞ্জাফলকায়স্থৌল্যং মৌক্তিকং তিমিজং লঘু।
পাটলা পুষ্পশঙ্কাশমল্পকান্তি সুবর্ত্তুলম্॥
বাতপিত্তকফদ্বন্দ্বসন্নিপাতপ্রভেদতঃ।
সপ্ত প্রকৃতয়ো মীনে সপ্তধা তেন মৌক্তিকম্॥
লঘিষ্ঠমরুণং বাতাৎ আপীতং মৃদু পিত্ততঃ।
শুক্লং গুরু কফোদ্রেকাৎ বাতপিত্তান্ মৃদুর্লঘুঃ॥
বাতশ্লেষ্মভবং স্থূলং পিত্তশ্লেষ্মজমচ্ছকম্।
সর্ব্বলিঙ্গপ্রয়োগেণ সান্নিপাতকমুচ্যতে॥
একজাঃ শুভদাঃ প্রোক্তাস্তথা বৈ সান্নিপাতিকাঃ।

ভুজঙ্গম-মুক্তা চতুর্ব্বিধ।

ভৌজঙ্গমং নীল বিশুদ্ধবর্ণং সর্ব্বং ভবেৎ প্রজ্বলবর্ণশোভম্।
নিতান্তধৌত প্রতিকল্প্যমাননিস্ত্রিংশধারাসমবর্ণশোভম্॥
ভুজঙ্গমাস্তে বিষবেগতৃপ্তাঃ শ্রীবাসুকের্ব্বংশভবাঃপৃথিব্যাম্।
কচিৎ কদাচিৎ খলু পুণ্যদেশে।
তিষ্ঠন্তি তে পশ্যতি তান্মনুষ্যঃ॥

ফণিজং বর্ত্তুলং রম্যং নীলচ্ছায়ং মহাদ্যুতি।
পুণ্যহীনা ন পশ্যন্তি বাসুকেঃ কুলসম্ভবম্॥
শৃগালকোলামলকোলগুঞ্জাফলপ্রমাণাস্তু চতুর্ব্বিধাস্তে।
স্যুর্ব্রহ্মবাহূদ্ভবৈশ্যশূদ্র সর্পেষু জাতাঃ প্রবরাস্তু সর্ব্বে॥
ন তংভুজঙ্গা ন তু জাতুধানা ন রাক্ষসা নাপি চতুষ্টলোকাঃ।
হিংসন্তি যস্যাহিশিরঃসমুত্থংমুক্তাফলং তিষ্ঠতি কোষমধ্যে॥

ভেকাদি-জাত মুক্তা।

ভেকাদিস্বপি জায়ন্তে মণয়ো যে ক্বচিৎ ক্বচিৎ।
ভৌজঙ্গমমণেস্তুল্যাস্তে বিজ্ঞেয়া বুধোত্তমৈঃ॥

স্বাতি-নক্ষত্রযুক্ত রবিতে বৃষ্টিফল।

স্বাত্যাং স্থিতে রবৌ মেঘৈর্যে মুক্তাজলবিন্দবঃ।
শীর্ণাঃ শুক্তিষু জায়ন্তে তৈর্মুক্তা নির্ম্মলত্বিষঃ॥

কার্ত্তিক মাসে স্বাতি নক্ষত্রে রবির অবস্থানকালে মেঘ হইতে যে বৃষ্টি পতিত হয়, সেই বৃষ্টি শুক্তি মধ্যে পতিত হইলে তজ্জাত মুক্তা সকল অতিশয় নির্ম্মল হইয়া থাকে।

শুক্তি-মুক্তা চতুর্ব্বিধ।

ব্রাহ্মণস্তু সিতঃ স্বচ্ছো গুরুঃ শুক্লঃ প্রভান্বিতঃ।
আরক্তঃ ক্ষত্রিয়ঃ স্থূলস্তথারুণ বিভান্বিতঃ॥
বৈশ্যস্ত্বাপীতবর্ণোঽপি স্নিগ্ধঃ শ্বেতঃ প্রভান্বিতঃ।
শূদ্র শুক্লবপুঃ সূক্ষ্মস্তথা স্থূলোঽসিতদ্যুঃতিঃ॥

বংশ-মুক্তা পঞ্চবিধ।

বংশজং শশীসংঙ্কাশং কক্কোলীফলমার্দ্রকম্।
প্রাপ্যতে বহুভিঃ পুণ্যৈস্তদ্রক্ষং বেদমন্ত্রতঃ॥
পঞ্চভূতসমুদ্রেকাদ্বংশে পঞ্চবিধে ভবেৎ।
মুক্তা পঞ্চবিধা তাসাং যথালক্ষণমুচ্যতে॥
পার্থিবী গুরুবৎসা চ তৈজসী তেজসা লঘুঃ।
বায়বী চ মৃদুঃ স্থূলা গাগনী কোমলা লঘুঃ॥
আপ্যাঃ স্নিগ্ধা ভৃশং শুক্লাঃ পঞ্চৈতাঃ প্রবরা মতাঃ।
আসাং ধারণমাত্রেণ ব্যাধি কোঽপি ন জায়তে॥

গ্রন্থান্তরে মুক্তা বিবরণ।

গজাহিকোলমৎস্যানাং শীর্ষে মুক্তা ফলোদ্ভবঃ।
ত্বক্‌সারশুক্তিশঙ্খানাং গর্ভে মুক্তাফলোদ্ভবঃ॥
ধারাধরেষু জায়েত মৌক্তিকং জলবিন্দুভিঃ।
জীমুতে শুচিরূপঞ্চ গজে পাটলভাস্বরম্॥
মৎসে শ্বেতঞ্চ নিস্তেজঃ ফণীন্দ্রে নীলভাস্বরম্।
হরিচ্ছেবতং তথা বংশে পীতশ্বেতঞ্চ শূকরে।
শঙ্খ শুক্ত্যুদ্ভবং শ্বেতং মুক্তা রত্নমনুত্তমম্॥

মুক্তার ছায়া বা আভা।

চতুর্ধা মৌক্তিকে ছায়া পীতা চ মধুরা সিতা।
নীলা চৈব সমাখ্যাতা রত্নতত্ত্বপরীক্ষকৈঃ॥
পীতা লক্ষ্মীপ্রদা ছায়া মধুরা বুদ্ধিবর্দ্ধিনী।
শুক্লা যশস্করী ছায়া নীলা সৌভাগ্যদায়িনী॥

সিতা ছায়া ভবেদ্বিপ্রঃ ক্ষত্রিয়শ্চার্করশ্মিমান্।
পীতচ্ছায়া ভবেদ্বৈশ্যঃ শূদ্রঃ কৃষ্ণরুচির্ম্মতঃ॥

মুক্তার গুণ।

সুতারঞ্চ সবৃত্তঞ্চ স্বচ্ছঞ্চ নির্ম্মলং তথা।
ঘনং স্নিগ্ধঞ্চ স্বচ্ছায়ং তথাস্ফুটিতমেব চ॥
অষ্টৌ গুণাঃ সমাখ্যাতা মৌক্তিকানামশেষতঃ।
তারকাদ্যুতিসঙ্কাশং সুতারমিতি গদ্যতে॥
সর্ব্বতো বর্ত্তুলং যচ্চ সুবৃত্তং তন্নিগদ্যতে।
স্বচ্ছং দোষ বিনির্ম্মুক্তং নির্ম্মলং মলবর্জ্জিতম্॥
গুরুত্বং তুলনে যস্য তদ্ঘনং মৌক্তিকং বরম্।
স্নেহেনৈব বিলিপ্তং যত্তৎ স্নিগ্ধমিতি গদ্যতে॥
ছায়া সমন্বিতং যচ্চ সচ্ছায়ং তন্নিগদ্যতে।
ব্রণরেখাবিহীনং যত্তৎ স্যাদস্ফুটিতং শুভম্॥
ভ্রাজিষ্ণু কোমলং কান্তং মনোজ্ঞয়ংস্ফুরতীব চ।
স্রবতীব চ সত্ত্বানি তন্মহারত্নসংজ্ঞিতম্॥
শ্বেতকাচসমাকারং শুভ্রাংশুশতযোজিতম্।
শশিরাজপ্রতিচ্ছায়ং মৌক্তিকং দেবভূষণম্॥
তথা চ গরুড়ে।

ত্বক্‌সারনাগেন্দ্র তিমিপ্রভূতং যচ্ছঙ্খজং যচ্চ বরাহজাতম্।
প্রায়ো বিযুক্তানি ভবন্তি ভাসা শস্তানি মাঙ্গল্যতয়া তথাপি॥
প্রমাণবদ্গৌরবরশ্মিযুক্তং সিতং সুবৃত্তং সমসূক্ষরন্ধ্রম্।
অক্রেতুরপ্যাবহতি প্রমোদং যন্মৌক্তিকং তদ্গুণবৎপ্রদিষ্টম্।

এবং সমস্তেন গুণোদয়েন যন্মৌক্তিকং যোগমুপাগতং স্যাৎ।
ন তস্য ভর্ত্তারমনর্থজাত একোঽপি দোষঃ সমুপৈতি সদ্যঃ॥
এবং সর্ব্বগুণোপেতং মৌক্তিকং যেন ধার্য্যতে।
তস্যায়ুর্ব্বর্দ্ধতে লক্ষীঃ সর্ব্বপাপং প্রণশ্যতি॥
গুণবদ্‌গুরু যদ্দেহে মৌক্তিকৈকং হি তিষ্ঠতি।
চঞ্চলাপি স্থিরা ভূত্বা কমলা তত্র তিষ্ঠতি॥

মুক্তার দোষ।

চত্বারঃ স্যুর্মহাদোষাঃ ষন্মধ্যাশ্চ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
এবং দশ সমাখ্যাতাস্তেষাং বক্ষ্যামি লক্ষণম্॥
যত্রৈকদেশে সংলগ্নঃ শুক্তিখণ্ডো বিভাব্যতে।
শুক্তিলগ্নঃ সমাখ্যাতঃ সদোষঃ কুষ্ঠকারকঃ॥
মীনলোচনসঙ্কাশো দৃশ্যতে মৌক্তিকে তু যঃ।
মৎস্যাক্ষঃ স তু দোষঃ স্যাৎ পুত্রনাশকরো ধ্রুবম্॥
দীপ্তিহীনং গতচ্ছায়ং জঠরং তদ্বিদুর্ব্বুধাঃ।
তস্মিন্ সংধারিতে মৃত্যুর্জায়তে নাত্র সংশয়ঃ॥
মৌক্তিকং বিদ্রুমচ্ছায়মতিরক্তং বিদুর্ব্বুধাঃ।
দারিদ্র্যজনকং যস্মাৎ তস্মাত্তৎ পরিবর্জ্জয়েৎ॥
উপর্য্যুপরি তিষ্ঠন্তি বলয়ো যত্র মৌক্তিকে।
ত্রিবৃত্তং নাম তস্যোক্তং সৌভাগ্যক্ষয়কারকম্॥
অবৃত্তং মৌক্তিকং যচ্চ চিপিটং যন্ নিগদ্যতে।
মৌক্তিকং ধ্রিয়তে যেন তস্যাকীর্ত্তির্ভবেৎ সদা॥

ত্রিকোণং ত্র্যস্রমাখ্যাতং সৌভাগ্যক্ষয়কারকম্।
দীর্ঘং যত্তৎ কৃশং প্রোক্তং প্রজ্ঞাবিধ্বংস কারকম্॥
নির্ভগ্নমেকতো যচ্চ কৃশপার্শ্বং তদুচ্যতে।
সদোষং মৌক্তিকং নিন্দ্যং নিরুদযোগকরং হি তৎ।
অবৃত্তং পিড়কোপেতং সর্ব্বসম্পত্তিহারকম্॥

মুক্তা বিদ্ধ ও উজ্জ্বল করিবাব উপায়।

কৃত্বা পচেৎ সুপিহিতে শুভদারভাণ্ডে
মুক্তাফলং নিহিত নূতনশুক্তিকাণ্ডম্।
স্ফোটস্তথা প্রণিদধীত ততশ্চ ভাণ্ডাৎ
সংস্থাপ্য ধান্যনিচয়ে চ তমেকামাসম্॥
আদায় তৎ সকলমেব ততোঽন্ন ভাণ্ডং
জাম্বীরজাত রসযোজনয়া বিপক্কম্।
ঘৃষ্টং ততো মৃদু তনূকৃত পিণ্ডমূলৈঃ
কুর্য্যাদ্ যথেচ্ছমিহ মৌক্তিকমাশু বিদ্ধম্॥

অন্য প্রকার।

মৃল্লিপ্তমৎস্যপুটমধ্যগতন্তু কৃত্বা
পশ্চাৎ পচেত্তনু ততশ্চ বিতানপত্যা।
দুগ্ধে ততঃ পয়সি তদ্বিপচেৎ সুরায়াং
পক্কন্ততোঽপি পয়সা শুচি চিক্কণেন॥
শুদ্ধং ততো বিমলবস্ত্র নির্ঘষণেন স্যাৎ
মৌক্তিকম্ বিমলসদ্গুণকান্তিজালম্॥

মুক্তার মূল্য নির্দ্ধারণ।

পঞ্চভির্মাষকো জ্ঞেয়ো গুঞ্জাভির্মাষকৈস্তথা।
চতুর্ভিঃ শাণমাখ্যাতং মাষকৈর্মণিবেদিভিঃ॥
একস্য শুক্তি প্রভবস্য শুদ্ধ মুক্তামণেঃ শাণকসম্মিতস্য।
মূল্যং সহস্রাণি কপর্দ্দকাণি ত্রিভিঃশতৈরভ্যধিকানি পঞ্চ॥
ষন্মাষকার্দ্ধেন ততো বিহীনং চতুঃসহস্রং লভতেহস্য মূল্যম্।
ষন্মাষকাংস্ত্রীন্ বিভৃয়াদ্‌গুরুত্বে দ্বে তস্য মূল্যংপরমংপ্রদিষ্টম্॥
অর্দ্ধাধিকদ্বৌ বহতোহস্য মূল্যং ত্রিভিঃশতৈরভ্যধিকংসহস্রম্।
দ্বিমাষকোন্মাপিতগৌরবস্য শতানি চাষ্টৌ কথিতানি মূল্যম্॥
অর্দ্ধাধিকমাষকসন্মিতস্য সপঞ্চবিংশং ত্রিতয়ং শতানাম্।
যন্মাষকোন্মাপিতমানমেকংতস্যাধিকংবিংশতিভিঃ শতংস্যাৎ॥
গুঞ্জাশ্চ ষড়ধারয়তঃ শতে দ্বে মূল্যংপরংতস্যবদন্তি তজ্জ্ঞাঃ।
গুঞ্জাশ্চতস্রো বিধৃতং শতার্দ্ধাদর্দ্ধং লভেতাপ্যধিকংত্রিভির্ব্বা॥
অতঃ পরং স্যাদ্ধরণপ্রমাণং সংখ্যা বিনির্দ্দেশবিনিশ্চয়োক্তিঃ।
ত্রয়োদশানাং ধরণে ধৃতানাং হিক্কেতিনাম প্রবদন্তিত জ্জ্ঞাঃ॥
অধ্যর্দ্ধমাত্রঞ্চ শতং কৃতং স্যান্মূল্যং গুণৈস্তস্য সমন্বিতস্য।
যদি ষোড়শভির্ভবেৎ সুপূর্ণং ধরণংতৎপ্রবদন্তি দার্ব্বিকাখ্যম্॥
অধিকং দশভিঃ শতঞ্চ মূল্যংসমবাপ্নোত্যপি বালিশস্য হস্তাৎ।

যদি বিংশতিভির্ভবেৎ সুপূর্ণং
ধরণং মৌক্তিকজং বদন্তি তজ্জ্ঞাঃ॥
নবসপ্ততি মাপ্নুয়াৎ স্বমূল্যং
যদি ন স্যাদ্ গুণযুক্তিতো বিহীনম্।

ত্রিংশতা ধরণং পূর্ণং শিক্যেতি পরিকীর্ত্ত্যতে ॥
চত্বারিংশৎ পরং তস্য মূল্যমেষ বিনিশ্চয়ঃ।
চত্বারিংশৎ ভবেৎ শিক্যা ত্রিংশন্মূল্যং লভেত সা ॥
পঞ্চাশত্তু ভবেৎ সোমস্তস্য মূল্যন্তু বিংশতিঃ।
ষষ্টির্নিকরশীর্ষং স্যাত্তস্য মূল্যং চতুর্দ্দশ ॥
অশীতির্নবতিশ্চেতি কুপ্যেতি পরিকল্পতে।
একাদশ স্যুর্নব চ তয়োর্মূল্যমনুক্রমাৎ ॥
শতমর্দ্ধাধিকং দ্বে চ চুর্ণোঽয়ং পরিকীর্ত্তিতঃ।
সপ্ত পঞ্চত্রয়শ্চৈব তেষাং মূল্যমনুক্রমাৎ ॥

শাণাৎ পরং মাষকমেকমেকং যাবদ্বিবর্দ্ধেত গুণৈরপীদম্।
মূল্যেন তাবদ্বিগুণেন যোগমাপ্নোত্যনাবৃষ্টিহতেঽপি দেশে ॥
সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মোত্তমমধ্যমানাং যন্মৌক্তিকানামিহ মূল্যমুক্তম্।
তজ্জাতিমাত্রেণ ন জাতুকার্য্যংগুণৈরহীনস্য হি তৎপ্রদিষ্টম্ ॥

যত্তু চন্দ্রাংশুসঙ্কাশমীষদ্বিম্বফলাকৃতি।
স্বমূল্যাৎ সপ্তমং ভাগমবৃত্তাল্লভেত তৎ ॥
পীতকস্য ভবেদর্দ্ধমবৃত্তস্য ত্রিভাগতঃ।
বিষম ব্যস্তজাতীনাং ষড়্ভাগং মূল্যমাদিশেৎ ॥
অব্ধরূপাণি সস্ফোটাৎ পঙ্কচুর্ণানি যানি চ।
অসারাণি চ যানি স্যুঃ করকাকারবন্তি চ ॥
একদেশ প্রভাবন্তি সকলাশ্লেষিতানি চ।
যানি চাতকবর্ণানি কাংস্য বর্ণানি যানি চ ॥
মীননেত্র সবর্ণানি গ্রন্থিভিঃ সংবৃতানি চ।

সদোষাণি চ যানি স্যুস্তেষাং মূল্যং পদাংশিকম্ ॥

অন্যত্র তু—

সপ্তালী প্রোচ্যতে গুঞ্জা সা তিস্রো রূপকং ভবেৎ।
রূপকৈর্দশভিঃ প্রোক্তঃ কলঞ্জো নোম নামতঃ ॥
কলঞ্জনামকং দ্রব্যমেকদেশে নিধাপয়েৎ।
অন্যতো জলবিন্দুস্তু তোলনার্থং বিনিঃক্ষিপেৎ ॥
চত্বারি ত্রীণি যুগ্মম্বা তথৈকং বহু বা স্থিতম্।
সমং কলঞ্জমানেন তুলামানাদতঃ ক্রমাৎ ॥
নবমাৎ পঞ্চমং যাবৎ কলঞ্জেন সমং যদা।
তৎক্রমাদুত্তমং জ্ঞেয়ং মৌক্তিকং রত্নবেদিভিঃ ॥
চতুর্দ্দশাৎ সমারভ্য দশ সংখ্যা বিধিক্রমাৎ।
কলঞ্জস্য সমানং বা মৌক্তিকং মধ্যমং বিদুঃ ॥
আরভ্য বিংশতিতমাৎ ক্রমাৎ পঞ্চদশাবধি।
অজ্যাস্তাঃ কথিতা মুক্তা মূল্যঞ্চ তদনুক্রমাৎ ॥
কলঞ্জদ্বয়মানেন যদ্যেকং মৌক্তিকং ভবেৎ।
ন ধার্য্যং নরনাথৈস্তু দেবযোগ্যমমানুষম্ ॥
ইত্থং বিচার্য্য যো মুক্তাং পরিধত্তে নরাধিপঃ।
তস্যায়ুশ্চ যশো বীর্য্যং বিপরীতমতোঽন্যথা ॥

ইতি যুক্তিকল্পতরুঃ।

মুক্তার আকার ও গঠন।

মুক্তা নানাবিধ আকারের হইয়া থাকে, যথা ;—গোল, চ্যাপ্টা, স্থূল-ত্রিকোণ, স্থূল-চতুষ্কোণ ইত্যাদি।

ইহা সর্ষপ হইতে মধ্যমাকৃতি পেয়ারা সদৃশ আকার পর্য্যন্ত হইয়া থাকে।

বহু মূল্যবান মুক্তা।

স্পেনদেশের রাজা দ্বিতীয় ফিলিপের পারাবতডিম্ব সদৃশ একটী মুক্তা ছিল। ঐ মুক্তার পরিমাণ (ওজন) ১৩৪ গ্রেণ।

পর্টুগ্যালের রাজার একটী মুক্তা ছিল, যাহার আকার পেয়ারা সদৃশ। মুক্তা-হার বা মুক্তালতা সৌভাগ্যবতী রমণীগণের শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার। মুক্তার নানাবিধ অলঙ্কার হইয়া থাকে। তন্মধ্যে মুক্তা কলাপ বা মুক্তা প্রালম্বই সুরুচিসম্পন্না বিদুষী বামাগণের বাঞ্ছনীয়। কম্বুগ্রীবা গৌরাঙ্গিণীগণের গলদেশে মুক্তাবলী যেরূপ শোভা সম্পাদনে সক্ষম, কাঞ্চন নির্ম্মিত কণ্ঠাহার তাহার নিকট পরাজিত।

রোম দেশীয়গণ মুক্তারত্নকে অতিশয় সমাদর করেন। রোমের রাজা পম্পের তেত্রিশটী মুক্তার মুকুট ছিল। জয় ও উৎসবাদি সময়ে তাহা তিনি ধারণ করিতেন।

রোমরাজ ক্যালিগুলার পত্নী আনন্দ-ভোজাদি সময়ে কর্ণ, মস্তক ও কণ্ঠদেশ ব্যাপী বহুমূল্যের মুক্তালঙ্কার পরিধান করিতেন এবং অঙ্গুলি সকলও মূল্যবান মুক্তাঙ্গুরীতে পরিবেষ্টিত করিতেন। ঐ সকল মুক্তালঙ্কারের মূল্য ষাট লক্ষ টাকা। ইহা ব্যতিত উক্ত মহিষীর অন্যান্য রত্নের যে কত অলঙ্কার ছিল তাহার ইয়ত্তা হয় না।

মুক্তা ধারণ ও সেবন গুণ।

মুক্তা ধারণ করিলে গ্রহদোষ ও পাপ বিনাশ হয়। বৃহস্পতি গ্রহের,শান্তির নিমিত্ত মুক্তা ধারণ বিধেয়। "গুরৌ মুক্তাং।"

ইহা নারীগণের কান্তি ও রতিশক্তি বর্দ্ধনকারী। মুক্তা মধুর কষায়রস, তেজ ও পুষ্টিবর্দ্ধক, বৃষ্য, নেত্রহিতকর, বিষদোষ ও রাজযক্ষ্মা নাশক।

নবাব ও নৃপতিগণ মুক্তা ভস্ম তাম্বুলের চুণ রূপে ব্যবহার করেন। ইহার পূর্ণ মাত্রা এক আনা।

পিয়ারসনস্ উইক্‌লি (Pearson's Weekly) নামক পত্রিকায় মুক্তা সম্বন্ধে যে সকল বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে কথঞ্চিৎ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

The Pearl hunters of Borneo and adjacent islands have a peculiar superstition. When engaged in opening shells in search of Pearls, they take every smth find, whether it be large or small, and put it in a bottle, which is kept tightly corked with a dead man's finger. The Pearls thus kept are known as seed pearls or breeding Pearls, the natives of the island mentioned firmly beleiving that they will reproduce their kind. For every Pearl put in the phial two grains of rice are put in for the Pearls to feed upon. Some whites in Borneo believe as firmly in the superstition as the natives do, and almost every hut along the coast has its "dead finger" bottle with from nine to fifty seed Pearls and twice their number of rice grains carefully and evenly stowed away among them. Nearly all the burial places along the coast have desicrated by pearl breeders in search of these "corks" for their bottles. Pearson's Weekly.

জগদ্বিখ্যাত মুক্তাহার।

The most magnificent and costly Pearl necklace in the world is now the property of the countess Henchel, a

lady well known in London and Paris. It is made of three historical necklaces, each of which has enjoyed considerable celebrity in former times. One of them, valued at £12,000, was sold to the Countess by a Grandee of Spain, and it is known as the necklace of the Virgin of Atoka; the second belongs to the ex-Queen of Naples; and the third was the famous necklace belonging to the Empress Eugenie and by her lately sold to a London jeweller for £ 20,000. Pearson's Weekly.

Three pearls, increasing downwards in size, composed the ear-pendants most admired by the Persian Queen. Pliny says that it was beleived that the Pearl is produced by the dews of heaven falling into the open shell of the Pearl Oyster at breeding time. Hence no doubt the expression arose that Pearls were "hardened dew-drops." The quality of the Pearl was according to the quality of the dewdrop instilled into the oyster. If the drop was clear and pure, then the Pearl was lustrous, but if dull, then the Pearl was dull. The Pearl is, however, simply formed by something having dropped into the shell, such as a grain of sand, etc, and being then covered over by a secretion from the animal, the same as bees cover anything getting into their hives. The Chinese put into the shell the very smallest Pearls so that they may become larger.

Every Tuscan girl, however poor, contrives to get together a necklace of Pearls for her dowry.

The greater the number of rows, the richer her dowry. They are not particular as to the shape or colour of the Pearls. Philip II., of Spain had a Pearl the shape of a Pigeon's egg, weighing about 134 grains. The King of Portugal has one as large as a pear.

No two Pearls are found exactly alike, and a perfect Pearl is without inequalities of surface. The Roamans held this gem in great estimation. Pliny states that the Pompey had thirty-three Crowns of Pearls, which were borne in his triumphal processions. The wife of Caligula is said to have worn at a private dinner party Pearls that covered her head, neck, ears and fingers, of the valne of £ 400.000 of our money. Imagine what must have been the value of her jewel case! Pliny also gives the story of Cleopatra and her pearl drinks Wishing to outdo her lover (Antony) in his extravagance, she wagered with him she would spend a sum of money (equal to a million pounds of our money) upon a single dinner. Pompey rediculed the idea, upon which Cleopatra took from her ear one of two Pearls, and, having dissolved it in strong vinegar, drank it off; then, saying that that was but a part of the grand dish, prepared to take the other, whereupon the umpire who had been appointed to decide the wager, snatched it from her hand, and said that Antony had lost.—Professor C. W. King.

The Pearls (in the crown worn by the great Elizabeth of Russia which is loaded with gems of great price) alone are said to be valued at some thing like 80.000 roubles. Pearson's Weekly.

মুক্তা উত্তোলন প্রণালী।

The true pearl oyster (Meleagrina margaratifera) has a very wide distribution, being found in nearly all parts of the Indian Ocean, the Red Sea, the warmer parts of the South Pacific, the Gulf of California, Caribbean Sea, &c. There is, howover, a very great

difference in the colour, size, thickness and texture of the shells, and the quality of the pearls produced in the different localities. Pearls have been gathered commercially in many parts of the world, but most of the fisheries have had periods of prosperity and decline, the latter usually resulting from wasteful overfishing. The oldest fisheries are those of Ceylon on the banks covering an extensive area off the north coast. These have been fished at intervals from the beginning of the Christian era, and since the British occupation have been under the control of the government, which derives rich revenues therefrom. This fishery is conducted by means of small boats, each with a crew of 10 divers divided into two gangs, an equal number of helpers and two or three sailors. The diver is lowered to the bottom by a rope weighed with a heavy stone and carrying a basket. Arrived at the bottom, in from 30 to 50 feet of water, he works as rapidly as possible for 30 to 90 seconds, gathering the oysters and placing them in a basket, when he is raised to the surface to rest. The oysters are carried ashore at the close of the day and placed in bins on the ground to decompose, when they are thoroughly washed and picked over for the pearls.

So extensively has this fishery been prosecuted that the shores for miles are said to be covered with oyster shells to an average depth of four feet. The government inspection is very rigid and the time of beginning and ending the day's fishing as well as the duration of the season, is determined by the officials.

In America the most important fishing ground is in the Gulf of California, centring about La Paz. but extending to the Mouth of Colorado River. These fisheries were operated by the Indians at the time of the conquest by Cortes, who exploited them for the benefit of the Spanish throne. The fishing season lasts for about six months, from June to December. Formerly expert Indian and Mexican divers were employed. Several of these went together in one cause, acting alternately as diver and helper. The water is so clear that oyster could be seen on the bottom in 50 or 60 feet. * * * At present time the chief concessions are controlled by San Francisco firms and the fishing is conducted by more modern methods. Suitable boats are, each provided with apparatus for sub-marine diving and crew of six men consisting of one diver, one rope tender to raise and lower the diver and baskets for the oysters, and four pompmen who work the air-pomp. Each diving-crew secures about 500 oyster per day, which are collected by a schooner and carried ashore, where they are opened with knives and the pearls removed.

Other American fisheries exist on the coasts of Gautemala and Panama and the Island of Margarita. The Red sea, many of the South sea islands, and the north coast of Australia also support valuable fisheries:

For further information concerning marine pearl fisheries consult : Simmonds, "Commercial Products of the Sea" (New Yourk 1879) ; Thurston, "Notes on the Pearl and Chalk Fisheries" (Madras 1890) Kunz, "Gems and Precious stones of America" (New Yourk

1890) Herdman. 'Report on the Ceylon Pearl Fisheries in 1903' (Indian office 1903).

The "Encyclopoedia Americana."

রুক্মিণী নামে একপ্রকার শুক্তি জন্মে, তাহা অতি দুর্লভ। সেই শুক্তিজাত মুক্তা শুক্লবর্ণ, স্বচ্ছ, জায়ফল সদৃশ বৃহৎ এবং অতি শ্রেষ্ঠ।

বর্ত্তমানকালে মুক্তার আকর।

সিংহলের পশ্চিম কূলবর্ত্তী ম্যানার উপসাগর, পারস্য সাগর, লোহিত সাগর, জাপান, যাবা, সুমাত্রা, আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া, ফিজি দ্বীপ, ফ্রান্স, স্কটল্যাণ্ড, ইংল্যাণ্ড, আযারল্যাণ্ড, ব্যাটেভিয়া, স্যাক্‌সনি, সুইডেন এবং উত্তর রুসিয়া।

তৃতীয় অধ্যায়।

পদ্মরাগ—RUBY OR CARBUNCLE.

পদ্মরাগমণি বা মাণিক্য—(যাহাকে চলিত কথায় মাণিক বা চুনি বলা হয়) রক্তবর্ণ মণি বিশেষ। ইহার বহুবিধ নাম আছে; যথা—১ শোণরত্ন, ২ রবিরত্ন, ৩ শৃঙ্গারী, ৪ তরুণ, ৫ সৌগন্ধিক, ৬ লোহিতক, ৭ কুরুবিন্দ এবং ৮ শোণোপল। ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সূর্য্য; এই জন্য ইহাকে সূর্য্যমণি বলা হয়। রবির মতান্তরে বুধের প্রীতি এবং শান্তির জন্য ইহা ব্যবহার্য্য।

এই মণি সাধারণতঃ চারি শ্রেণীতে বিভক্ত।

১। রক্ত বর্ণ হইলে পদ্মরাগ নামে অভিহিত।

২। পীত এবং অতিরিক্ত দুই প্রকার বর্ণ হইলে কুরুবিন্দ নামে খ্যাত।

৩। অরুণ বর্ণ হইলে সৌগন্ধিক নামে বিদিত।

৪। নীলাভ হইলে নীলগন্ধিক নামে খ্যাত হয়।

মাণিক্যের উৎপত্তি স্থান।

সিংহলে তু ভবেদ্রক্তং পদ্মরাগমনুত্তমম্।
পীতংকাণপুরোদ্ভূতং কুরুবিন্দমিতি স্মৃতম্॥
অশোকপল্লবচ্ছায়মমুং সৌগন্ধিকং বিদুঃ।
তুম্বুরে ছায়য়া নীলং নীলগন্ধি প্রকীর্ত্তিতম্॥
উত্তমং সিংহলোদ্ভূতং নিকৃষ্টং তুম্বুরোদ্ভবম্।
মধ্যমং মধ্যমং জ্ঞেয়ং মাণিক্যং ক্ষেত্রভেদতঃ॥

ব্রহ্মদেশের অন্তর্গত আভা ও পেগু প্রভৃতি স্থানে উৎকৃষ্ট পদ্মরাগমণির উৎপত্তি হইয়া থাকে।

দোষযুক্ত মাণিক্য।

দ্বিচ্ছায়মভ্রপিহিতং কর্কশং শার্করিলং ভিন্নং ধূম্রঞ্চ।
বিরূপং রাগবিমলং লঘু মাণিক্যং ন ধারয়েদ্ধীমান্॥

মতান্তরে—

মাণিক্যস্য সমাখ্যাতা অষ্টৌ দোষা মুনিশ্বরৈঃ।
দ্বিচ্ছায়ঞ্চ দ্বিরূপঞ্চ সম্ভেদঃ কর্করস্তথা।
অশোভনং কোকিলঞ্চ জলং ধূম্রাভিধঞ্চ বৈ॥

নিম্নোক্ত অষ্ট প্রকার দোষযুক্ত মাণিক্য ধীমান্ ব্যক্তি কদাচ ধারণ করিবেন না। দ্বিচ্ছায়াযুক্ত, অভ্র সদৃশ, রুক্ষ, কাঁকরবৎ, শোভাহীন, কোকিলনয়নাভা বিশিষ্ট, ভেদ বিশিষ্ট এবং ধূম্রবর্ণ।

পদ্মরাগের জাতি চতুষ্টয়।

রক্তশ্বেতো ভবেদ্বিপ্রস্তুতিরক্তস্তু ক্ষত্রিয়ঃ।
রক্তপীতো ভবেদ্বৈশ্যোরক্তনীলস্তথান্ত্যজঃ॥
পদ্মরাগো ভবেদ্বিপ্রঃ কুরুবিন্দস্তু বাহুজঃ।
সৌগন্ধিকো ভবেদ্বৈশ্যো মাংসখণ্ডস্তথান্ত্যজঃ॥
শোণপদ্মসমাকারঃ খদিরাঙ্গারসপ্রভঃ।
পদ্মরাগো দ্বিজঃ প্রোক্তশ্ছায়া ভেদেন সর্ব্বদা॥
গুঞ্জাসিন্দুরবন্ধুকনাগরঙ্গসমপ্রভঃ।
দাড়িমীকুসুমাভাসঃ কুরুবিন্দস্তু বাহুজঃ॥
হিঙ্গুলাভাশোকপুষ্পাভমীষৎ পীতলোহিতম্।
জবালাক্ষারসপ্রায়ং বৈশ্যং সৌগন্ধিকং বিদুঃ॥

আরক্তঃ কান্তিহীনশ্চ চিক্কণশ্চ বিশেষতঃ।
মাংসখণ্ড সমাভাসোহন্তজঃ পাপনাশনঃ॥
(মাংসখণ্ডস্তু নালগন্ধে সংজ্ঞা)

পদ্মরাগ মণি নিম্নোক্ত চারি শ্রেণীতে বিভক্ত। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র। রক্তশ্বেতাভাযুক্ত পদ্মরাগ বিপ্রজাতি, অতিশয় রক্তবর্ণ হইলে ক্ষত্রিয় বর্ণ, হরিদ্রাভাযুক্ত রক্তবর্ণ বৈশ্য জাতি এবং নীলাভাযুক্ত রক্তবর্ণ পদ্মরাগ শূদ্র বর্ণ। আরও বর্ণভেদে পদ্মরাগের নামান্তর হইয়া থাকে। বিপ্র বর্ণকে পদ্মরাগ, ক্ষত্রিয় বর্ণকে কুরুবিন্দ, বৈশ্য বর্ণকে সৌগন্ধিক এবং শূদ্র বর্ণকে মাংসখণ্ড কহে। রক্তপদ্ম ও খদিরাঙ্গার প্রভাবিশিষ্ট পদ্মরাগের ছায়ার পার্থক্যানুসারে দ্বিজাদি বর্ণ নির্ণীত হয়।

কুঁচ, সিন্দুর, বন্ধুক পুষ্প, নারঙ্গ লেবুপুষ্প ও দাড়িম পুষ্প সদৃশ কুরুবিন্দ ক্ষত্রিয় জাতি।

হিঙ্গুলাভা, অশোক পুষ্প, ঈষৎ পীতযুক্ত লোহিত জবা, লাক্ষারস (অলক্ত) সদৃশ সৌগন্ধিক মণি বৈশ্য বর্ণ।

রক্তবর্ণ, কান্তিহীন, চাকচিক্য মাংসখণ্ডের আভাযুক্ত শূদ্রবর্ণ।

দোষযুক্ত মাণিক্য ধারণের ফল।

ছায়াদ্বিতয় সম্বন্ধাদ্দ্বিচ্ছায়ং বন্ধুনাশনম্।
দ্বিরূপং দ্বিপদন্তেন মাণিক্যেন পরাভবঃ॥
সম্ভেদো ভিন্ন মিত্যুক্তং শস্ত্রঘাতবিধায়কঃ।
কর্করং কর্করাযুক্তং পশুবন্ধুবিনাশকৃৎ॥
দুগ্ধেনেব সমালিপ্তমঘর্ণা পুটমুচ্যতে।
অশোভনং সমুদ্দিস্টং মাণিক্যং বহুদুঃখকৃৎ॥

মধুবিন্দুসমাচ্ছায়ং কোকিলং পরিকীর্ত্তিতম্।
আয়ুর্লক্ষ্মী যশোহন্তি সদোষং তন্নধারয়েৎ॥
রাগহীনং জলং প্রোক্তং ধনধান্যাপবাদকৃৎ।
ধূম্রং ধূমসমাকারং বৈদ্যুতং ভয়মাবহেৎ॥
শোভাদ্বিতয়বন্তো যে মণয়ঃ ক্ষতিকারকাঃ।
উভয়ত্র পদং যেষাং তেন চ স্যাৎ পরাভবঃ॥
ভিন্নেন যুদ্ধে মৃত্যু স্যাৎ কর্করন্ধননাশকৃৎ।
দুগ্ধেনেব সমালিপ্তঃ পুটকে যস্ত সম্ভবেৎ॥
দুঃখকৃৎ স সমাখ্যাতো ন নৃপৈ রক্ষণায়কঃ।
মধুবিন্দু সমাশোভা কোকিলানাং প্রকীর্ত্তিতা॥
তেষাঞ্চ বহুভেদাঃ স্যুর্ন তে ধার্য্যাঃ কদাচন॥

দ্বিগুণ ছায়াযুক্ত মাণিক্য ধারণে বন্ধুনাশ, ভেদযুক্ত ও হস্তিদন্ত সদৃশ মাণিক্য ধারণে পরাজয়, কর্কর যুক্ত মাণিক্য ধারণে পশু ও বন্ধু বিনাশ, দুগ্ধমিশ্রিত সদৃশ ও শোভাহীন মাণিক্য ধারণে বহু দুঃখ, কোকিল নামধেয় মধুবিন্দু ছায়ান্বিত মাণিক্য ধারণে আয়ু লক্ষ্মী ও যশ হানি, জল নামধেয় রাগবিহীন মাণিক্য ধারণে ধনধান্য নাশ ও অপবাদ। ধূম্রনামধেয় ধূম্রাকার পদ্মরাগ বিদ্যুৎভয় উৎপাদন করে। দ্বিশোভাবিশিষ্ট, শুভাশুভ চিহ্নবিশিষ্ট ক্ষতিকারক মাণিক্য ধারণে পরাভব হইয়া থাকে। ভিন্ন অর্থাৎ বিদীর্ণ ও খণ্ডিত বা ভগ্ন মাণিক্য ধারণে যুদ্ধে মৃত্যু হইয়া থাকে। কর্করযুক্ত মাণিক্য ধারণে ধন নাশ হয়। দুগ্ধেলিপ্তবৎ মাণিক্য দুঃখ দায়ক এবং কোকিলাখ্য মধুবিন্দু সম বহু ভেদযুক্ত মাণিক্য কদাচ ধারণ করিবে না।

পদ্মরাগ পরীক্ষা।

বালার্ককরসংস্পর্শাৎ যঃ শিখাং লোহিতাং বমেৎ।
রঞ্জয়েদাশ্রয়ং বাপি স মহাগুণ উচ্যতে॥
দুগ্ধে শতগুণে ক্ষিপ্তো রঞ্জয়েদ্ যঃ সমন্ততঃ।
বমেচ্ছিখাং লোহিতাং বা পদ্মরাগঃ স উত্তমঃ॥
অন্ধকারে মহাঘোরে যো ন্যস্তঃ সন্ মহামণিঃ।
প্রকাশয়তি সূর্য্যাভঃ স শ্রেষ্ঠঃ পদ্মরাগকঃ॥
পদ্মকোষে তু যন্ন্যস্তং বিকাশয়তি তৎক্ষণাৎ।
পদ্মরাগবরো হ্যেষ দেবানামপি দুর্লভঃ॥
সর্ব্বারিষ্টপ্রশমনাঃ সর্ব্বসম্পত্তি দায়কাঃ।
চত্বারস্তু ময়োদ্দিষ্টা গুণিনশ্চ যথোত্তরম্॥
যো মণির্দৃশ্যতে দূরাজ্জ্বলদগ্নিসমচ্ছবিঃ।
বংশ কান্তিঃ স বিজ্ঞেয়ঃ সর্ব্ব সম্পত্তি কারকঃ॥
পঞ্চ সপ্ত নব বিংশতি রাগঃ ক্ষিপ্তএব সকল খলু বস্ত্রে।
বর্দ্ধয়েদ্দমতি বা করজালমুত্তরোত্তর মহাগুণিনস্তে॥
নীলং রসং দুগ্ধরসং জলং বা যে রঞ্জয়ন্তি দ্বিশত প্রমাণম্।
তে তে যথাপূর্ব্বমতিপ্রশস্তাঃসৌভাগ্যসম্পত্তিবিধানদায়কাঃ॥

বালার্ক রশ্মি সংস্পর্শে যে পদ্মরাগ মণি লোহিত বর্ণ শিখা উদ্গীরণ করে, কিম্বা গৃহকে রঞ্জিত করে, সেই পদ্মরাগমণি মহা গুণশালী।

শতগুণ দুগ্ধে (অর্থাৎ মণির পরিমাণ যত তাহার শতগুণ) নিক্ষিপ্ত যে পদ্মরাগ মণি চতুর্দ্দিক আলোকিত করে, কিম্বা লোহিত

বর্ণ শিখা উদ্গীরণ করে, সেই পদ্মরাগ মণি অতি শ্রেষ্ঠ। যে পদ্মরাগ মণি ঘোর অন্ধকার গৃহে ন্যস্ত হইলেও সূর্য্য সদৃশ জ্যোতি প্রকাশ করে তাহা অতি উৎকৃষ্ট।

পদ্মকোষ মধ্যে ন্যস্ত হইলে যে পদ্মরাগ মণি তৎক্ষণাৎ দীপ্তি বিকাশ করে সেই পদ্মরাগ মণি অতি উত্তম এবং দেবগণেরও দুর্লভ। উক্ত চারিপ্রকার পদ্মরাগ মণি সকল প্রকার অনিষ্ট ও বিপৎ প্রশমনে সমর্থ এবং সকল প্রকার সুখ সম্পত্তি দায়ক।

যে পদ্মরাগ মণি দূর হইতে জলন্ত অগ্নির ছবি সদৃশ অনুভূত হয়, তাহাকে বংশকান্তি বলে, তাহা সর্ব্ব সম্পত্তি প্রদায়ক।

যে পদ্মরাগ মণি বস্ত্রমধ্যে প্রক্ষিপ্ত হইয়া পঞ্চ, সপ্ত, নব এবং বিংশতি প্রকাশ রাগ বা রশ্মি বিকাশ করে, তাহারা উত্তরোত্তর অধিকতর গুণশালী বলিয়া বিদিত। অর্থাৎ যেটী পঞ্চপ্রকার রশ্মি উদ্গীরণ করে তাহা অপেক্ষা সপ্তপ্রকার কিরণ উদ্গীরণকারী মণি অধিকতর গুণশালী।

দ্বিগুণ পরিমাণ নীলরস, দুগ্ধ বা জল মধ্যে থাকিয়া যাহাদের রশ্মি বিকশিত হয়, তাহারা পূর্ব্বের ন্যায় উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ এবং সৌভাগ্য ও সম্পত্তি বিধানকারক।

"The finest test of a perfect Ruby is to let it face upon a sheet of white paper a drop of fresh blood of a pigeon. The bloodstain and the Ruby should agree exactly in colour."

"Hacinell relates an experiment in which a Ruby was so softened by means of a powerful burning glass, that it could receive an impression, but cooled back to its original hardness and colour."

পদ্মরাগ মণির মূল্য নিরূপণ।

বালার্কাভি মুখং কৃত্বা দর্পণে ধারয়েন্মণিম্।
তত্র কান্তিবিভাগেন ছায়াভাগং বিনির্দ্দেশেৎ ॥
বজ্রস্য যত্তণ্ডুলসংখ্যয়োক্তং মূল্যং সমুন্মাপিতগৌরবস্য।
তৎ পদ্মরাগস্য গুণান্বিতস্য স্যান্মাষকাখ্যা তুলিতস্য মূল্যম্॥
যন্মূল্যং পদ্মরাগস্য সগুণস্য প্রকীর্ত্তিতম্।
তাবন্মূল্যং তথা শুদ্ধে কুরুবিন্দে বিধীয়তে ॥
সগুণে কুরুবিন্দে চ যাবন্মূল্যং প্রকীর্ত্তিতম্।
তাবন্মূল্যচতুর্থাংশহীনং স্যাদ্বৈ সুগন্ধিকে ॥
যাবন্মূল্যং সমাখ্যাতং বৈশ্যবর্ণে চ সূরিভিঃ।
তাবন্ মূল্যচতুর্থাংশং হীয়তে শূদ্রজন্মনি ॥
পদ্মরাগঃ পণং যস্তু ধত্তে লাক্ষারসপ্রভঃ।
কার্ষাপণসহস্রাণি ত্রিংশন্মূল্যং লভেত সঃ ॥
ইন্দ্রগোপকসঙ্কাশঃ কর্ষত্রয়ধৃতো মণিঃ।
দ্বাবিংশতিং সহস্রাণাং তস্য মূল্যং বিনির্দ্দিশেৎ ॥
একোনো নূয়তে যস্তু জবাকুসুমসন্নিভঃ।
কার্ষাপণ*সহস্রাণি তস্য মূল্যং চতুর্দ্দশ ॥
বালাদিত্যদ্যুতিনিভঃ কর্ষং যস্তু প্রতুল্যতে।
কার্ষাপণশতানাস্তু মূল্যং সপ্তিঃ প্রকীর্ত্তিতম্ ॥

* কার্ষাপণ অর্থে—বুড়ি বা ১ পণ। পূর্ব্বকালে কড়ির কাহন বা বুড়ির দ্বারা দ্রব্যাদির মূল্য নিরূপিত হইত।

যস্তু দাড়িমপুষ্পাভঃ কর্ষার্দ্ধেন তু সম্মিতঃ।
কার্ষাপণশতানাস্তু বিংশতিং মূল্যমাদিশেৎ ॥
চত্বারো মাষকা যস্তু রক্তোৎপলদলপ্রভঃ।
মূল্যং তস্য বিধাতব্যং সূরিভিঃ শত পঞ্চকম্ ॥
দ্বিমাসকো যস্তু গুণৈঃ সর্ব্বৈরেব সমন্বিতঃ।
তস্য মূল্যং বিধাতব্যং দ্বিশতং তত্ত্ববেদিভিঃ ॥
মাষৈককমিতো যস্তু পদ্মরাগো গুণান্বিতঃ।
শতৈকসম্মিতং বাচ্যং মূল্যং রত্ন বিচক্ষণৈঃ ॥
অতোঽন্যূনপ্রমাণাস্তু পদ্মরাগা গুণোত্তরাঃ।
স্বর্ণদ্বিগুণমূল্যেন মূল্যং তেষাং প্রকল্পয়েৎ ॥
কার্ষাপণঃ সমাখ্যাতঃ পুরাণদ্বয়সম্মিতঃ।
অন্যে কুসুম্ভপানীয়মঞ্জিষ্ঠোদকসন্নিভাঃ ॥
কাষায়া ইতি বিখ্যাতাঃ স্ফটিক প্রভবাশ্চ তে।
তেষাং দোষান্ গুণান্ বাপি পদ্মরাগবদাদিশেৎ ॥
মূল্যমল্পন্তু বিজ্ঞেয়ং ধারণেঽল্পফলং তথা।
ব্রহ্মক্ষত্রিয়বৈশ্যাস্ত্যাশ্চতুর্ধা যে প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥
চতুর্বিধৈর্নৃপতিভির্ধার্য্যা সম্পত্তিহেতবে।
অতোঽন্যথা ধৃতঃ কুর্য্যাদ্ রোগশোকভয়ক্ষয়ম্ ॥

ইতি যুক্তিকল্পতরৌ।

শাস্ত্রে পদ্মরাগ মণির যেরূপ মূল্য নির্দ্ধারণের ব্যবস্থা আছে তাহা উপরে উদ্ধৃত হইল, উক্ত নিয়মে এক্ষণে মূল্য নিরূপণ করা কঠিন। তবে উহার দ্বারা অনেকটা মূল্যের আভাস পাওয়া যায়।

তণ্ডুল দ্বারা পরিমাণ করিয়া গুরুত্বানুসারে হীরকের যেরূপ পরিমাণ নির্ণয় করিতে হয়, পদ্মরাগ মণির গুরুত্বের তারতম্যে তদনুরূপ মূল্যের ন্যূনাধিক্য স্থির করিতে হয়।

উত্তম বর্ণযুক্ত এবং উজ্জ্বল মণি সকল প্রশস্ত ও মূল্যবান। বর্ণ ও উজ্জ্বলতায় হীন হইলে মূল্যের হ্রাস হইয়া থাকে।

লঙ্কার রাবণগঙ্গায় সমুদ্ভূত পদ্মরাগমণি।

তৎসিংহলী চারুনিতম্ববিম্ববিক্ষোভিতাগাধমহাহ্রদায়াম্।
পূগদ্রুমাবদ্ধতটদ্বয়াযাং মুমোচ সূর্য্যঃ সরিদুত্তমায়াম্॥
ততঃ প্রভৃতি সা গঙ্গাতুল্যপুণ্যফলোদয়া।
নাম্না রাবণগঙ্গেতি প্রথিমানমুপাগতা॥
ততঃ প্রভৃত্যেব চ সর্ব্বরীষু কুলানি রত্নৈর্নিচিতানি তস্যাঃ।
সুবর্ণ নারাচশতৈরিবান্তর্বহিঃ প্রদীপ্তৈর্নিশিতানি ভান্তি॥
তস্যাস্তটেষূজ্জ্বলচারুরাগা ভবন্তি তোয়েষু চ পদ্মরাগাঃ।
সৌগন্ধিকোত্থাঃ কুরুবিন্দজাশ্চ মহাগুণাঃ স্ফটিক সম্প্রসূতাঃ॥
ইতি গারুড়ে।

লঙ্কায় একটী অতি মনোহরা নদী আছে, পূগবৃক্ষ শ্রেণী পরিশোভিত সেই তটিনীর জলে সিংহল রমণীগণ সর্ব্বদা জলকেলি করিয়া থাকে; তাহাদের জলকেলী কালীন সুচারু বিপুল নিতম্বের আস্ফালনে বিক্ষোভিত অগাধ জলরাশি আন্দোলিত হইয়া থাকে। ঐ স্রোতস্বিনী গঙ্গার ন্যায় পুণ্যপ্রদায়িনী রাবণগঙ্গা নামে বিখ্যাতা। সেই দিন হইতে (বালাসুরের রক্ত নিপতন দিন হইতেই) নিশাযোগে ঐ নদীতটে রত্নরাশি সঞ্চিত হইতে লাগিল। ঐ সমস্ত রত্ন-

রশ্মি কনকময় নারাচ বা অস্ত্ররাশির ন্যায় রজনীযোগে প্রভাজাল বিস্তার করিতে লাগিল। ঐ নদীর জলে পদ্মরাগ, সৌগন্ধিক কুরুবিন্দ্য ও স্ফাটিকাদি মহাগুণ সম্পন্ন রত্নকাদি সমুৎপন্ন হইতে লাগিল।

পদ্মরাগমণি বিবিধ।

১। বন্ধুককুসুম সদৃশ, ২। গুঞ্জা (কুঁচ) সদৃশ বর্ণবিশিষ্ট; ৩। জবাকুসুম সদৃশ বর্ণ, ৪। রক্তবর্ণ; ৫। দাড়িম্ব বীজ সদৃশবর্ণ বিশিষ্ট, ৬। পলাশ কুসুম বর্ণ বিশিষ্ট; ৭। রক্তনীল মিশ্র বর্ণ, ৮। রক্তপদ্ম সদৃশ প্রভাবিশিষ্ট। ৯। ভল্লাতক ও কণ্টকারী কুসুমবৎ, ১০। হিঙ্গুল সদৃশ বর্ণবিশিষ্ট। ১১। কপোত-কোকিল-সারস নয়নতুল্য বর্ণ বিশিষ্ট, ১২। কোকনদ সদৃশ কান্তিযুক্ত।

স্ফাটিক মণি, প্রভাব, কাঠিন্য ও গুরুত্বে অন্যান্য মণি সকলের প্রায় সমান।

সৌগন্ধিক মণি ঈষৎ নীলের আভাবিশিষ্ট ও রক্তোৎপল সদৃশ বর্ণযুক্ত।

স্ফটিক মণির ন্যায় কুরুবিন্দ মণিতে উজ্জ্বলতা বা প্রভা থাকে না। কুরুবিন্দ্য অন্তর্নিহিত প্রভাবিশিষ্ট।

রাবণগঙ্গাতে যে সকল কুরুবিন্দ্য মণি উৎপন্ন হয়, তাহাদের পদ্মরাগ মণির ন্যায় উজ্জ্বলতা থাকে।

অন্ধ্রদেশে (দক্ষিণ হাইদ্রাবাদ) যে সকল মণি উৎপন্ন হয়, তাহাদের গুণানুসারে মূল্যের তারতম্য হয়, বর্ণানুসারে হয় না।

উজ্জ্বলতা, গুরুত্ব, স্নিগ্ধতা, সমবর্ত্তুলতা, নির্ম্মলতা, তেজস্বিতা এবং মহত্তা এইগুলি মণির গুণ। যে সকল মণিতে গুণ বিদ্যমান থাকে তাহা জনসমাজে আদরণীয়।

উজ্জ্বলতা হীন, মসৃণতা হীন, বিবর্ণ সচ্ছিদ্র, দাগযুক্ত বা ফাটা প্রভৃতি দোষযুক্ত হইলে তাহা অপ্রশস্ত।

ভ্রমবশতঃ কেহ দোষযুক্ত মণি ধারণ করিলে রোগ শোকাদি বিপদ ঘটিয়া থাকে।

মণি জাতি দশবিধ।

তন্মধ্যে পঞ্চজাতি উৎকৃষ্ট ও পঞ্চজাতি নিকৃষ্ট।

মণিশাস্ত্র কুশলব্যক্তি (জহরী) দ্বারা মণি সকল পরীক্ষণীয়।

কলসপুরজ, সিংহলজ, মরুদেশজ, মুক্তপানীয় ও শ্রীপূর্ণক এই পঞ্চবিধ পদ্মরাগ বিজাতীয়।

কলসপুরজ মণি তুষোপসর্গে, তুম্বুরু দেশজ ঈষৎ তাম্রবর্ণ প্রভায়, সিংহলদেশজ মণি কৃষ্ণ বর্ণতায়, মুক্তপানীয় পদ্মরাগ নীলিমা দোষে এবং শ্রীপূর্ণক দীপ্তিহীনতা বশতঃ নিকৃষ্ট।

যে পদ্মরাগ পদ্মসংযোগে তাম্রবর্ণ হয় সেই পদ্মরাগ মণি পূর্ণমধ্য।

মণির বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হইলে তৎসজাতীয় মণির সহিত পরস্পর ঘর্ষণ করিবে।

বজ্র বা কুরুবিন্দ মণিতে অন্য মণির দ্বারা লেখন হয়; পদ্মরাগ বা ইন্দ্রনীল মণিতে অন্য মণির দ্বারা লেখন হয় না।

গুণবিশিষ্ট মূল্যবান্ মণির সহিত গুণহীন ও বিজাতীয় মণি ধারণ বা রক্ষা করিবে না।

বিশুদ্ধ পদ্মরাগ মণি ধারণ করিলে বহু শত্রুমধ্যে বা সঙ্কটে পতিত হইলেও তাহার কোন বিপদ বা ক্ষতি হয় না।

"The virtue of the stone is to drive away poisonous

air, to repress luxury and to preserve the health of the body. It also reconcile differences among friends."

Precious Stones and Gems.

It is related that Catherine of Arragon (Henry VIII's first wife) used to wear a ring set with a ruby which was luminous at nights.

কৃত্রিম পদ্মরাগ।

"Like the Diamond and the Emerald, the Ruby can be, and has been, successfully imitated in paste. The Moonster Ruby of Charles the Bold, which has come down from the times of the Romans, and which was believed to be pure and valuable, turned out to be a paste."

পদ্মরাগের মূল্য।

পুরাকালে পদ্মরাগ অতিশয় মূল্যবান মণি বলিয়া পরিগণিত হইত। বৃহদাকারের নির্দ্দোষ ও অতি উচ্চ শ্রেণীর পদ্মরাগের কথা স্বতন্ত্র। বর্ত্তমান অর্দ্ধ ক্যারেট বা দুই গ্রেণ পরিমিত বিলাতী কাটাই পদ্মরাগের মূল্য ৫০৲ হইতে ১৫০৲ টাকা, ঐ দেশী কাটাই হইলে ১৫৲ হইতে ৬০৲ টাকা মাত্র। যত ওজন বেশী হয় তত মূল্যের পরিমাণ অত্যন্ত অধিক হয়। এবং দেশী বিলাতী কাটাই অনুসারেও মূল্যের হ্রাস বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ৪ ক্যারেটের অধিক ওজনের পদ্মরাগ অতি অল্পই পাওয়া যায়।

পদ্মরাগ বিবরণ।

The stones called Cape rubies and Arizona rubies are only fine pyropes coming respectively from the

South African diamond mines and from Arizona and New Mexico.

Siberian ruby is a term sometimes applied to Gems of rubellite or red tourmaline and Brazalian ruby to the deeper shades of pink topaz, altered to that color by heat. The true rubies recently mined in the Cowee Valley, in North Carolina, have attracted much interest, being in some cases as fine as those from Burma; but they are mostly small, and it is not certain whether they will prove of real importance.

The rubies of Burma formerly spoken of as Pegu, are derived from a crystelline lime stone. In these cases, and indeed generally the gems are largely found in gravels and surface deposits formed from the decomposition of the parent rocks.

Ruby Spinel. This mineral is an aluminate of magnesia. It crystellizes in Octahedrons with a hardness of 8, and specific gravity of 3· 5, to 3· 7 usually of some shade of red sometimes very rich, and transparent to translucent. Fine specimens make beautiful gems, known as Spinel rubies, not readily distinguisable from true (Corundum) rubies, though less hard, less dense, and less valuable. The historic "Black prince" ruby, in the crown jewels of England, is believed to be a spinel.

True rubies [may also be distinguished from spinels by the dichroism which belongs in all the deeply colored corundum gems. Red spinel has several other varieties, with special names; it is called Balas ruby when the color is rich pink, rubicelic when it inclines toward the orange red, and almandine ruby when it

tends toward a purplish Spinel is a frequent associate of the true ruby in Burma, Siam, Ceylon &c. It usually occurs in crystallise lime-stone though occasionally found in other metamorphic and even in volcanic, rocks. The Encyclopedia Americana.

পদ্মরাগের অদ্ভুত শক্তি বিষয়ক গল্প।

A story, apperantly authentic, related by Wolfgang Gabelchover, a German philosopher and which was quoted by Tollius

"It is worthy of notice that the true Oriental Ruby presages to the wearer by the frequent change and darkening of its colour that some inevitable loss or misfortune is not far off; and in proportion to the greatness of the coming evil, so doth it assume a greater or less degree of darkness and opacity—a thing which I have heard repeatedly from people of the highest eminence and have, alas! experienced in my own person. For on December 5th 1600, as I was travelling from Stutgard to Cal-Wam in company with my beloved wife Catherine Adel maun, of pious memory, I observed most distinctly during the journey that a very fine Ruby, her gift, which I wore set in a ring upon my finger, had lost, once or twice, almost all its splendid colour and had put on dulness in place of brilliancy and darkness in place of light, the which blackness and opacity lasted not for one or two days only, but several. So that being beyond measure disgusted thereat, I took the ring off my finger and locked it up in my trunk. Whereupon I repeatedly warned my wife that some grievous mishap was impending over either her or

myself, as I foreboded from the change of colour in my Ruby. Nor was I wrong in my anticipation, in as much as within a few days she was taken with fatal sickness that never left her till her death. And truly after her decease, its former brilliant colour again returned spontaneously to my Ruby."

বিখ্যাত পদ্মরাগ মণি।

১। বিজাপুরের রাজার ৫০ ক্যারেট পরিমিত অতি সুন্দর ও মূল্যবান পদ্মরাগ আছে।

২। ফ্রান্সের রাজকীয় রত্নভাণ্ডারে একটা বৃহৎ পদ্মরাগ মণি আছে। তাহাতে বিস্তৃত পক্ষযুক্ত ড্রাগন রাক্ষস মূর্ত্তি অঙ্কিত হইয়াছে।

৩। রুসিয়ার সাম্রাজ্ঞী ক্যাথারিণের পারাবৎ ডিম্ব সদৃশ পদ্মরাগ মণি আছে। উহা সুইডেনের রাজা তৃতীয় গস্টাভস্ কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইয়াছিল।

৪। অষ্ট্রিয়ার রাজকীয় রত্নভাণ্ডারে বৃহৎ ও মূল্যবান বহু পদ্মরাগ মণি আছে।

ইহা ব্যতীত অন্যান্য রাজন্যবর্গের রত্ন ভাণ্ডারে অল্প বিস্তর পদ্মরাগ আছে।

চতুর্থ অধ্যায়

মরকত—EMERALD

মরকতের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ।—মরকাৎ মারিভয়াৎ তরন্ত্যনেন তন্—ত। যদ্বা মরণং তনোতীতি লোভান্মরণমনাদৃত্য তস্মিন রত্নে প্রবর্ত্ততে ইতি মরকতং; অমর টীকায়াং ভরতঃ।

মরকত—হরিৎ বা সবুজবর্ণ মণি বিশেষ। ইহার অন্যান্য নাম—গারুত্মত, অশ্মগর্ভ, হরিন্মণি, মরক্ত, রাজনীল, গরুড়াঙ্কিত, রৌহিণেয়, সৌপণ, গরুতোদ্গীর্ণ, বুধরত্ন, অশ্মগর্ভজ, গরলারি এবং গারুড়। চলিত কথায় ইহাকে পান্না বলে। এই রত্নের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বুধগ্রহ। এই জন্য ইহার একটী নাম বুধরত্ন। কেতুর ও বুধের প্রীতির এবং শান্তির নিমিত্ত এই রত্ন ধারণ বিধেয়।

মরকতের গুণ।

বিষঘ্নত্বম, ন শীতলত্বম্, রসে মধুরত্বম্, আমপিত্ত হরত্বম, রুচ্যত্বম্, পুষ্টিদত্বম্ ভূতনাশত্বঞ্চ।

"The Emerald is a good preservative against decay. It promotes child birth and arrests dysentry."

"The old Egyptians, the Hindoos, the Persians, the Greeks, the Romans all held it in the highest veneration. With the Pearl and the Ruby it swayed the world. It was known in the time of Moses, and it has been found as ornaments wrapped np with very many Egyptian mumies. * * * Emeralds at one time were

very plentiful, but now they are growing remarkably scarce."

"Herodotus mentions an Emerald Column in the Temple of Hercules at Tyre and Pliny several times alludes to this charming stone. When Pizarro discovered Peru, he found the natives worshiping an Emerald as large as an Ostrich's egg, and the Temple containing it was so adorned with this gem that several chests full were sent to Spain, each containing a hundred-weight."

Nero is said to have possessed one of such a large size that he was enabled, through using it, he being near sighted, to watch the combats of the gladiators in the arena. No doubt this gem was concave thus enabling him to see that which was going on so far below his seat."

The Duke of Devonshire has an Emerald weighing nine ounces. This stone is never found without flaw. Even the smallest possess one or more; and this is so invariably the case that if a stone is shown without such flaw it tends to the belief that the gem is made of paste.

মরকত মণির বর্ণ।

পূর্ণ বয়স্ক শুকপক্ষীর কণ্ঠ, শিরীষ পুষ্প, খদ্যোতের পৃষ্ঠদেশ, তৃণক্ষেত্র, শৈবাল, কহ্লার, নূতন ঘাষ ও ভুজঙ্গম এই সকল পদার্থের বর্ণ সদৃশ মরকত মণির বর্ণ হইয়া থাকে। ঐ প্রকার মরকত মণি শুভপ্রদ। মরকতের উজ্জ্বলতা বক্র রেখার ন্যায় মনে হয় এবং তন্মধ্যে স্বর্বণ চূর্ণ পরিপূর্ণ বলিয়া বোধ হয়। মরকত মণির অদ্ভুত বিষহরী ক্ষমতা আছে।

যে স্থানে মরকত মণি উৎপন্ন হয় অর্থাৎ মরকত মণির আকর সন্নিধানে যে সকল বৃক্ষলতা জন্মে তাহাদের অদ্ভুত বিষ নাশের ক্ষমতা থাকে। কোন মহাসর্প দংশন করিলে যে সকল বিষ পীড়া উৎপন্ন হয়, তাহা অন্য কোন ঔষধের দ্বারা উপশম না হইলেও মরকত আকর জাত উদ্ভিদ দ্বারা নিশ্চয় সেই বিষ প্রশমন হইয়া থাকে।

মরকতের শুভ লক্ষণ।

স্বচ্ছঞ্চ গুরুস্বচ্ছায়ং স্নিগ্ধং গাত্রঞ্চ মার্দ্দব সমেতম্।
অব্যঙ্গং বহুরঙ্গং শৃঙ্গারী মরকতং শুভং বিভৃয়াৎ॥

স্বচ্ছ, গুরু, ছায়াযুক্ত, স্নিগ্ধ, আর্দবসমেত গাত্র, অবিকলাঙ্গ, বহু বর্ণ বিশিষ্ট এবং শৃঙ্গযুক্ত শুভ মরকত ধারণ করা কর্ত্তব্য।

মরকতের কুলক্ষণ।

শর্করিলকলিলরূক্ষং মলিনং লঘু হীনকান্তি কল্মাষম্।
ত্রাসযুতং বিকৃতাঙ্গং মরকতমমরোঽপি নোপভুঞ্জীত॥

কর্কর়যুক্ত, কপিলবর্ণ, রূক্ষ, মলিন, লঘু, হীনকান্তি, কৃষ্ণবর্ণ বা শ্বেতকৃষ্ণ মিশ্রবর্ণ, ত্রাসযুক্ত ও বিকৃতাঙ্গ মরকত মণি দেবতাগণও যেন ধারণ না করেন।

মরকত পরীক্ষা।

যচ্ছৈবাল শিখণ্ডি শাদ্বল হরিৎ কচৈশ্চ বাধচ্ছদৈঃ
খদ্যোতেন চ বালকীর বপুষা শৈরীষ পুষ্পেণ চ।
ছায়াভিঃ সমতাং দধাতি তদিদং নির্দ্দিষ্টমষ্টাত্মকং
জাত্যং যত্তপনাতপেস্বপরিতোগারুত্মতং রঞ্জয়েৎ॥
ইতি রাজনির্ঘণ্টঃ।

কৃত্রিমাকৃত্রিম পরীক্ষা।

কৃত্রিমত্বং সহজত্বং দৃশ্যতে সূরিভিঃ ক্বচিৎ।
ঘর্ষয়েৎ প্রস্তরে ব্যঙ্গকাচস্তস্মাদ্বিপদ্যতে॥
লেখয়েল্লৌহভৃঙ্গেণ চূর্ণেনাথ বিলেপয়েৎ।
সহজঃ কান্তিমাপ্নোতি কৃত্রিমো মলিনায়তে॥
বর্ণস্যাতিবহুত্বাৎ যস্যান্তঃ স্বচ্ছকিরণপরিধানম্।
সান্দ্রস্নিগ্ধবিশুদ্ধং কোমলবর্হপ্রভাদিসমকান্তি॥
চলোজ্জ্বলয়া কান্ত্যা সান্দ্রাকারং বিভাসয়া ভাতি।
তদপি গুণবৎসংজ্ঞামাপ্নোতি হি যাদৃশীং পূর্ব্বম্॥
সকলকঠোরং মলিনং রূক্ষং পাষাণকর্করোপেতম্।
দিগ্ধঞ্চ শিলাজতুনা মরকতমেবং বিধং বিগুণম্॥
যৎ সন্ধিশ্লেষিতং রত্নমন্যন্মরকতাদ্ভবেৎ।
শ্রেয়স্কামৈর্ন তদ্ধার্য্যং ক্রেতব্যং বা কথঞ্চন॥
ভল্লাতকপুত্রিকা চ তদ্বর্ণ সমযোগতঃ।
মনের্মরকতস্যেতে লক্ষণীয়া বিজাতয়ঃ॥
ক্ষৌমেণ বাসসা ঘৃষ্টা দীপ্তিং ত্যজতি পুত্রিকা।
লাঘবেনৈব কাচস্য শক্যা কর্ত্তুং বিভাবনা॥
কস্যচিদনেকরূপৈর্মরকতমনুগচ্ছতোঽপি গুণবর্ণৈঃ।
ভল্লাতকস্য নির্ণেতুর্বৈশদ্যমুপৈতি বর্ণস্ত॥
বজ্রাণি মুক্তাঃ সন্ত্যন্যে যে চ কেচিদ্বিজাতয়ঃ।
তেষামপ্রতিবদ্ধানাং ভা ভবত্যূর্দ্ধগামিনী॥

মরকত মণির ছায়া।

ভবেদষ্টবিধচ্ছায়া মণের্ম্মরকতস্য চ।
বর্হিপুচ্ছসমাভা সা চাষপক্ষসমাপরা॥
হরিকোচনিভা চান্যা তথা শৈবালসন্নিভা।
খদ্যোতপৃষ্ঠসঙ্কাশা বালকীর সমা তথা॥
নবশাদ্বলসচ্ছায়া শিরীষকুসুমোপমা।
এবমষ্টৌ সমাখ্যাতাশ্চায়া মরকতাশ্রয়াঃ॥
ছায়াভির্যুক্তমেতাভিঃ শ্রেষ্ঠং মরকতং ভবেৎ॥
পদ্মরাগগতঃ স্বচ্ছো জলবিন্দুর্যথা ভবেৎ।
তথা মরকতচ্ছায়া শ্যামলা হরিতামলা॥

মরকতমণির আট প্রকার ছায়া, যথা ;—ময়ূরপুচ্ছ সদৃশ বা অগ্নিশিখা সদৃশ আভা, নীলকণ্ঠ পক্ষির পক্ষ সদৃশ আভা, হরিকোচ (?) আভাসদৃশ, সবুজ শৈবাল সদৃশ, খদ্যোতের পৃষ্ঠসদৃশ, শিশু শুকপক্ষী সদৃশ, নবদূর্ব্বাদল সমচ্ছায় এবং শিরীষ পুষ্প সদৃশ, এই অষ্টপ্রকার ছায়া মরকত আশ্রয় করিয়া থাকে। এই প্রকার ছায়াযুক্ত মরকত শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত। পদ্মরাগগত স্বচ্ছ জলবিন্দু যেরূপ হইয়া থাকে, সেইরূপ মরকত মণির ছায়া অতি নির্ম্মল শ্যাম এবং হরিদ্বর্ণের হইয়া থাকে।

দোষযুক্ত মরকত মণি।

দোষাঃ সপ্ত ভবন্ত্যস্য গুণঃ পঞ্চবিধোমতঃ।
অস্নিগ্ধং রূক্ষমিত্যুক্তং ব্যাধিস্তস্য ধৃতে ভবেৎ॥
বিস্ফোটঃ স্যাৎ সপিড়কে তত্র শস্ত্রহতির্ভবেৎ।
সপাষাণে ভবেদিষ্টনাশো মরকতে ধৃতে॥

বিচ্ছায়ং মরকতং প্রাহুর্বার্য্যতে ন তু ধার্য্যতে।
শর্করং কর্করাযুক্তং পুত্রশোকপ্রদং ধৃতম্॥
জঠরং কান্তিহীনন্তু দংষ্ট্রি বহ্নিভয়াবহম্।
কুল্মাষবর্ণং ধবলং ততো মৃত্যুভয়ং ভবেৎ॥

মরকত মণির সাত প্রকার দোষ এবং পাঁচ প্রকার গুণ আছে। অস্নিগ্ধ এবং রূক্ষ মরকত মণি ধারণে ব্যাধি জন্মে। পিড়কযুক্ত মরকত ধারণে বিস্ফোটক এবং শস্ত্রাঘাত হয়, পাষাণবৎ মরকত ধারণে ইষ্টনাশ হয়। ছায়াহীন মরকত ধারণ করিবে না, ইহা ত্যাগ করিবে। কর্করাযুক্ত মরকত ধারণে ধারকের পুত্র শোক হয়। কান্তিহীন জঠরযুক্ত মরকত ধারণে অগ্নিভয় ও হিংস্র পশু ভয় হয়। কৃষ্ণবর্ণ ও শ্বেতবর্ণযুক্ত মরকত ধারণে মৃত্যু ভয় হয়।

গুণযুক্ত মরকত মণি।

স্নিগ্ধং রূক্ষবিনির্মুক্তমরজস্কমরেণুকম্।
সুরাগং রাগবহুলং মণে পঞ্চগুণামতাঃ॥
এতৈর্যুক্তং মরকতং সর্ব্বপাপভয়াপহম্।
গজবাজিরথান্দত্বা বিপ্রেভ্যো বিস্তরাদ্ধি মে॥
তৎ ফলং সমবাপ্নোতি শুদ্ধে মরকতে ধৃতে।
ধনধান্যাদিকরণে তথা সৈন্যক্রিয়াবিধৌ॥
বিষরোগোপশমনে কর্ম্মস্বাথর্ব্বনেষু চ।
শস্যতে মুনিভির্যস্মাদয়ং মরকতো মণিঃ॥
দোষৈর্হীনং গুণৈর্যুক্তং কাঞ্চনপ্রতি যোজিতম্।
সংগ্রামে বিচরদ্ভিশ্চ ধার্য্যং মরকতং বুধৈঃ॥

মরকত মূল্য নিরূপণ।

তুলয়া পদ্মরাগস্য যন্মূল্যমুপযায়তে।
লভতেঽভ্যধিকং তস্মাৎ গুণৈর্ম্মরকতং স্মৃতম্॥
তথা চ পদ্মরাগাণাং দোষৈর্মূল্যং প্রলীয়তে।
ততোঽস্যাপধিকা হানির্দোষের্ম্মরকতে ভবেৎ॥
গুণপিণ্ডসমাযুক্তে হরিত শ্যামভাস্বরে।
মূল্যং দ্বাদশকং প্রোক্তং জাতিভেদেন সূরিভিঃ॥
যবৈকেন শতং পঞ্চসহস্রং দ্বিতয়ে যবে।
ত্রিভিশ্চৈব সহস্রে দ্বে চতুর্ভিশ্চ চতুর্গুণম্॥
ইতি গারুড়ে।

সমান ওজনের পদ্মরাগমণি অপেক্ষা মরকত মণির মূল্য অধিক হইয়া থাকে। পদ্মরাগের যেরূপ দোষানুসারে মূল্যের হ্রাস হয়, দোষযুক্ত মরকত মণির মূল্য তদপেক্ষা অধিক পরিমাণে হ্রাস হইয়া থাকে।

পণ্ডিতগণ সবুজ ও শ্যামবর্ণের দীপ্তিশালী মরকতমণির জাতি অনুসারে দ্বাদশগুণ মূল্য নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। একযব পরিমাণ মরকতমণির মূল্য পাঁচশত টাকা, দুই যব পরিমাণ মরকত মণির মূল্য সহস্র টাকা, তিন যব পরিমাণ মরকত মণির দুই সহস্র টাকা এবং চারি যব পরিমাণ মরকত মণির মূল্য চারি হাজার টাকা।

মরকত মণির আপেক্ষিক গুরুত্ব ২·৬৭ হইতে ২·৭৫।

Emerald. It is a sillicate of alluminium and the race element glucium or beryllium, which was detected in it by Vauquelin after it had been discovered by the same chemist in the beryl. Its natural form is either

rounded or that of a short six sided prism. It is a little harder than quartz, and has a specific gravity of 2·67 to 2·73. It is not acted on by acids. By the ancients the Emerald was in great request, particularly for engraving upon. They are said to have procured it from Ethiopia and Egypt. The most intensely colored and valuable emerald that we are acquainted with are brought from Peru.

They are there found in a peculiar limestone and in other localities in mica slate.

The emerald is one of the softest of the precious stones, and is almost exclusively indebted for its value to its charming colour. In value it is rated next to the ruby, and, when of good colour, it is set without foil and upon black ground, like a brilliant diamonds.

A favourite mode of setting emeralds, among the opulent inhabitants of South America is to make them up into clusters of artificial flowers on gold stems.

The largest emerald that has been mentioned is one said to have been possessed by the inhabitants of the Valley of Mantie in Peru at the time when the Spaniards first arrived there. It is recorded to have been as big as an Ostrich's egg., and to have been worshipped by the Peruvians under the name of the goddess or mother of emeralds.

Emeralds are seldom seen of large size, and at the same time entirely free from flaws. If heated to a certain degree the stone assumes a blue colour but it recover its own proper tint when cold. When the heat is carried much beyond this it melts into an opaque, colourless mass.

The oriental emerald is variety of the ruby, of a green colour, and is an ex--emely rare gems.

The New Popular Encyclopedia.

পঞ্চম অধ্যায়।

ইন্দ্রনীল—SAPPHIRE.

ইন্দ্রনীল মণির সাধারণ নাম নীলা। নীল, গাঢ়নীল এবং স্বল্পনীল, এই তিন বর্ণের নীলা সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়। নীলকান্ত মণি নামে ইহা অভিহিত হইয়া থাকে। শব্দরত্নাবলী ও হেমচন্দ্র নামক অভিধানে ইন্দ্রনীলকে মরকত মণি বলিয়াছেন।

ইন্দ্রনীলের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা শনি। শনি গ্রহের বর্ণ সদৃশ এই রত্নের বর্ণ। শনি ও চন্দ্রের শান্তি এবং প্রীতির জন্য ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

আকাশ স্বচ্ছ থাকিলে এই মণির জ্যোতি উজ্জ্বলতর প্রতীয়মান হয় এবং মেঘাচ্ছন্ন হইলে ইহা হীনপ্রভ হয়। ইহা ধারণ করিলে ধারককে সত্যব্রত এবং জিতেন্দ্রিয় করে।

সমুদ্র তটেই এই মণির আকর। লঙ্কাদ্বীপেই উৎকৃষ্ট নীলকান্ত-মণি জন্মিয়া থাকে। ব্রহ্মদেশ হইতেও ইহার আমদানি হয়।

"The most famous of all sapphires is the signet of Constantius II (now in the Rinuccini Collection) one a perfect stone, weighing 53 carats."

ইন্দ্রনীল-মণিকে হীরাকরণ।

"Pale Sapphires can be rendered entirely colourless by exposure for some hours to a regulated heat, and thereby acquire great brilliancy, so as often to be passed of as real Diamonds."

সমস্ত রত্ন অপেক্ষা নীলকান্তমণি স্পর্শে অতিশয় শীতল।

From its remarkable coldness (it being the coldest to the touch of all precious stones) it was supposed to able to queuch fire. Hence it was used by the ancient priesthood as an antidote against the fire of love or of lascivious passion, to keep themselves chaste. Even to the present day it is used in episcopal ring of office. The oldest ecclesiastical jewel extant is the ring of the Abbot of Folleville. The High Priest of Egypt wore one on his shoulder, and it was called "Truth."

ইন্দ্রনীলমণির বর্ণ।

নীলপদ্ম, ভৃঙ্গ, নীলকণ্ঠ পক্ষীর বর্ণ সদৃশ বর্ণ, অপরাজিতা পুষ্পবৎ কান্তিযুক্ত বর্ণ, ময়ুরকণ্ঠবৎ বর্ণ, নীলিরসবুদ্বুদসম বর্ণ, প্রমত্ত কোকিলকণ্ঠবৎ বর্ণ, এবং নীল পয়োধিজল সদৃশ বর্ণ।

দোষযুক্ত ইন্দ্রনীল মণি।

মৃত্তিকা ও পাষাণ সংযুক্ত শিরাল, সরন্ধ্র, কর্করান্বিত এবং মেঘমালার ন্যায় যে সকল নীলকান্ত মণির বর্ণ, তাহারা দূষিত।

ইন্দ্রনীলমণি ধারণের গুণ।

পদ্মরাগমণি ধারণের যেরূপ গুণ কীর্ত্তিত হইয়াছে ইন্দ্রনীলমণি ধারণেরও সেইরূপ গুণ।

ইন্দ্রনীলমণি পরীক্ষা।

পদ্মরাগমণির পরীক্ষা সম্বন্ধে যে উপায় কথিত হইয়াছে ইন্দ্রনীল মণি পরীক্ষা সম্বন্ধে সেই উপায় প্রয়োজ্য।

কাচ, উৎপল, করবীর, স্ফটিক, এবং বৈদূর্য্য, ইহারা অনেকাংশে ইন্দ্রনীল মণির সদৃশ হইলেও মণিশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতগণ তাহাদিগকে এই রত্নের বিজাতীয় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করেন।

যে ইন্দ্রনীল মণির মধ্যে আয়ুধাকার নীলবর্ণ রেখা দৃষ্ট হয়, সেই ইন্দ্রনীলমণি মহামূল্য ও ভূতলে অতি দুর্লভ।

যে ইন্দ্রনীলমণি প্রগাঢ় বর্ণবিশিষ্ট তাহা শতগুণ দুগ্ধ মধ্যে স্থাপন করিলে দুগ্ধের বর্ণ নীলবর্ণ হইয়া যায়। ঐরূপ মণিকে মহানীলমণি বলে। ইন্দ্রনীলমণি ঈষৎ তাম্রবর্ণ হইলে তাহা যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিবে।

ইন্দ্রনীলমণির মূল্য নিরূপণ।

পদ্মরাগ মণির যেরূপ মূল্য নির্দ্ধারণের উপায় কথিত হইয়াছে ইন্দ্রনীলেরও তদ্রূপ।

ইন্দ্রনীলমণির আপেক্ষিক গুরুত্ব ৩.৯ হইতে ৪.২।

নীলা সম্বন্ধে একটী প্রবাদ শুনা যায় যে নীলাধারণ সকলের পক্ষে শুভজনক নহে। ইহা ধারণ করিলে অনেক সময় ধারকের অনিষ্ট ফল হইয়া থাকে। এই ধারণা অনেকের আছে, এসম্বন্ধে শাস্ত্রীয় কোন প্রমাণ আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় নাই। তবে শাস্ত্রে আছে যে অশুভ লক্ষণাক্রান্ত মণি ধারণ করিলে অনিষ্টজনক ফল হইয়া থাকে। কিন্তু এরূপও শুনা গিয়াছে যে ইন্দ্রনীলযুক্ত অঙ্গুরী ধারণ করিয়া এক ব্যক্তির অনিষ্ট হওয়ায়, তিনি তাহা অপর এক ব্যক্তিকে বিক্রয় করেন, যিনি উহা ক্রয় করিলেন তাহারও অনিষ্ট হইলে তিনিও তাহা অপর ব্যক্তিকে বিক্রয় করেন। এই তৃতীয় ব্যক্তির সেই অঙ্গুরী ধারণে বিশেষ শুভফল হইল।

জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু সারদাচরণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট আমরা অবগত হইলাম, যে তিনি একটী ইন্দ্রনীলাঙ্গুরী ধারণের অব্যবহিত পরেই বিশেষ শুভফল পাইয়াছেন।

ইন্দ্রনীলমণির বিবরণ।

Sapphire—a mineralogical name including all highly coloured and transparent varieties of corundum, except the red, which is called ruby. Sapphire corundum occurs in three forms—as small, ' distinct crystals, hexagonal or rhombohedral in various modifications ; * * Sapphires present almost every variety of colour, although blue is the most familiar, deep shades being most valued. Other blue gems occasionally seen are blue tourmaline (called Bazilian Sapphire). Cyanite, and iolite, which is known somewhat as water-sapphire. True sapphires are, however, easily distinguished, by their greater hardness and density (3 95 to 4·1). The main sources of Sapphires are Ceylon, Cashmere and the Pailin district of Siam, also the Anakie district of Queen's-land, Australia. In the United States Sapphires are obtained Chiefly in Montana; first from the " bars " or low bluffer of gold-bearing gravel, along the Upper Messouri River, east of Helena, and later from a decomposed igneous dike at Yogo Gultalc, in Fergus county * * Small and poorly colored stones are largely sold for watch-jewels.

En. Ameri.

ষষ্ঠ অধ্যায়।

-:*:-

বৈদূর্য্যমণি—CAT'S EYE

বৈদূর্য্য—কৃষ্ণপীতবর্ণ মণি বিশেষ। হিন্দিতে ইহাকে লহসুনিয়া কহে।

বৈদূর্য্য মণির পর্য্যায়—১ বালবায়জ, ২ কেতুরত্ন, ৩ কৈতব, ৪ প্রাবৃষ্য, ৫ অভ্ররোহ, ৬ খরাব্দাঙ্কুরক, ৭ বিদূররত্ন, ৮ বিদূরজ। ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কেতু এবং কেতু ও রবির প্রীতি ও শান্তির জন্য ইহা ব্যবহৃত হয়।

বৈদূর্য্যমণি পদ্মরাগাদি সকল মণির প্রধান। বৈদূর্য্যমণির বর্ণ ময়ূরকণ্ঠবৎ, বংশপত্রবৎ, চাষপক্ষীর পক্ষসদৃশ। শেষোক্ত বর্ণ-বিশিষ্ট বৈদূর্য্যমণি অপ্রশস্ত। শুভলক্ষণাক্রান্ত বৈদূর্য্যমণি ধারণ করিলে ধারকের শুভ ও মঙ্গল সম্পাদন করিয়া থাকে। দোষযুক্ত হইলে, অশুভফল প্রদান করে। নিম্নে বৈদূর্য্যমণির শুভাশুভ লক্ষণ প্রকটিত হইল।

গিরিকাচ, শিশুপাল, কাচ ও স্ফটিক এই চতুর্ব্বিধ দ্রব্য বৈদূর্য্য মণির বিজাতীয়। মণিশাস্ত্রবিশারদ সুধীগণ এইরূপে সূক্ষ্মবিচার পূর্ব্বক বৈদূর্য্যমণির জাতি ও বিজাতি নিরূপণ করিয়া থাকেন। যে সকল মণি লঘু ও মৃদু তাহারা বিজাতীয় নামে বিদিত।

কাচে কোনরূপ লেখন হয় না, শিশুপাল অতি লঘু, গিরিকাচ দীপ্তি বিহীন স্ফটিক সর্ব্বাধিক উজ্জ্বল। এই সকল অবগত হইয়া বৈদূর্য্যমণি পরীক্ষা করিবে।

বৈদূর্য্যের ছায়ালক্ষণ।

একং বেণুপলাশকোমলরুচা মায়ুরকণ্ঠত্বিষা।
মার্জারেক্ষণ পিঙ্গলচ্ছবিজুষা জ্ঞেয়ং ত্রিধা চ্ছায়য়া॥
যদ্গাত্রং গুরুতাং দধাতি নিতরাং স্নিগ্ধন্তু দোষোঝিতং।
বৈদুর্য্যং বিশদং বদন্তি সুধিয়ঃ সচ্ছঞ্চ তচ্ছোভম্॥

বৈদূর্য্যের কুলক্ষণ।

বিচ্ছায়ং মৃচ্ছিলাগর্ভং লঘু রুক্ষঞ্চ সংক্ষতম্।
সত্রাসং পরুষং কৃষ্ণং বৈদুর্য্যং দুরতাং নয়েৎ॥

ছায়াবিহীন, মৃত্তিকা ও শীলাগর্ভ, লঘু, রুক্ষ, দাগযুক্ত, ত্রাসযুক্ত, কর্কশ, এবং কৃষ্ণবর্ণ বৈদূর্য্যমণি অশুভ লক্ষণাক্রান্ত সুতরাং পরিত্যজ্য।

মহাগুণ সম্পন্ন বৈদুর্য্যমণি।

মার্জারনয়নপ্রখ্যং রসোনপ্রতিমং হি বা।
কলিলং নির্ম্মলং ব্যঙ্গং বৈদর্য্যং দেবভূষণম্॥
সুতারং ঘনমত্যচ্ছং কলিলং ব্যঙ্গমেব চ।
বৈদূর্য্যাণাং সমাখ্যাতা এতে পঞ্চ মহাগুণাঃ॥
তদ্‌যথা—উদ্গিরন্নিব দীপ্তিং যোঽসৌ সুতার ইতি গদ্যতে
প্রমাণতাল্পং গুরু যৎ ঘনমিত্যভিধীয়তে॥
কলঙ্কাদি বিহীনং তদত্যচ্ছমিতি কীর্ত্তিতম্।
ব্রহ্মশূদ্রং কলাকারশ্চঞ্চলো যত্র দৃশ্যতে।
কলিলং নাম তদ্রাজ্ঞঃ সর্ব্বসম্পত্তিকারকম্।
বিশ্লিষ্টাঙ্গন্তু বৈদূর্য্যং ব্যঙ্গমিত্যভিধীয়তে॥

বিড়ালচক্ষুবৎ, রসুন সদৃশ, কলিল, নির্ম্মল ও ব্যঙ্গ বৈদূর্য্যমণি দেবতার ভূষণ। সুতরাং ঘন, অত্যচ্ছ, কলিল, ব্যঙ্গ এই পাঁচটী বৈদূর্য্যের মহাগুণ। যে বৈদূর্য্য দীপ্তি উদ্গীরণ করে তাহাকে সুতার; পরিমাণ অল্প অথচ ভারি হইলে ঘন; কলঙ্কাদি বিহীন হইলে অত্যচ্ছ, কলাকার চঞ্চল হইলে রাজার সর্ব্ব সম্পত্তি কারক, কলিল নামে এবং বিশ্লিষ্টাঙ্গ হইলে ব্যঙ্গ নামে অভিহিত হয়।

বৈদূর্য্য পরীক্ষা।

ঘৃষ্টং যদাত্মনা স্বচ্ছং সচ্ছায়াং নিকষাশ্মনি।
স্ফুটং প্রদর্শয়েদেতদ্বৈদূর্য্যং জাত্য মুচ্যতে॥
ইতি রাজনির্ঘণ্টঃ।

সিতঞ্চ ধূম্রসঙ্কাশমীষৎকৃষ্ণমিতং ভবেৎ।
বৈদূর্য্যং নাম তদ্রত্নং রত্নবিদ্ভিরুদাহৃতম॥

ব্রাহ্মণাদিভেদে চতুর্ব্বিধ বৈদূর্য্য।

সিতনীলো ভবেদ্বিপ্রঃ সিতারক্তস্তু বাহুজঃ।
পীতানীলস্তু বৈশ্যঃ স্যাৎ নীল এবহি শূদ্রকঃ॥

দোষযুক্ত বৈদূর্য্যমণি।

কর্করং কর্কশং ত্রাসঃ কলঙ্কো দেহ ইত্যপি।
এতে পঞ্চ মহাদোষা বৈদূর্য্যাণামুদিরিতাঃ॥
শর্করাযুক্তমিব যৎ প্রতিভাতি চ কর্করম্।
স্পর্শেঽপি চ যত্তজ্জ্ঞেয়ৎ কর্কশং বন্ধুনাশনম্॥
ভিন্নভ্রান্তিকরস্ত্রাসঃ স কুর্য্যাৎ কুলসংক্ষয়ম্।
বিরুদ্ধবর্ণো যস্যাঙ্কে কলঙ্কঃ ক্ষয়কারকঃ॥

মলদিগ্ধ ইবা ভাতি দেহো দেহবিনাশিনঃ॥
জয়তি যদি সুবর্ণং ত্যাগহীনো যদা বা
বহুবিধ মণিহারী ভূপতির্ব্বা যতির্ব্বা।
দধদপি ধৃতদোষং জাতু বৈদূর্য্যরত্নং
প্রতিশত ফলরূপঃ পাতমেধ্যত্যবশ্যম্॥
ইতি যুক্তিকল্পতরৌ।

বৈদূর্য্যমণির মূল্য নির্দ্ধারণ।

বিশেষ পরীক্ষা করিয়া মণির দোষ গুণ বিচারপূর্ব্বক মূল্য নির্ণয় করা বিধেয়। যে মণিতে যেরূপ দোষ গুণ পরিলক্ষিত হয়, সেই মণির তদনুরূপ মূল্যের তারতম্য হইয়া থাকে।

ইন্দ্রনীল মণির পরিমাণানুসারে যেরূপ মূল্য নিরূপিত হইয়াছে মাষদ্বয় অর্থাৎ চারি আনা পরিমিত বৈদূর্য্য মণির ও তদ্রূপ মূল্য নির্দ্ধারণ হইবে। আর স্থান, কাল ও অবস্থাভেদে মূল্যের তারতম্য হইয় থাকে।

অধুনা বৈদূর্য্যমণি সাধারণতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—যথা প্রাচ্য (Oriental) এবং প্রতীচ্য (Occidental), প্রাচ্য বৈদূর্য্যমণি অধিকতর মূল্যবান। বিভূতি বর্ণের বৈদূর্য্যমণি সমধিক আদরণীয়; বিশেষতঃ যাহার মধ্যস্থলে নীলাভযুক্ত রেখা থাকে। প্রাচ্য বৈদূর্য্যমণি সিংহলদেশে এবং প্রতীচ্য ব্যাভেরিয়া ও মালাবার প্রভৃতি দেশে জন্মে। ইহার বিশেষ বিবরণ Streeter's Precious Stones and Gems নামক পুস্তকে দ্রষ্টব্য।

সপ্তম অধ্যায়

পুষ্পরাগ মণি—TOPAZ.

পুষ্পরাগ হরিদ্রাবর্ণের মণি বিশেষ; ইহার অপর নাম মঞ্জুমণি, বাচস্পতিবল্লভ, পীত, পীতস্ফটিক, পীতরক্ত, পীতাশ্ম, গুরুরত্ন, পীতমণি, পুষ্পরাজ। চলিত ভাষায় পুখরাজ বা পোখরাজ। ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বৃহস্পতি। বৃহস্পতির প্রীতি ও শান্তির জন্য ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

যে মণি ঈষৎ পীতবর্ণ তাহার নাম পুষ্পরাগ; ঐ মণি পীতাভাযুক্ত লোহিতবর্ণ হইলে কৌরণ্ডক নামে খ্যাত হয়।

লোহিতাভাযুক্ত পীতবর্ণ ও স্বচ্ছ হইলে কাষায় নামে অভিহিত হয়। নীলাভাযুক্ত শুক্লবর্ণ হইলে সোমানক নামে বিদিত হয়।

অতিশয় লোহিত বর্ণ হইলে পদ্মরাগ এবং অতি নীলবর্ণ হইলে ইন্দ্রনীল নামে খ্যাত হয়।

ইহার আপেক্ষিক গুরুত্ব ৩·৫ হইতে ৩·৬।

পুষ্পরাগ ধারণ করিলে আয়ুঃ, লক্ষ্মী ও ধীশক্তি বৃদ্ধি হয়। রমণীগণ ইহা ধারণ করিলে পুত্র প্রসবিনী হইয়া থাকে।

শুভ লক্ষণযুক্ত পুষ্পরাগ।

স্বচ্ছায়পীতগুরুগাত্র স্বরঙ্গশুদ্ধং
স্নিগ্ধঞ্চ নির্ম্মলমতীব সুবৃত্তশীতম্।
যঃ পুষ্পরাগসকলং কলয়েদমুষ্য
পুষ্ণাতি কীর্ত্তিমতি শৌর্যসুখায়ুর্থান্॥

অশুভ লক্ষণযুক্ত পুষ্পরাগ।

কৃষ্ণ বিন্দ্বঙ্কিতং রূক্ষং ধবলং মলিনং লঘু।
বিচ্ছায়ং শর্করাগারং পুষ্পরাগং সদোষকম্॥

পুষ্পরাগ ধারণাদির গুণ।

পুষ্পরাগোঽম্লঃ শীতশ্চ বাতজোদ্দীপনঃ পরঃ।
যশঃ শ্রীয়ঞ্চ প্রজ্ঞাশ্চ ধারণাৎ কুরুতে নৃণাম্॥

পুষ্পরাগ পরীক্ষা।

ঘৃষ্টো বিকাশয়েৎ পুষ্পরাগমধিকমাত্মীয়ম্।
ন খলু পুষ্পরাগো জাত্যতয়া পরীক্ষকৈরুক্তঃ।
ইতি রাজনির্ঘণ্টঃ।

মূল্য নির্দ্ধারণ।

বৈদূর্য্যমণির ন্যায় ইহার মূল্য নিরূপণ করিতে হয়।
সাধারণ পুষ্পরাগ মণির মূল্য ভরি একশত টাকা।

শণপুষ্পসমঃ কান্ত্যা স্বচ্ছভাবস্তু চিক্কণঃ।
পুত্রদো ধনদঃ পুণ্যঃ পুষ্পরাগমণির্ধৃতঃ॥
দৈত্যধাতুসমুদ্ভূতঃ পুষ্পরাগমণির্দ্বিধা।
পদ্মরাগাকরে কশ্চিৎ কশ্চিত্তার্ক্ষোপলাকরে॥
ঈষৎ পীতচ্ছবিচ্ছায়াস্বচ্ছং কান্ত্যা মনোহরম্।
পুষ্পরাগমিতি প্রোক্তং রঙ্গসোমমহীভুজা॥
ব্রহ্মাদিজাতিভেদেন তদ্বিজ্ঞেয়ং চতুর্ব্বিধম্।
ছায়া চতুর্ব্বিধা তস্য সিতা পিতা সিতাসিতা॥
ইতি যুক্তিকল্পতরৌ।

পুষ্পরাগমণির খনি।

প্রায় পৃথিবীর সকল স্থানেই পুষ্পরাগ-খনি আছে। ভিন্ন ভিন্ন খনিতে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের পুষ্পরাগ জন্মিয়া থাকে।

ইউনাইটেড্‌ষ্টেট্‌স্, পেরু, আসিয়ামাইনর, গ্রেটব্রিটেন, হিব্রিডিস প্রভৃতি দেশে পুষ্পরাগ প্রচুর জন্মে।

বিখ্যাত পুষ্পরাগ।

মোগল বাদশাহ ঔরঙ্গজেবের রত্নাগারে একটী পুষ্পরাগমণি ছিল, তাহার ওজন ১৫৮ ক্যারেট, উক্ত বাদশাহ ইহা গোয়া হইতে ১,২০,০০০ একলক্ষ কুড়ি হাজার টাকায় ক্রয় করিয়াছিলেন।

মণিমালা হইতে অবগত হওয়া যায়, যে স্বর্গীয় মাহারাজা সার জ্যোতিন্দ্রমোহন ঠাকুর মহোদয়ের মূলাজোড়স্থ দেবালয়ের দেবী-গলে দুইশত রতি ওজনের একখানী মূল্যবান পুষ্পরাগ আছে।

পুষ্পরাগের রোগ নিবারক ক্ষমতা।

ইহা ধারণে মত্ততা, আঘাতজনিত রক্তস্রাব ও অর্শ ভগন্দরাদির রক্তস্রাব নিবারিত হয়।

লোহিত সাগরান্তর্গত টোপাজস দ্বীপ হইতে প্রথম প্রাপ্তহেতু ইহার টোপাজ নাম হইয়াছে।

এই মণির এক অদ্ভুত শক্তি আছে, যে ইহা জলে ঘর্ষণ করিলে ইহা হইতে দুগ্ধবৎ পদার্থ বিনির্গত হয় এবং তাহা চক্ষুর সমস্ত রোগ-নাশক এবং তাহা সেবনে উদরি নাশ হয়।

অষ্টম অধ্যায়।

—:•:—

কর্কেতন মণি—CHRYSOBERYL.

কর্কেতন মণি নানাবর্ণে বিভক্ত। যথা রক্তবর্ণ, চন্দ্রপ্রভ, মাসসমবর্ণ, ঈষত্তাম্রবর্ণ, পীতাভ অগ্নি সদৃশ সমুজ্জ্বল বর্ণ, নীল এবং শ্বেতবর্ণ।

কর্কেতন মণি রুক্ষ, ভিন্ন বা বিদ্ধ হইলে ইহার দীপ্তি থাকে না।

যে কর্কেতনমণি স্নিগ্ধ, স্বচ্ছ, সমানবর্ণ, ঈষৎ পীতাভ, গুরু, বিচিত্র এবং ব্রণাদি দোষ হীন সেই কর্কেতনমণিই ধারণোপযোগী এবং শুভপ্রদ।

কর্কেতন মণির উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করণ।

সুবর্ণ পাত্রদ্বারা বেষ্টিত করিয়া অগ্নিতে উত্তপ্ত করিলে কর্কেতন মণির উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি পায়।

কর্কেতন ধারণের গুণ।

এই মণি ধারণ করিলে রোগ বিনষ্ট হয়, কলিদোষ শান্তি হয়, আয়ুবৃদ্ধি, কুলরক্ষা এবং সকলপ্রকার সুখ সম্পত্তি বৃদ্ধি হয়।

উৎকৃষ্ট কর্কেতনমণি মধ্যাহ্নকালীন সূর্য্যকিরণবৎ উজ্জ্বল হইয়া থাকে।

মণিশাস্ত্র কুশল ব্যক্তিগণ কর্কেতনমণির গুণ ও পরিমাণানুসারে মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়া থাকেন।

নবম অধ্যায়।

———:*:———

গোমেদ—ZIRCON.

গোমেদ বা গোমেদক পীতবর্ণ মণি বিশেষ। ইহার পর্য্যায়—গোমেদ, রাহুরত্ন, তমোমণি, স্বর্ভানব, পিঙ্গস্ফটিক, পীতমণি, কাকোল এবং পত্রক। গোমেদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা—রাহু। রাহুর প্রীতি এবং শান্তির জন্য গোমেদ ধারণ বিধেয়।

গোমেদ ধারণাদির গুণ।

গোমেদোঽম্ল উষ্ণশ্চ বাতকোপ বিকারনুৎ।
দীপনঃ পাচনশ্চৈব ধৃতোঽয়ং পাপনাশনঃ॥

গোমেদ অম্ল, উষ্ণ, বাতকোপ বিকারনাশক, অগ্নিবর্দ্ধক, পরিপাক শক্তি বর্দ্ধক এবং ধারণে পাপবিনাশনকারী।

পুরাকালে হিমালয় ও সিন্ধুপ্রদেশে গোমেদ মণি উৎপন্ন হইত।

গোমেদ চতুর্ব্বিধ।

ব্রাহ্মণঃ শুক্লবর্ণঃ স্যাৎ ক্ষত্রিয়ো রক্ত উচ্যতে।
কাপীতো বৈশ্যজাতিস্তু শূদ্রস্তু নীল উচ্যতে॥

গোমেদ পরীক্ষা।

যে দোষা হীরকে জ্ঞেয়াস্তে গোমেদমণাবপি।
পরীক্ষা বহ্নিতঃ কার্য্যা শানে বা রত্নকোবিদৈঃ॥
স্ফটিকেনৈব কুর্ব্বন্তি গোমেদপ্রতিরূপিণম্।
শুদ্ধস্য গোমেদমনেস্তু মূল্যং সুবর্ণতো দ্বৈগুণমাহুরেকে।
অন্যে তথা বিদ্রুমতুল্যমূল্যং তথাপরে চামরতুল্যমাহুঃ॥

ইতি যুক্তিকল্পতরুঃ।

দশম অধ্যায়।

-:*:-

ভীষ্মকমণি—ROCK CRYSTEL.

ভীষ্মকমণি শঙ্খ ও শ্বেতপদ্ম সদৃশ শুক্লবর্ণ এবং তরুণাদিত্যের প্রভা সদৃশ ইহার জ্যোতি। ইহার অপর নাম ভীষ্মরত্ন।

এই মণি অতি দুষ্প্রাপ্য এবং দুর্লভ।

এই পবিত্র ভীষ্মকমণি কণ্ঠে ধারণ করিলে ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তু তাঁহাকে দর্শন করিয়া দূরে পলায়ন করে।

অঙ্গুরীরূপে ভীষ্মকমণি ধারণ করিলে ধারকের কোন ভয় থাকে না।

এই মণিযুক্ত অঙ্গুরী হস্তে পিতৃতর্পণ করিলে পিতৃলোকের বহুবর্ষ ব্যাপী তৃপ্তি হইয়া থাকে।

ইহার দ্বারা সর্ব্ববিধ ভৌতিক উপদ্রব শান্তি হয় এবং জলভীতি, তস্করভীতি ও শত্রুভীতি নিবারিত হয়।

সর্প ও বৃশ্চিকাদির বিষ ও ইহার দ্বারা নিবারিত হয়।

শৈবাল ও মেঘ সদৃশ বর্ণবিশিষ্ট, কর্কশ, পীতবর্ণ, উজ্জ্বলতা-হীন, মলিন এবং বিবর্ণ ভীষ্মকমণি অশুভলক্ষণাক্রান্ত। ইহা কদাচ ব্যবহার করিবে না।

প্রাপ্তিস্থান ও মূল্য।

সিংহল, ভারতবর্ষ, আয়ারলণ্ড, স্কটলণ্ড, ফ্রান্স, হংগারি ব্রেজিল, ক্যানাডা এবং অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি স্থান। ইহা অঙ্গুরীয়ক, পিন, ইয়ারিং কাসকেট প্রভৃতি অলঙ্কারে ব্যবহৃত হয়।

সাধারণ ভীষ্মক মণির মূল্য ২্ হইতে ১২্ টাকা প্রতি পাউণ্ড।

একাদশ অধ্যায়।

পুলকমণি—GARNET.

পুলকমণি গুঞ্জা, অঞ্জন, মধু ও মৃণাল তুল্য বর্ণবিশিষ্ট। কখন কখন অগ্নি ও পক্ক কদলী ফল সদৃশ বর্ণের পুলকমণি দেখা যায়।

শঙ্খ, পদ্ম, ভৃঙ্গ বা সূর্য্যবর্ণাভ পুলকমণি ও উক্ত বর্ণের পুলকমণি শুভ লক্ষণাক্রান্ত এবং ধারণোপযোগী।

ঐ সকল পুলকমণি সূত্র সংযোগে গলে ধারণ করিলে মঙ্গল ও বুদ্ধিলাভ হয়।

কাক, কুকুর, গর্দ্দভ শৃগাল ও ব্যাঘ্রাদি জন্তু ও গৃধ্রগাস পরিবেষ্টিত পুলকমণি অতি অশুভপ্রদ সুতরাং পরিবর্জ্জনীয়।

একপল পরিমিত পুলকমণির মূল্য শঞ্চশত মুদ্রা।

দাশার্ণ, ব্যাগদব, মেকল ও কালগাদি প্রদেশে পুলকমণি প্রচুর পরিমাণে জন্মে।

পুলকমণিকে নিম্ন শ্রেণীর চুণি বলিয়া থাকে। ইংরাজি ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে কাশ্মির ফ্রনটিয়ারের যুদ্ধকালে পুলক প্রস্তরের বুলেট (গুলি) ব্যবহৃত হইয়াছিল। ভিসুভিয়স আগ্নেয়গিরি হইতে সময়ে সময়ে পুলকমণি উদগীর্ণ হইয়া থাকে।

দ্বাদশ অধ্যায়।

স্ফটিক—QUARTZ.

স্ফটিক মণি দুই প্রকার যথা—সূর্য্যকান্তমণি ও চন্দ্রকান্তমণি। প্রকারভেদ ও বিবরণ পশ্চাৎ লিখিত হইল। ইহার আরও অনেক নাম আছে, যথা—স্ফাটিক, স্ফাটক, ভাস্বর, স্ফাটিকোপল, শালিপিষ্ট, ধৌতশিল, সিতোপল, বিমলমণি, নির্ম্মলোপল, স্বচ্ছ, স্বচ্ছমণি, অমররত্ন, নিস্তমরত্ন, এবং শিবপ্রিয়।

হলায়ুধ স্ফাটিক এবং সূর্য্যকান্তমণি একই রত্ন বলিয়াছেন। অপরাপর পণ্ডিতগণও স্ফাটকমণি ও সূর্য্যকান্তমণি এক জাতীয় মণি বলিয়াছেন।

সূর্য্যকান্ত মণির নামান্তর, যথা—সূর্য্যমণি, সূর্য্যাশ্মা, দহনোপম, তপণমণি, তাপন, রবিকান্ত, দীপ্তোপল, অগ্নিগর্ভ, জ্বলনাশ্মা এবং অর্কোপল।

সূর্য্যকান্তের গুণ।

সূর্য্যোকান্ত ভবেদুষ্ণো নির্ম্মলশ্চ রসায়নঃ।
বাতশ্লেষ্মহরো মেধ্য পূজনাদ্রবিতুষ্টিদঃ॥

সূর্য্যকান্ত, উষ্ণবীর্য্য, নির্ম্মল, রসায়ন, বাতশ্লেষ্ম নাশক, মেধাজনক এবং ইহা দ্বারা পূজায় সূর্য্যের তুষ্টি সম্পাদন হয়।

চন্দ্রকান্তের নামান্তর—চন্দ্রমণি, চান্দ্র, চন্দ্রোপল, ইন্দুকান্ত, চন্দ্রাশ্মা, সংপ্লবোপল, শীতাশ্মা, চন্দ্রিকাদ্রাব ও শশিকান্ত।

চন্দ্রকান্তের গুণ।

চন্দ্রকান্তস্তু শিশিরঃ স্নিগ্ধ পিত্তাস্রদাহনুৎ।
শিবপ্রীতিকরঃ স্বচ্ছো গ্রহালক্ষ্মী বিনাশনঃ॥

চন্দ্রকান্তমণি শীতবীর্য্য, স্নিগ্ধ, পিত্ত, রক্তদোষ ও দাহ নিবারক, শিবের প্রীতিকর রত্ন, স্বচ্ছ এবং গ্রহ ও অলক্ষ্মী বিনাশক।

স্ফটিকের উৎপত্তি স্থান।

কাবেরিবিন্ধ্যযবনচীননেপালভূমিষু।
লাঙ্গলী ব্যকিরন্মেদো দানবস্য প্রযত্নতঃ॥

ইতি গারুড়ে।

হিমালয়ে সিংহলে চ বিন্ধ্যাটবিতটে তথা।
স্ফটিকং জায়তে চৈব নানারূপং সমপ্রভম্॥
হিমাদ্রৌ চন্দ্রসঙ্কাশং স্ফটিকং তদ্দ্বিধা ভবেৎ।
সূর্য্যকান্তঞ্চ তত্রৈকং চন্দ্রকান্তং তথাপরম্॥
সূর্য্যাংশুস্পর্শমাত্রেণ বহ্নিং বমতি যৎ ক্ষণাৎ।
সূর্য্যকান্তং তদাখ্যাতং স্ফটিকং রত্নবেদিভিঃ॥
পূর্ণেন্দুকর সংস্পর্শাদমৃতং স্রবতি ক্ষণাৎ।
চন্দ্রকান্তং তদাখ্যাতং দুর্ল্লভং তৎ কলৌ যুগে॥
অশোকপল্লবচ্ছায়ং দাড়িমাবীজসন্নিভম্॥
বিন্ধ্যাটবিতটে দেশে জায়তে মন্দকান্তিকম্॥
সিংহলে জায়তে কৃষ্ণমাকরে গন্ধনীলকে।
পদ্মরাগভবে স্থানে বিবিধং স্ফটিকং ভবেৎ॥
অত্যন্তনির্ম্মলং স্বচ্ছং স্রবতীব জলং শুচি।
জ্যোতির্জ্জ্বলনমাশ্লিষ্টং মুক্তা জ্যোতীরসং দ্বিজ॥

তদেব লোহিতাকারং রাজাবর্ত্তমুদাহৃতম্।
আনীলং তত্তু পাষাণং প্রোক্তং রাজময়ং শুভম্।
ব্রহ্মসূত্রময়ং যত্তু প্রোক্তং ব্রহ্মময়ং দ্বিজ॥
ইতি ভোজরাজকৃত যুক্তিকল্পতরুঃ॥

স্ফটিকাদি ধারণ গুণ।

মুক্তাবিদ্রুমবজ্রেন্দ্রবৈদূর্য্যস্ফটিকাদিকম্।
মণিরত্ন সরং শীতং কষায়ং স্বাদু লেখনম্॥
চক্ষুষ্যং ধারণাত্তচ্চ পাপালক্ষ্মীবিনাশনম্॥
ইতি রাজবল্লভঃ।

স্ফটিকের গুণ ও জপমালার ফল।

স্ফটিকঃ সমবীর্য্যশ্চ পিত্তদাহার্ত্তিদোষনুৎ।
তস্যাক্ষমালাং জপতাং দত্তে কোটি গুণং ফলম্॥

স্ফটিক পরীক্ষা।

যদ্গঙ্গাতোয়বিন্দুচ্ছবি বিমলতমং নিস্তুষং নেত্রহৃদ্যং।
স্নিগ্ধং শুদ্ধান্তরালং মধুরমতিহিমং পিত্তদাহাস্রহারি॥
পাষাণে যন্নিঘৃষ্টং স্ফুটিতমপি নিজাং স্বচ্ছতাং নৈব জহ্যাৎ।
তজ্জাত্যং জাতু লভ্যং শুভমুপচিনুতে শৈবরত্নঞ্চ রত্নম্॥
ইতি রাজনির্ঘণ্টঃ।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

-:*:-

বিদ্রুম মণি—CORAL.

বিদ্রুমমণি রক্তবর্ণ বর্ত্তুলাকার রত্ন বিশেষ। ইহার অপর নাম প্রবাল, অঙ্গারকমণি, অম্ভোধিবল্লভ, ভৌমরত্ন, রক্তাঙ্গ, রক্তাকার ও লতামণি। চলিত ভাষায় ইহাকে পলা বলে।

ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা মঙ্গল। মঙ্গলের প্রীতির এবং শান্তির জন্য ইহার ধারণ এবং দান বিধি আছে।

প্রবাল ধারণ ও সেবন গুণ।

প্রবাল মধুরোঽম্লশ্চ কষায়শ্চ সরোহিমঃ।
চক্ষুষ্যঃ কফপিত্তাদি দোষঘ্নঃ কামনাশনঃ॥
ধৃতোসৌ যোষিতাং বীর্য্যকান্তিকৃদ্রতিবর্দ্ধনঃ।
পাপালক্ষীপ্রশমনো গ্রহদোষ নিবর্ত্তনঃ॥

প্রবাল মধুর অম্ল ও কষায় রস, বিরেচক, শীতবীর্য্য, চক্ষুর হিতকারক, কফপিত্তাদি দোষ নাশক এবং কামনাশক, প্রবাল কামিনীগণের অঙ্গে ধৃত হইলে বীর্য্য, কান্তি ও রতি বর্দ্ধন করিয়া থাকে। অপিচ ইহা পাপ, অলক্ষী ও গ্রহদোষ নষ্ট করিয়া থাকে।

শুভলক্ষণাক্রান্ত প্রবাল।

শুদ্ধং দৃঢ়ং মনং বৃত্তং স্নিগ্ধং গাত্র সুবঙ্গকম্।
সমং গুরুং শিরাহীনং প্রবালং ধারয়েৎ শুভম্॥

ইতি রাজনির্ঘণ্টঃ।

রক্ততা স্নিগ্ধতা দার্ঘ্যং চিরদ্যুতি স্থবর্ণতা।
প্রবালাণাং গুণাঃ প্রোক্তা ধনধান্য করাঃ পরাঃ॥

অশুভলক্ষণাক্রান্ত প্রবাল।

গৌরং রঙ্গজলাক্রান্তং বক্রসূক্ষ্মং সকোটরম্।
রূক্ষকৃষ্ণং লঘুশ্বেতং প্রবালমশুভং ত্যজেৎ॥

ইতি রাজনির্ঘণ্টঃ।

বিবর্ণতা তু খরতা প্রবালে দূষণদ্বয়ম্।
রেখা কাকপদৌ বিন্দুর্যথা বজ্রেষু দোষকৃৎ॥
তথা প্রবালে সর্ব্বত্র বর্জ্জনীয়ং বিচক্ষণৈঃ।
রেখা হন্যাদযশো লক্ষ্মীমাবর্ত্তঃ কুলনাশনঃ॥
পট্টলো রোগকৃৎ খ্যাতো বিন্দুর্দ্ধনবিনাশকৃৎ।
ত্রাসং সংজনয়েত্ত্রাসং নীলিকা মৃত্যুকারিণী॥
বিরূপজাতিং বিষমং বিবর্ণং খরপ্রবালং প্রবহন্তি যে যে।
তে মৃত্যুমেবাত্মনি বৈ বহন্তি সত্যং বদত্যেষকতো মুনীন্দ্রঃ॥

ইতি যুক্তিকল্পতরুঃ।

উৎকৃষ্ট বিদ্রুমমণির উৎপত্তি।

শ্বেতসাগর মধ্যে তু জায়তে বল্লরী তু যা।
বিদ্রুমা নাম রত্নাখ্যা দুর্ল্লভা বজ্ররূপিণী॥
পাষাণং প্রভজেত্যেষা প্রযত্নাৎ কথিতা সতী।
বিদ্রুমং নাম যদ্রত্নমামনন্তি মনীষিণঃ॥

চতুর্ব্বিধ প্রবাল।

ব্রহ্মাদি জাতি ভেদেন তচ্চতুর্ব্বিধমুচ্যতে।
অরুণং শশরক্তাখ্যং কোমলং স্নিগ্ধমেব চ॥

প্রবালং বিপ্রজাতি স্যাৎ সুখবেধ্যং মনোরমম্।
জবাবন্ধুকসিন্দুরদাড়িমীকুসুমপ্রভম্।
কঠিনং দুর্ব্বেধ্যমস্নিগ্ধং ক্ষত্রজাতিং তদুচ্যতে॥
পলাশ কুসুমাভাসং তথা পাটলসন্নিভম্।
বৈশ্যজাতির্ভবেৎ স্নিগ্ধং বর্ণাঢ্যং মন্দকান্তিভম্॥
রক্তোৎপলদলাকারং কঠিনং ন চিরদ্যুতি!
বিদ্রুমং শূদ্রজাতিঃ স্যাদ্বায়ু বেধ্যং তথৈব চ॥

প্রবালের মূল্য নির্দ্ধারণ।

মূল্যং শুদ্ধ প্রবালস্য রূপ্য দ্বিগুণমুচ্যতে।

বিশুদ্ধ প্রবালের মূল্য রূপার দ্বিগুণ অর্থাৎ একভরি বিশুদ্ধ প্রবালের মূল্য দুই টাকা। বহুকালের নিরূপিত এই মূল্যে অধুনা প্রবাল পাওয়া যায় না। বিশুদ্ধ প্রবাল তিন চারি টাকা ভরির কম পাওয়া যায় না। অবিশুদ্ধ প্রবাল কম মূল্যে মিলে।

রোমুক ও দেবক দেশে যে প্রবাল উৎপন্ন হয় তাহা অতীব নীলবর্ণ; কেরলাদি দেশজাত প্রবাল উৎকৃষ্ট।

পুলকমণি পরীক্ষার ন্যায় রুধির, স্ফটিক ও বিদ্রুম মণির পরীক্ষা করিবে।

প্রবালের উৎপত্তি।

গ্রীকেরা ইহাকে জলজ উদ্ভিদ মনে করিতেন। প্রকৃতপক্ষে ইহা সমুদ্রজাত পুষ্প বা শৈবাল সকল জমাট হইয়া প্রবাল উৎপন্ন হয়। ইংরাজিতে ইহাকে "Sea-anemones" ও "Coral anemals of the Sea anemone order," বলে।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

-:*:-

ইন্দ্রগোপমণি—CARNELIAN.

ইন্দ্রগোপ মণির অপর নাম রুধিরাখ্য। শুক পক্ষীর চঞ্চুর ন্যায় এই মণির বর্ণ এবং পীলুফলের ন্যায় ইহার আকৃতি।

নর্ম্মদা প্রদেশের নিম্ন ভূমিতে এই মণির আকর।

ইন্দ্রগোপ মণির মধ্যভাগ চন্দ্রসদৃশ পাণ্ডুরবর্ণ ও অতিবিশুদ্ধ।

ইন্দ্রনীল মণির সহিত ইহার সৌসাদৃশ্য আছে।

এই মণি ঐশ্বর্য্য ও ভৃত্যপ্রদ।

পরিপক্কাবস্থায় এই মণি সুরবজ্র সদৃশ বর্ণবিশিষ্ট হয়।

ষোড়শ উপরত্ন।

রুচকং পারিভদ্রকঞ্চ স্বর্ণাঙ্গ্যোৎপলমেব চ।
পালঙ্কং গন্ধশস্যঞ্চ পিণ্ডং জ্যোতিরসং তথা॥
পীলু সীসং তথা গঞ্জং গন্ধর্ব্ব শিখরি দ্বিজ।
নীলাঙ্গাদিকমেতানি চোপরত্নানি সন্তি বৈ॥

রুচক, পারিভদ্র (Aquamarine), স্বর্ণাঙ্গি (Chryso prase), উৎপল, পালঙ্ক (Onyx), গন্ধশস্য, পিণ্ড,জ্যোতিরস (Blood-Stone), পীলু (Jade), সীস, গঞ্জ (Mocha-Stone), গন্ধর্ব্ব (Tourmaline), শিখরি (Cinnamon-Stone) এবং নীলাঙ্গ (Violet ruby), ইহারা উপরত্ন নামে খ্যাত। ইহা ব্যতীত আরও দুইটী উপরত্ন আছে যথা রাজাবর্ত্ত ও বৈক্রান্তি।

উপরত্ন বিবরণ।

১। রুচক—পীত, হরিৎ, পিঙ্গল ও শুভ্র বর্ণের হইয়া থাকে এবং কাশ্মীর দেশের সমীপবর্ত্তী ভূভাগে জন্মে।

২। পারিভদ্র—অতি নির্ম্মল, স্বচ্ছ, হরিৎবর্ণ, অত্যন্ত দীপ্তি-বিশিষ্ট ও সুশ্রী।

৩। স্বর্ণাঙ্গি—নীল, হরিৎ ও রক্তবর্ণ, এবং স্বর্ণাভাযুক্ত বিন্দু সমূহে সমাকীর্ণ ও অতি সুন্দর।

৪। উৎপল—নীলোৎপলের ন্যায় শ্যামবর্ণ, সুন্দর, স্বচ্ছ ও কঠিন।

৫। পালঙ্ক—কৃষ্ণ, হরিৎ, লোহিত অথবা শুভ্ররেখা বিশিষ্ট হইয়া থাকে ; ইহা ভঙ্গ প্রবণ।

৬। গন্ধ শস্য—শ্বেত-লোহিত বিশুদ্ধ লোহিত, এবং লোহিত-বর্ণের হইয়া থাকে।

৭। পিণ্ড—ঈষৎ লোহিত, পাটল, হরিৎ এবং অতিশয় কঠিন হইয়া থাকে।

৮। জ্যোতিরস—রক্তবর্ণ বিন্দু বিভূষিত. কঠিন ও মনোহর

৯। পীলু—ধূম্র, শুক্ল, শ্বেতাভাযুক্ত, হরিৎবর্ণ কঠিন, অস্বচ্ছ ও অল্প প্রভাশালী।

১০। সীস—মুষিকের ন্যায় বর্ণযুক্ত।

১১। গন্ধ—শৈবাল ও পলাণ্ডুর ন্যায় বর্ণযুক্ত।

১২। গন্ধর্ব্ব—শ্বেত, হরিৎ ও নীলবর্ণে বিভূষিত ও অতিশয় দীপ্তিশালী রত্নকে গন্ধর্ব্ব বলে।

১৩। শিখরি—পাটবর্ণ। ১৪। নীলাঙ্গ—ঈষৎ নীলবর্ণ।

১৫। রাজাবর্ত্ত—ইহার নামান্তর নৃপাবর্ত্ত, রাজাত্যাবর্ত্তক,

আবর্ত্তমণি ও আবর্ত্ত। ইহাকে আরও বিরাট দেশজ হীরক বিরাটজ, এবং রাজপট্টও কহে।

রাজাবর্ত্তের গুণ।

রাজাবর্ত্তো মৃদুঃ স্নিগ্ধ শিশির পিত্তনাশনঃ।
সৌভাগ্যং কুরুতে নৃণাং ভূষণেষু প্রয়োজিতঃ॥
রাজাবর্ত্তঃ কটুস্তিক্তঃ শিশিরঃ পিত্ত নাশনঃ।
রাজাবর্ত্তঃ প্রমেহঘ্নশ্ছর্দ্দি হিক্কা নিবারণঃ॥

রাজাবর্ত্ত, মৃদু, স্নিগ্ধ, শীতল এবং পিত্তনাশক। অলঙ্কারাদিতে ব্যবহৃত হইলে সৌভাগ্য বৃদ্ধিকারক হইয়া থাকে। রাজাবর্ত্ত কটু, তিক্ত, শীতল, পিত্তনাশক এবং প্রমেহ, ছর্দ্দি ও হিক্কা নিবারক।

১৬। বৈক্রান্ত—ইহার পর্য্যায় ;—বৈক্রান্ত, বিক্রান্ত, নীচবজ্র, কুবজ্র, গোনাস, ক্ষুদ্রকুলিশ, এবং জীর্ণবজ্র।

বৈক্রান্তের গুণ।

বজ্রাভাবে চ বৈক্রান্তং রসবীর্জাদিকে সমম্।
ক্ষয়কুষ্ঠ বিষঘ্নঞ্চ পুষ্টিদং সুরসায়নম্॥
বৈক্রান্তং বজ্রসাদৃশ্যং বজ্রবদ্রসবীর্জকম্।
তথাপ্যভাবে বজ্রস্যগ্রাহ্যং বৈক্রান্তমুত্তমম্॥
বজ্রাকারতয়ৈব প্রসহ্য হরণায় সর্ব্বরোগাণাম্।
যদ্বিক্রান্তিং ধত্তে তদ্বৈক্রান্তং বুধৈরিদং কথিতম্॥
ইতি রাজনির্ঘণ্টঃ।

বৈক্রান্ত হীরকের অভাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে ; রসায়ণ ক্রিয়া ও বীর্য্যাদিতে ইহা হীরকের সমান। এইজন্য হীরকের অভাবে উৎকৃষ্ট বৈক্রান্ত গ্রহণীয় ; ইহা সর্ব্বরোগ প্রশমনে সমর্থ। ইহা বৈক্রান্তি বা বিক্রম ধারণে সমর্থ হেতু বুধগণ ইহাকে বৈক্রান্ত নামে অভিহিত করিয়াছেন।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

বিবিধ বিষয়।

রত্নোৎপত্তি সম্বন্ধে পৌরাণিক উপাখ্যান।

অতি প্রাচীনকালে প্রবল পরাক্রান্ত বল নামে এক মহা অসুর ছিল; সেই বলাসুর ইন্দ্রাদি দেবগণকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়াছিল। কেহই সেই বলাসুরকে যুদ্ধে জয় করিতে সক্ষম হন নাই। অনন্য-উপায় দেবগণ তাহাকে বিনাশ করিবার জন্য একটী যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন। দেবগণ তদনন্তর বলাসুরের নিকট গমন করতঃ যজ্ঞীয় পশুর নিমিত্ত তাহার শরীর ভিক্ষা করিলে, বলাসুর দেবগণকে স্বীয় শরীর অর্পণ করিল। বলাসুর পশুবৎ স্তম্ভ সমীপে গমন পূর্ব্বক দেবতাগণের হিতসাধনার্থ স্বীয় শরীর বিসর্জ্জন করিয়া দেবলোকে গমন করিল। বলাসুরের সেই পুণ্য প্রভাবে মহাবল পরাক্রান্ত বলাসুরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি অবয়ব সকল রত্নের বীজ স্বরূপ হইল। উক্তরূপে রত্নের উৎপত্তি হওয়াতে দেব, যক্ষ, সিদ্ধ, নাগ, প্রভৃতি সকলের মহান উপকার সাধিত হইল।

দেবগণ বিমানারোহণে গগনমার্গে গমন করিলেন। দেবগণের গমনবেগে বলদেহ বিমান হইতে খণ্ড খণ্ড হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইল। বলাসুরের দেহখণ্ড সমুদ্র, নদী, পর্ব্বত, কাননাদি যে যে স্থানে পতিত হইয়াছিল, সেই সেই স্থানে এক একটী রত্নের আকর সমুদ্ভূত হইল। ঐ সকল রত্ন-খণিতে বিবিধ রত্ন উৎপন্ন হইতে লাগিল। রত্ন সমূহের মধ্যে কতিপয় রত্ন, বিষ পীড়াদি নাশক,

কতকগুলি রাক্ষস ভুজঙ্গমাদি ভয় নিবারক ও পাপ হারক এবং কতকগুলি নির্গুণ।

রত্নগুণাভিজ্ঞ পণ্ডিতগণ রত্নাকর হইতে বজ্র,মুক্তা, মণি, পদ্মরাগ মরকত, ইন্দ্রনীল, বৈদূর্য্য, পুষ্পরাগ, কর্কেতন, পুলক, রুধির, স্ফটিক এবং বিদ্রুমাদি রত্নরাজিসকল সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। ইন্দ্রাদিদেব-বিজয়ী বলাসুরের অস্থি-কণা পৃথিবীর যে যে প্রদেশে পতিত হইয়াছিল সেই সেই প্রদেশে হীরকের আকর উৎপন্ন হইল। বলাসুরের দন্তাবলি স্বর্গভ্রষ্ট নক্ষত্রমালাবৎ সাগর সলিলে পতিত হওয়ায় শুক্তিপ্রভব মুক্তার বীজ স্বরূপ হইল।

বলাসুরের শোণিত লইয়া সূর্য্যদেব নীলবর্ণ নভোমণ্ডল দিয়া প্রস্থানকালে অমরবিজয়ী লঙ্কেশ্বর রাবণ বলদর্পে গর্ব্বিত হইয়া সূর্য্যের পথ অবরোধ করিলে দিবাকর তদনন্তর বলাসুর-শোণিত সিংহলস্থ রাবণগঙ্গা নামক নদীতে নিক্ষেপ করিলেন। সেই রক্ত হইতে পদ্মরাগ জাতীয় মণি সকল জন্মিল।

নাগরাজ বাসুকি বলাসুরের পিত্ত গ্রহণ পূর্ব্বক নভোমণ্ডল ভেদ করিয়া গমন কালে পক্ষীরাজ গরুড় পক্ষ বিস্তার পূর্ব্বক স্বর্গ মর্ত্ত নিরোধ করত সর্পরাজ বাসুকীর গতিরোধ করিলে, ভুজঙ্গমরাজ চকিত হইয়া বলাসুর-পিত্ত তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করিল।

সেই পিত্ত মাণিক্য গিরির উপত্যকা দেশে পতিত হইয়া তথা হইতে পয়োধি তীরে লক্ষ্মী সমীপে উপস্থিত হইল। সেই দিন হইতেই ঐ সাগর মরকত মণির আকর হইল।

বাসুকির পরিত্যক্ত পিত্তের কিয়দংশ খগপতি কর্ত্তৃক গৃহিত হইলে খগপতি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন, পরে সেই অশিত-পিত্ত গরুড়ের নাসারন্ধ্র দ্বারা পিত্ত ভূমিতে পতিত হয়।

গরুড় যে যে স্থানে বলাসুরের পিত্ত নিপাতিত করিয়াছিলেন সেই স্থানে মরকত মণির আকর হইল। সেই সকল দেশ সর্ব্ব-গুণশালী হইল। মরকত মণির আকরজাত উদ্ভিদ বিষরোগের মহৌষধ। মহাসর্প দংশনের ইহা ব্যতীত দ্বিতীয় ঔষধ আর নাই।

সিংহল কুলবালাগণ স্বীয় হস্তে লবলী-কুসুম পল্লব চয়ন করিতে-ছিল, সহসা তথায় প্রফুল্লারবিন্দ সদৃশ বলাসুর-নেত্রদ্বয় পতিত হইল। সিংহলস্থ সমুদ্রের তীরভূমিতে ঐ নেত্র পতিত হওয়ায় সেই স্থান ইন্দ্রনীলমণির আকর হইয়া সমধিক সমুজ্জ্বল হইল।

কল্পাবসানকালে সমুদ্র বিক্ষোভিত হইয়া যেরূপ গভীর গর্জ্জন করিয়া থাকে, দিতি-নন্দন বলাসুর প্রাণ বিসর্জ্জনকালে তদ্রূপ মহাগর্জ্জন করিয়াছিল। সেই গর্জ্জন ধ্বনি হইতেই পুষ্পরাগমণি উৎপন্ন হয়।

বিদুর পর্ব্বতের অনতি দূরে কামভূতিক সীমার প্রান্তভাগে বৈদূর্য্য মণির আকর হইল।

বলাসুরের চর্ম্ম হিমালয় পর্ব্বতে পতিত হইয়াছিল, ঐ চর্ম্ম হইতে পুষ্পরাগ মণির আকর হইল।

বলাসুরের নখ, পবন-প্রবাহিত হইয়া পদ্ম বনে পতিত হওয়ায় সেই পদ্ম বনে সর্ব্বোৎকৃষ্ট কর্কেতন মণির আকর হইল।

বলাসুরের বীর্য্য হিমালয় পর্ব্বতের উত্তর প্রদেশে পতিত হইয়াছিল; সেই বীর্য্যে ভীষ্মক নামক মহামণির আকর হইল।

সর্পগণ কর্ত্তৃক নীত বলাসুরের কররুহ হইতে পুলক মণির আকর জন্মে। অগ্নিদেব কর্ত্তৃক নর্ম্মদা প্রদেশে নিক্ষিপ্ত বলাসুর রূপ হইতে ইন্দ্রগোপমণির আকর হয়।

বলরাম কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত বলাসুর মেদ কাবের, বিন্ধ্য, যাবন, চীন ও নেপাল দেশে পতিত হয়। যে যে দেশে ঐ মেদ পতিত হইয়াছিল সেই সেই দেশে তৈলস্ফটিক নামক মণির আকর হয়।

বলাসুরের অস্ত্র লইয়া অনন্তদেব কেরলাদি দেশে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন; বলাসুরের অস্ত্র যে যে স্থানে পতিত হইয়াছিল সেই সেই স্থানে বিক্রম মণির আকর হইল।

জগতের তিনটী বিখ্যাত রত্নাগার।

প্রথম পার্সিয়ার সাহার, দ্বিতীয় রুশিয়ার সম্রাটের এবং তৃতীয় ভারতের মান্দ্রাস প্রদেশের শ্রীরঙ্গ দেবের ত্রিশিরা বল্লীস্থ মন্দিরের।

The proportions of the room containing the Shah's jewels are perfect. The floor is of fine tiles of exquisite colouring, arranged as a mosaic. A table is overlaid with beaten gold, and chairs in rows are treated in the same fashion. Glass cases round the room and on costly tables contain the mighty treasures of the Shah, and many of the magnificent crown jewels.

'Possibly the accumulated splendour of pearls, diamonds, rubies emeralds, sapphires, basins and vessels of solid gold, ancient armour flashing with precious stones, shields studded with diamonds and rubies, scabbards and sword hilts encrusted with costly gems, helmets red with rubies, golden vessels thick with diamonds, crowns of jewels, chains, ornaments (masculine solely) of every description, jewelled coats of mail, dating back to the reign of Shah Ishmael, exquisite emeralds of great antiquity, all in a confusion not to be described, have no counter part on earth ; they are a dream of splendour not to be forgotten.

Among the extraordinarliy lavish uses of gold and gems is a golden globe twenty inches in diameter, turning on a frame of solid gold. The Stand and meridian are of gold set with rubies. The equater and ecliptic are of large diamonds, the countries are chiefly outlined in rubies, but Persia is of Diamonds. The ocean is of emeralds. As if all this were not enough, huge golden coins, each worth thirty-three sovereigns, are heaped around its base. Pearson's Weekly.

The pipe smoked by the Shah of Persia on state occasions is set with diamonds, rubies and emeralds of the costliest kind and is stated to be worth as much as £80,000 sterling.

The Czar of Russia is a great admirer of precious stones, and delights in purchasing rare and costly specimens. His uniforms and military trappings are decorated with gems of great value, and his jewels are probably the most gorgeous in Europe. In the Russian sceptre is the famous Orloff diamond, weighing $197\frac{?}{16}$ carat. This stone is rose cut, resembling half a pigeon's egg. It is supposed to have been the eye of an Indian idol, which after being stolen by a French deserter, passed through many hands until it was purchased by count Orloff for the Empress Catherine. The price paid to the Armenian merchant who then owned it was £90,000. The Czar's private collection contains, numerous large and valuable diamonds and pearls.

The Russian Crown jewels are something simply fabulous. It is to be doubted whether any one outside of that country has any definite conception of the

extent of the Romanoff possessions in the way of gems and precious stones.

No woman in the world wears so many jewels as the Czarina. The Russians still retain their old barbaric love of splendour, and when the Empress shows herself she is a vision of unmatched gorgeousness. She is one of the few monarchs of Europe who still makes a practice of wearing a crown on great occasions. There are several she uses, but the favourite one is that made and worn by the great Elizabeth of Russia, and which is loaded with gems of great price. The pearls alone are said to be valued at something like 80,000 roubles.

Pearson's Weekly.

The next great collection is to be found in the richest shrine in the world, that of the God Kristna Avatar of Vishnu, in the famous Island of Srivangam. The collection chiefly consists of ornaments for the adornment of the god on special occasions.

There are armlets and necklaces, and breast-plates and crowns, all set with gems—diamond, and ruby, and emerald, and topaz, and opal, and sapphire, and pearl. One necklace of emeralds, rubies and diamonds, with pearl pendants, is computed to be worth six lakhs of rupees (£60,000). The god has several umbrellas with covers of pearl net work, and one of these bears, according to estimation, one hundred and twenty-five thousand small, but extremely clear, coloured pearls. Among the treasures are huge vessels of purest gold under the weight of which the attendants who show them to the few who are allowed to inspect the temple treasures, stagger as they bring them into the show-

chamber. The mace of the god is a mass of gold, sheathed for the greater part by large flat diamonds.

It is impossible to estimate the intrinsic value of the srivangam gems. They are badly cut, and some of the largest emeralds, rubies, and diamonds are scarcely cut at all. Yet some, wretchedly cut as they are, emit a surprising lustre. There are several hundreds of huge pearshaped pearls, but these, again are bored through the centre, and this although it may enhance the gems in the Hindoo's eyes, naturally lowers their value in the estimation of a European jeweller.

মান্দ্রাজ প্রদেশের প্রসিদ্ধ অনেক দেবমন্দিরে বহুমূল্যের বহুবিধ রত্নালঙ্কার ও রত্নাদি নির্ম্মিত দেবমূর্ত্তি আছে। লেখক মান্দ্রাস প্রদেশের চিদম্বরম্ মন্দিরে রত্নাদি নির্ম্মিত যে সকল দেবমূর্ত্তি স্বচক্ষে সন্দর্শন করিয়াছেন, তাহার বিশেষ বিবরণ সন ১৩১৬ সালের অগ্রহায়ণের শিল্প-সাহিত্য নামক সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে।

রজত-বাক্সস্থিত হীরক নির্ম্মিত শিবলিঙ্গ ও মণিময় জটাধারী মূর্ত্তি প্রভৃতি বহু বিস্ময়কর ব্যাপার দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল।

The Ring of the Strength. বা বিজয়-অঙ্গুরী।

"Let a ring be formed of virgin gold of the day (a) of the Sun, and in the hour (b) of Jupitor in the Moon's increase, (c) where in thou shalt place seven precious stones;—The Diamond, the Ruby, the Emerald, the Jacynth, the Sapphire, the Beryl and the Topaz. Wear it about then and fear no man; for thou wilt be as invincible as Achilles"—MSS. of Philadalphus.

From "The Temple of Vrania." By M. Nostradamus.

(a) Sunday. (b) 11 to 12 and 6 to 7 in the day. (c) From the 2nd day of the moon to the time of the full.

গ্রহদোষ শান্তির নিমিত্ত রত্ন ধারণ বিধি।

মাণিক্যং বিগুণে সূর্য্যে বৈদূর্য্যং শশলাঞ্ছনে।
প্রবালং ভূমিপুত্রে চ পদ্মরাগং শশাঙ্কজে॥
গুরৌ মুক্তাং ভৃগৌ বজ্রমিন্দ্রনীলং শনৈশ্চরে।
রাহৌ গোমেদকং ধার্য্যং কেতৌ মরকতস্তথা॥

মতান্তরে— ইতি জাতক চন্দ্রিকা।

বৈদূর্য্যং বিগুণে সূর্য্যে নীলঞ্চ শশলাঞ্ছনে।
আবণেয়ে চ মাণিক্যং পদ্মরাগং শশাঙ্কজে॥
গুরৌ মুক্তা ভৃগৌ বজ্রং শনৌ নীলং শুভং বিদুঃ।
রাহৌ গোমেদকং কেতৌ মরকতং তথা॥

বিগুণ গ্রহের রত্ন দানবিধি।

মাণিক্যং তরণেঃ সুজাত্যমমলং শীতগো মাহেয়শ্চ চ বিদ্রুমো নিগদিতঃ সৌম্যস্য গারুত্মতম্। দেবেজ্যস্য চ পুষ্পরাগমসুরাচার্য্যস্য বজ্রং শনের্নীলং নির্ম্মলমণ্যয়োশ্চ গদিতে গোমেদ বৈদূর্য্যকে॥

আদিত্যাদি দশা জাতের রত্নালঙ্কার নির্ণয়।

পদ্মরাগঞ্চ বজ্রঞ্চ বিদ্রুমো গোমেদস্তথা।
মুক্তা বৈদূর্য্যং নীলঞ্চ তথা মরকতং ক্রমাৎ।
আদিত্যাদি দশাজানাং সর্ব্বসম্পত্তিদায়কম্॥

গ্রহশান্তির জন্য রত্নধারণাদির বিস্তৃত বিবরণ ও গ্রহশান্তির অন্যান্য বিশেষ বিবরণ মৎপ্রণীত জ্যোতির্ব্বিজ্ঞান-কল্পলতিকা কোষ্ঠী প্রকরণের (২য় সংস্করণ) গ্রহশান্তি অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

নব রত্নাঙ্গুরিয় প্রস্তুত প্রণালী। জাতক চন্দ্রিকামতে—

পূর্ব্বদিকে শুক্রের হীরক, অগ্নিকোণে চন্দ্রের বৈদূর্য্য, দক্ষিণে মঙ্গলের প্রবাল, নৈঋতে রাহুর গোমেদ, পশ্চিমে শনির ইন্দ্রনীল বায়ু কোণে কেতুর মরকত, উত্তরে বৃহস্পতির মুক্তা, ঈশানে [illegible]র পুষ্পরাগ এবং মধ্যস্থানে রবির মাণিক্য সংস্থাপন পূর্ব্বক নবরত্নাঙ্গুরিয় প্রস্তুত করিবার বিধি আছে। জাতক পারিজাত মতে কিঞ্চিৎ পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। ঈশানে বুধের মরকত, উত্তরে গুরুর পুষ্পরাগ, বায়ব্যে কেতুর বৈদূর্য্য এবং অগ্নিকোণে চন্দ্রের মুক্তা; অন্যান্য পূর্ব্বমত।

বৈজয়ন্তী মালা।

নীলং মুক্তা চ মাণিক্যং বৈদূর্য্যং বজ্রকস্তথা।
এতে বিরচিতা মালা বৈজয়ন্তী প্রকীর্ত্তিতা॥

ইন্দ্রনীল, মুক্তা, মাণিক্য, বৈদূর্য্য ও হীরা এই পঞ্চ রত্নের দ্বারা নির্ম্মিত রমণীগণের কণ্ঠহারকে বৈজয়ন্তী মালা কহে। এই রাজমহিষীর কণ্ঠোপযোগী রত্নমালা যে সৌভাগ্যবতী রমণী ধারণ করিতে পারেন; ইহসংসারে তিনি যশস্বিনী অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী এবং শোক তাপ বিরহিতা হইয়া থাকেন।

সৌভাগ্যবান পুরুষের পক্ষে যেরূপ নব রত্নাঙ্গুরীয় শুভজনক, সৌভাগ্যশালিনী রমণীর পক্ষে বৈজয়ন্তী মালা তদ্রূপ শুভজনক।

সমাপ্ত।

শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত গ্রন্থাবলি।

স্বপ্ন-তত্ত্ব—মূল্য ॥০ আট আনা।

নেশন্যাল মেগাজিনের সুবিজ্ঞ সম্পাদক লিখিয়াছেন;—"স্বপ্ন-তত্ত্ব"—ইহা স্বপ্ন বিষয়ক একখানি শাস্ত্রীয় পুস্তক। ইহাতে স্বপ্নের কারণ, উৎপত্তি ও ফলাফল বৈজ্ঞানিক ও শাস্ত্রীয় যুক্তিদ্বারা প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। বর্ণমালা ক্রমে স্বপ্নের ফলাফল প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁহারা গূঢ় ও আধ্যাত্মিক শাস্ত্রের আলোচনা করিতে ভাল বাসেন, তাঁহারা এই গ্রন্থে অনেক কাজের কথা পাইবেন। সর্ব্বসাধারণে যাহাতে অনায়াসে বুঝিতে পারেন তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রম করা হইয়াছে।

দৈব-জ্ঞান—মূল্য ৴০ তিন আনা।

এই অত্যাবশ্যকীয় ক্ষুদ্র পুস্তকে, পূর্ব্বতন মহাত্মাগণের ভবিষ্য-গণনা ও তাহার ফলাফল এবং আমরা যে সকল সামান্য অথচ দুর্জ্ঞেয় লক্ষণ সকল প্রতিনিয়ত লক্ষ্য করি, তাহাদিগের ভাবী শুভাশুভ ফল অতি বিশদরূপে বিবৃত করা হইয়াছে। নেশন্যাল মেগাজিন (আগষ্ট ১৯০১)। ইহা বহু সংবাদ পত্রে প্রশংসিত।

প্রহেলিকা-রত্নমালা—মূল্য ।০ চারি আনা।

"প্রহেলিকা রত্নমালা" ইহা হেঁয়ালির সর্ব্বোৎকৃষ্ট পুস্তক। বঙ্গ-ভাষায় এমন পুস্তক আর প্রকাশিত হয় নাই। পড়িবার সময় হাসিতে হাসিতে পেটের নাড়ী ছিঁড়িয়া যায়; কিন্তু হাস্যরসের ভিতরেও প্রচ্ছন্নভাবে উপদেশ নিহিত। পুরাণ, জ্যোতিষ, ভূগোল আদি, সংস্কৃত ও নানাবিষয়ক কৌতুকোদ্দীপক হেঁয়ালি, তাহার উত্তর ও দুরূহ প্রহেলিকার ব্যাখ্যা আছে। বহু সংবাদপত্রে প্রশংসিত।

২নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতায় গ্রন্থকারের নিকট